১৫শ সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ সামু ৩১:১-৪; ২ সামু ১:১-১৬

সৌলের মৃত্যু

সেসময়, ফিলিস্তিনিরা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল, আর ইস্রায়েলীয়েরা ফিলিস্তিনিদের সামনে থেকে পালাতে পালাতে গিলবোয়া পর্বতে বিদ্ধ হয়ে পড়তে লাগল। ফিলিস্তিনিরা সৌলের ও তাঁর সন্তানদের পিছনে ধাওয়া করল, এবং সৌলের সন্তান যোনাথান, আবিনাদাব ও মাল্কিসুয়াকে মেরে ফেলল। সংগ্রাম সৌলের চারদিকে তীব্রতর হয়ে উঠল, তীরন্দাজেরা তাঁর নাগাল পেল, আর তিনি সেই তীরন্দাজদের দ্বারা মারাত্মক আঘাতে আহত হলেন। তখন সৌল তাঁর অস্ত্রবাহককে বললেন, 'তোমার খড়্গ বের কর, সেই খড়্গ দ্বারা আমাকে বিঁধিয়ে দাও, নইলে ওই অপরিচ্ছেদিতেরা এসে আমাকে বিঁধিয়ে দিয়ে আমাকে অপমান করবে।' কিন্তু তাঁর অস্ত্রবাহক তা করতে চাইল না, কারণ সে বেশি ভীত হয়ে পড়েছিল; তাই সৌল খড়্গটা নিয়ে নিজেই সেটার উপরে পড়লেন।

সৌলের মৃত্যু হয়েছিল, এবং দাউদ আমালেকীয়দের পরাস্ত করার পর ফিরে এসে সিক্লাগে দু' দিন কাটিয়েছিলেন। তৃতীয় দিনে, সৌলের শিবির থেকে একজন লোক এল, তার জামাকাপড় ছেঁড়া, মাথায় ধুলা; দাউদের কাছে এসে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রণিপাত করল। দাউদ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথা থেকে আসছ?' সে উত্তর দিল, 'আমি ইস্রায়েলের শিবির থেকে পালিয়ে আসছি।' দাউদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে, বল তো?' উত্তরে সে বলল, 'লোকেরা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেছে; লোকদের মধ্যে অনেকেই মারা পড়েছে; সৌল ও যোনাথানও মারা পড়েছেন।' যে যুবকটি খবর দিচ্ছিল, তাকে দাউদ আরও জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কেমন করে জান যে, সৌল ও যোনাথান মারা পড়েছেন?' যে যুবকটি খবর দিচ্ছিল, সে উত্তরে বলল, 'দৈবাৎ আমি গিলবোয়া পর্বতে এসে পড়েছিলাম, আর দেখ, বর্শার উপরে ভর করে সেখানে সৌল রয়েছেন, এবং দেখ, রথ ও অশ্বারোহীরা এসে তাঁর চারদিকে চাপাচাপি করে রয়েছে। তিনি পিছনে মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখে কাছে ডাকলেন; আমি বললাম, এই যে আমি! তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? আমি উত্তর দিলাম, আমি একজন আমালেকীয়। তখন তিনি আমাকে বললেন, আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে মেরে ফেল, কারণ আমার মাথা ঘুরছে, কিন্তু আমার মধ্যে এখনও সম্পূর্ণ প্রাণ রয়েছে। তাই আমি তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে মেরে ফেললাম; আসলে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, তেমন পতনের পরে তিনি আর বাঁচবেন না। তারপর তাঁর মাথায় যে মুকুট ছিল, ও বাহুতে যে বলয় ছিল, তা নিয়ে এখানে আমার প্রভুর কাছে এনেছি।'

দাউদ নিজের পোশাক ধরে ছিঁড়ে ফেললেন; তাঁর সঙ্গে যারা ছিল, তারাও সকলে তাই করল। তারা হাহাকার করল, চোখের জল ফেলল, এবং সৌল ও তাঁর সন্তান যোনাথানের খাতিরে, এবং প্রভুর জনগণ ও ইস্রায়েলকুলের খাতিরে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস করল; কারণ তাঁরা খড়্গের আঘাতে মারা পড়েছিলেন।

পরে, যে যুবকটি খবর নিয়ে এসেছিল, তাকে দাউদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কোথাকার লোক?' সে উত্তর দিল, 'আমি আমালেকীয় একজন প্রবাসীর ছেলে।' দাউদ তাঁকে বললেন, 'প্রভুর অভিষিক্তজনকে সংহার করার জন্য তোমার হাত বাড়াতে তুমি কেমন করে ভীত হলে না?' দাউদ যুবকদের একজনকে ডেকে হুকুম দিলেন, 'এগিয়ে এসো, একে মেরে ফেল।' সে তখনই তাকে আঘাত করল আর সে মরল। দাউদ বললেন, 'তোমার রক্ত তোমার মাথায় পড়ুক। তোমারই মুখ তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে, কারণ তুমি বলেছ: আমিই প্রভুর অভিষিক্তজনকে মেরে ফেলেছি।'

শ্লোক ২ সামু ১:২১,১৯ দ্রঃ

প্র হে গিলবোয়ার পর্বতমালা, তোমাদের উপরে শিশির কি বৃষ্টি না পড়ুক,

℣ কেননা এইখানে ইস্রায়েলের বীরপুরুষেরা নিপাতিত হলেন।

℟ চারিপাশে যত পর্বতের কাছে দেখা দিন প্রভু, তিনি কিন্তু যেন গিলবোয়ার দিকে আর কখনও দৃষ্টিপাত না করেন!

℣ কেননা এইখানে ইস্রায়েলের বীরপুরুষেরা নিপাতিত হলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৪৭:১,২,৩,৬**

তিনিই আমাদের পরমেশ্বর,
আর আমরা তাঁর চারণভূমির জনগণ

যে কথা আমরা গান করেছি, সেগুলির মধ্যে আমাদের এমন স্বীকারোক্তি রয়েছে যে আমরা ঈশ্বরের মেষ, *কারণ প্রভুই আমাদের পরমেশ্বর যিনি আমাদের গড়লেন।* তিনি আমাদের পরমেশ্বর, *আর আমরা তাঁর চারণভূমির জনগণ, তাঁর হাতের মেষপাল।* মানব-মেষপালক যারা, তারাই যে আপন মেষগুলিকে গড়ল এমন নয়, আপন চারণভূমির মেষপালকেও তারা সৃষ্টি করেনি। কিন্তু আমাদের পরমেশ্বর প্রভু, ঈশ্বর ও স্রষ্টা হওয়ায় তাঁর যে মেষগুলি আছে ও যে মেষগুলিকে চারণ করেন, তিনি নিজেই সেগুলিকে সৃষ্টি করলেন। তিনি নিজে যে পাল চরান, তা অন্য কেউই গঠন করেনি, আবার তিনি নিজে যে মেষপাল গঠন করলেন, তা অন্য কেউই চরায় না।

সুতরাং, যেহেতু এই গীতিকায় আমরা স্বীকার করেছি, আমরা তাঁর মেষ, তাঁর চারণভূমির জনগণ ও তাঁর হাতের মেষপাল, সেজন্য এসো, শুনি তিনি আপন মেষগুলির মত এই আমাদের কাছে কী বলেন। অন্য সময় তিনি মেষপালকদের কাছে কথা বলছিলেন; এখন কিন্তু মেষগুলির কাছেই কথা বলছেন। সেই প্রথম কথাগুলো মেষপালক এই আমরা সভয়েই শুনছিলাম, তোমরা কিন্তু নিরাপদ ছিলে। তবে আজকের বাণীর ফলে কী হবে? হয় তো এমন কি হতে পারে যে, মেষপালক-আমরা নিরাপদ হয়ে শুনব আর তোমরা সভয়ে শুনবে? কখনও না। এর প্রথম কারণ হল এই যে, আমরা মেষপালক হয়েও তবু যা কিছু মেষপালকদের কাছে বলা হয় তা শুধু নয়, মেষগুলির কাছে যা বলা হয় তাও মেষপালক সভয়ে শোনে। কেননা মেষগুলির কাছে যা বলা হয়, মেষপালক তা যদি নিজেকে নিরাপদ মনে করেই শোনে, তাহলে মেষগুলি বিষয়ে তার কোন চিন্তা নেই। দ্বিতীয় কারণ হল যে, ইতিমধ্যে আমরা তোমাদের কাছে আমাদের সম্বন্ধে দু'টো বিষয় বিবেচনাযোগ্য বলে উপস্থাপন করেছি: প্রথম, আমরা খ্রীষ্টান; দ্বিতীয়, আমরা অধ্যক্ষ। অধ্যক্ষ হওয়ায় আমরা ভাল হলে তবে মেষপালকদের সংখ্যায় পরিগণিত; কিন্তু খ্রীষ্টান হওয়ায় আমরাও তোমাদের সঙ্গে মেষ। সুতরাং, প্রভু মেষপালকদের কাছে বা মেষগুলির কাছে, যাদেরই কাছে কথা বলুন না কেন, আমাদের পক্ষে সেই সমস্ত বাণী সকম্পেই শোনা উচিত, পাছে আমাদের হৃদয় থেকে সেবা-মনোভাব সরে যায়।

সুতরাং ভাইবোনেরা, এসো, শুনি কেমন করে প্রভু দুর্দন্ত মেষগুলিকে ভর্ৎসনা করেন ও আপন মেষগুলিকে কী প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, *তোমরা আমার মেষ।* প্রথম, কতই না আনন্দের বিষয় যে আমরা ঈশ্বরের মেষপাল! ভাইবোনেরা, একথা চিন্তা করলে তবে এ সংসারের অশ্রুজল ও দুঃখকষ্টের মধ্যেও অন্তরে মহা আনন্দের উদয় হয়। কেননা তাঁরই কাছে বলা হয়, *ইস্রায়েলের পালক যে তুমি,* যাঁর বিষয়ে বলা হয়, *দেখ, ঘুমিয়ে পড়বেন না, হবেন না নিদ্রামগ্ন ইস্রায়েলের রক্ষক।* তাই আমরা সজাগ থাকলে তিনি তখনও আমাদের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখেন, আমরা নিদ্রা গেলে তখনও তিনি সজাগ থাকেন। অতএব, মানব-মেষপাল যখন মানব-মেষপালকের পালনে নিজেকে নিরাপদ মনে করে, তখন ঈশ্বর আমাদের পালন করলে আমাদের নিরাপত্তা আর কতই না মহত্তর হওয়ার কথা—তিনি যে আমাদের পালন করেন, এজন্য শুধু নয়, একারণেও বরং যে তিনি আমাদের গড়লেন।

তোমাদের বিষয়ে, হে আমার মেষপাল, প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমি মেষ ও মেষের মধ্যে, আবার ভেড়া ও ছাগের মধ্যে বিচার করব। ঈশ্বরের মেষপালে ছাগগুলি কী করছে? তারাও কি একই চারণভূমিতে ও একই জলের উৎসধারায় থাকবে? অথচ যারা বাঁ পাশে থাকবার কথা তারা ডান পাশের মেষগুলির সঙ্গে মিশে গেল; এখন তাদের সহ্য করা হচ্ছে বটে, পরে কিন্তু তারা বিচারিত হবেই। এক্ষেত্রেই তো ঈশ্বরের ধৈর্যের সাদৃশ্যে মেষগুলিরও ধৈর্যের অনুশীলন করা হচ্ছে; কেননা তিনিই এদের ডান পাশে ও ওদের বাঁ পাশে পৃথক

পৃথক করবেন।

শ্লোক যোহন ১০:২৭-২৮; এজে ৩৪:১৫

প্র যে মেষগুলি আমার নিজের, তারাই আমার কণ্ঠে কান দেয়; তাদের আমি জানি আর তারা আমার অনুসরণ করে। আমি তাদের অনন্ত জীবন দান করি:

উ তাদের কখনও বিনাশ হবে না, আমার হাত থেকেও কেউ তাদের ছিনিয়ে নেবে না।

প্র আমি নিজেই আমার মেষগুলিকে চরাব, আমি নিজেই তাদের শুইয়ে রাখব।

উ তাদের কখনও বিনাশ হবে না, আমার হাত থেকেও কেউ তাদের ছিনিয়ে নেবে না।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোব ১:১-২২

শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত যোব

একসময় উজ দেশে একজন লোক ছিলেন, তাঁর নাম যোব। লোকটি ছিলেন সৎ ও ন্যায়বান; পরমেশ্বরকে ভয় করতেন ও অধর্ম থেকে দূরে থাকতেন। তাঁর ঘরে সাত ছেলে ও তিন মেয়ের জন্ম হয়েছিল। তাঁর ছিল সাত হাজার মেষ, তিন হাজার উট, পাঁচশ' জোড়া বলদ ও পাঁচশ'টা গাধী; দাস-দাসীরাও অনেকে ছিল। প্রাচ্য দেশে তিনিই সকলের চেয়ে ঐশ্বর্যবান লোক ছিলেন।

তাঁর ছেলেরা এক একজনের নির্দিষ্ট দিনে এক এক ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে ঘটা করে ভোজসভায় বসত, এবং লোক পাঠিয়ে তাদের তিন বোনকেও তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে নিমন্ত্রণ জানাত। ভোজসভার পালা একবার শেষ হলে যোব তাদের সকলকে আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া পালনের জন্য নিজের বাড়িতে ডেকে পাঠাতেন, এবং পরদিন সকালে উঠে তাদের সকলের সংখ্যা অনুসারে আহুতিবলি উৎসর্গ করতেন। কেননা যোব ভাবতেন, 'কী জানি, আমার ছেলেরা পাপ করে নিজেদের হৃদয়ে ঈশ্বরনিন্দা করেছে কিনা!' আর প্রতিবার যোব ঠিক তাই করতেন।

একদিন প্রভুর সভায় যোগ দিতে ঈশ্বরসন্তানেরা এসে উপস্থিত হলেন, তাঁদের মধ্যে সেদিন শয়তানও এসে উপস্থিত হল। তাই প্রভু শয়তানকে বললেন, 'তুমি কোথা থেকে আসছ?' শয়তান উত্তরে প্রভুকে বলল, 'আমি পৃথিবীতে এদিক ওদিক গিয়ে নানা জায়গা থেকে ঘুরে এলাম।' প্রভু শয়তানকে বললেন, 'তুমি কি আমার দাস যোবকে লক্ষ করে দেখেছ? পৃথিবীতে তার মত কেউই নেই; লোকটি সৎ ও ন্যায়বান, পরমেশ্বরকে ভয় করে ও অধর্ম থেকে দূরে থাকে।' শয়তান প্রভুকে উত্তর দিয়ে বলল, 'যোব বিনা স্বার্থেই কি পরমেশ্বরকে ভয় করে? তুমি তার চারদিকে, তার বাড়ির চারদিকে ও তার সবকিছুর চারদিকে কি রক্ষণ-বেষ্টনী রাখনি? সে যা কিছুতে হাত দিয়েছে, তা তুমি আশিসমণ্ডিতই করেছ, আর তার পশুপাল দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে। দেখ, হাত বাড়িয়ে তার সেই সবকিছু একবার স্পর্শ কর, তবেই তুমি দেখবে, সে তোমার মুখের উপরেই তোমাকে কেমন ধন্য বলবে!' প্রভু শয়তানকে বললেন, 'আচ্ছা, তার সবকিছু এখন তোমারই হাতে; তুমি শুধু তার উপরে হাত বাড়াবে না।' শয়তান তখন প্রভুর কাছ থেকে বিদায় নিল।

একদিন যোবের ছেলেমেয়েরা বড় ভাইয়ের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করছে, এমন সময় একজন দূত যোবকে এসে বলল, 'বলদগুলো লাঙল টানছিল, এবং গাধীগুলো কাছাকাছি চরে বেড়াচ্ছিল; সেসময়ে শেবায়ীয়েরা সেগুলোর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেগুলো লুট করে নিল ও রাখালদের খড়্গের আঘাতে মেরে ফেলল; এই যে আমি আপনাকে খবর দিচ্ছি, কেবল এই আমিই রেহাই পেয়েছি।' সে তখনও কথা বলছে, এর মধ্যে আর একজন দূত এসে বলল, 'আকাশ থেকে দেবাগ্নি পড়ল; মেষপাল ও রাখালদের ধরে তাদের সকলকেই গ্রাস করল; এই যে আমি আপনাকে খবর দিচ্ছি, কেবল এই আমিই রেহাই পেয়েছি।' সে তখনও কথা বলছে, এর মধ্যে আর একজন দূত এসে বলল, 'কাল্দীয়েরা তিন দল হয়ে উটপালের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেগুলো কেড়ে নিল ও রাখালদের খড়্গের আঘাতে মেরে ফেলল; এই যে আমি আপনাকে খবর দিচ্ছি, কেবল এই আমিই রেহাই পেয়েছি।' সে তখনও কথা বলছে, এর মধ্যে আর একজন দূত এসে বলল, 'আপনার ছেলেমেয়েরা বড় ভাইয়ের বাড়িতে

খাওয়া-দাওয়া করছিলেন; হঠাৎ মরুপ্রান্তর থেকে এক ঝড়ো বাতাস ছুটে এসে বাড়ির চার কোণে আঘাত হানতে লাগল; বাড়িটা তরুণ-তরুণীদের উপরে ধসে পড়ল আর তাঁরা মারা পড়লেন; এই যে আমি আপনাকে খবর দিচ্ছি, কেবল এই আমিই রেহাই পেয়েছি।'

তখন যোব উঠে নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন ও মাথা মুড়িয়ে নিলেন; পরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রণিপাত করে বললেন, আমি মাতৃগর্ভ থেকে উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে এসেছি, উলঙ্গ হয়ে সেখানে ফিরে যাব। প্রভু দিয়েছেন, প্রভু ফিরিয়ে নিয়েছেন। ধন্য প্রভুর নাম!

এইসব কিছুতে যোব পাপ করলেন না; পরমেশ্বরকে অবিবেচক বলে দোষারোপ করলেন না।

শ্লোক যোব ২:১০; ১:২১

প্র আমরা পরমেশ্বরের হাত থেকে কি মঙ্গলই গ্রহণ করব, কিন্তু অমঙ্গল গ্রহণ করব না?
উ প্রভু দিয়েছেন, প্রভু ফিরিয়ে নিয়েছেন। ধন্য প্রভুর নাম!
প্র আমি মাতৃগর্ভ থেকে উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে এসেছি, উলঙ্গ হয়ে সেখানে ফিরে যাব।
উ প্রভু দিয়েছেন, প্রভু ফিরিয়ে নিয়েছেন। ধন্য প্রভুর নাম!

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **পক্ষাঘাতগ্রস্ত, উপদেশ**

ধৈর্যের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

আমরা নবসন্ধি থেকে শুধু নয়, প্রাক্তন সন্ধি থেকেও সান্ত্বনা পেতে পারি। যখন তুমি সেই যোবের কথা শোন, যিনি ধন-সম্পত্তি হারিয়ে ফেলার পর ও পশুপাল বিলুপ্ত হওয়ার পর একটি বা দু'টো বা তিনটি সন্তানকে শুধু নয়, কিন্তু সকল সন্তানকেই, এমনকি উত্তম বয়সেরই সকল সন্তানকে হারিয়ে ফেলেন, তখন তেমন মনোবলের সামনে তুমি সকল মানুষের মধ্যে দুর্বলতম মানুষ হয়েও সান্ত্বনা পেতে পার ও সহজে অনুপ্রাণিত হতে পার।

হে মানুষ, তুমি তো কমপক্ষে তোমার অসুস্থ সন্তানের কাছে কাছে থাকতে পারলে, তাকে শয্যায় শায়িত দেখতে পেলে, তার শেষ কথা শুনতে পারলে, ও তার শেষ নিশ্বাসে উপস্থিত হতে পারলে; তুমি নিজেই তার চোখের পাতা নামালে ও তার মুখখানি বন্ধ করলে; অপরদিকে তাঁর সন্তানেরা প্রাণ ত্যাগ করলে ও শেষ নিশ্বাস নিলে তিনি উপস্থিত ছিলেন না, তারা সকলে বাড়ির দেওয়ালের নিচে একমাত্র সমাধিতেই যেন সমাহিত হল। অথচ তেমন দুর্দশায় তিনি চোখের জল ফেললেন না, অসন্তোষেও গজ গজ করলেন না, বরং কী বললেন? *প্রভু দিয়েছেন, প্রভু ফিরিয়ে নিয়েছেন। ধন্য প্রভুর নাম!*

এ সত্য বিষয়ে নিশ্চিত হলে তবে আমরা কোন অমঙ্গলের জন্য দুঃখ করব না, শত শত দুর্দশায় দুর্দশাগ্রস্ত হলেও আমাদের কোন ক্ষতি হবে না, উপকারই হবে; এ সমস্ত বাণীর জন্য অমঙ্গলের চেয়ে অসংখ্য মঙ্গলই তোমার কাছে আসবে, কেননা তুমি ঈশ্বরকে প্রসন্ন করবে ও শত্রুর কর্তৃত্ব ধ্বংস করবে।

কেননা জিহ্বা তেমন বাণী উচ্চারণ করলেই শত্রু দূরে সরে যায়; আর সে সরে গেলে শোকও সরে যায়, আর সেইসঙ্গে আমাদের পীড়া ও যত দুশ্চিন্তাও চলে যায়। এভাবে, এজীবনের আনন্দ ছাড়া তুমি স্বর্গে সঞ্চিত সেই আনন্দও পাবে। এবিষয়ে যোব ও প্রেরিতদূতেরা তোমাকে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অর্পণ করছেন: ঈশ্বরের খাতিরে এজীবনের অমঙ্গল তুচ্ছ করে তাঁরা শাশ্বত মঙ্গলদানগুলি লাভ করলেন।

সুতরাং এসো, তাঁদের আদর্শের অনুসরণ করি, ও আমাদের বেলায় যাই কিছু ঘটে মঙ্গলময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। এভাবে আমরা এজীবন-যাত্রা আনন্দের সঙ্গেই অতিবাহিত করব ও আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও মঙ্গলময়তা গুণে ভাবী পুরস্কার লাভ করব—তাঁরই গৌরব ও পরাক্রম হোক এখন ও চিরকাল, যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক যাকোব ৫:১১,৮; যুদিথ ৮:১৭

প্র দেখ, যারা নিষ্ঠাবান হয়ে থেকেছে, তাদেরই আমরা সুখী বলি।

℟ তোমরাও তেমনি ধৈর্যশীল হও, অন্তর সুস্থির কর, কেননা প্রভুর আগমনের দিন সন্নিকট।
℣ এজন্য আমরা ধৈর্যের সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে আগত পরিত্রাণের প্রতীক্ষায় আছি।
℟ তোমরাও তেমনি ধৈর্যশীল হও, অন্তর সুস্থির কর, কেননা প্রভুর আগমনের দিন সন্নিকট।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ সামু ২:১-১১; ৩:১-৫

যুদা ও হেব্রোনের রাজারূপে অভিষিক্ত দাউদ

সেসময়, দাউদ এই বলে প্রভুর অভিমত যাচনা করলেন, 'আমাকে কি যুদার কোন এক শহরে যেতে হবে?' প্রভু উত্তর দিলেন, 'যাও!' দাউদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় যাব?' তিনি বললেন, 'হেব্রোনে যাও।' তাই দাউদ ও তাঁর দুই স্ত্রী, যেস্রেয়েলীয়া আহিনোয়াম ও কার্মেলীয় নাবালের বিধবা সেই আবিগাইল সেখানে গেলেন। দাউদ প্রত্যেকের পরিবারের সঙ্গে তাঁর সঙ্গীদেরও নিয়ে গেলেন, আর তারা হেব্রোনের শহরগুলিতে বসতি করল। তখন যুদার লোকেরা এসে সেখানে দাউদকে যুদাকুলের উপরে রাজপদে তৈলাভিষিক্ত করল।

যখন তারা দাউদকে বলল যে, যাবেশ-গিলেয়াদের লোকেরা সৌলকে সমাধি দিয়েছে, তখন দাউদ যাবেশ-গিলেয়াদের লোকদের কাছে দূতদের পাঠিয়ে বললেন, 'তোমরা যেন প্রভুর আশীর্বাদের পাত্র হও! কারণ তোমাদের প্রভু সৌলের প্রতি কৃপা দেখিয়েছ ও তাঁকে সমাধি দিয়েছ। তাই প্রভু তোমাদের প্রতি কৃপা ও বিশ্বস্ততা দেখিয়ে দিন। তোমরা তেমন কাজ করেছ বলে আমিও তোমাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করব। সুতরাং এখন সাহস ধর, বলবান হও। তোমাদের প্রভু সৌল মরেছেন বটে, কিন্তু যুদাকুল নিজের উপরে আমাকে রাজপদে তৈলাভিষিক্ত করেছে।'

নেরের সন্তান আব্নের, যিনি ছিলেন সৌলের সৈন্যদলের সেনাপতি, তিনি সৌলের সন্তান ঈশ-বায়ালকে নিজের সঙ্গে মাহানাইমে নিয়ে গেছিলেন; তিনি তাঁকে গিলেয়াদের, আসুরীয়দের, যেস্রেয়েলের, এফ্রাইমের ও বেঞ্জামিনের এবং গোটা ইস্রায়েলের উপরে রাজা করেছিলেন। সৌলের সন্তান ঈশ-বায়াল চল্লিশ বছর বয়সে ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করেন; তিনি দুই বছর রাজত্ব করেন। কেবল যুদাকুলই দাউদের পক্ষে ছিল। দাউদ সাত বছর ছয় মাস হেব্রোনে যুদাকুলের উপরে রাজত্ব করলেন।

সৌলের কুলের ও দাউদের কুলের মধ্যে যুদ্ধ বহুদিন হতে চলল। দিনের পর দিন দাউদ অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলেন, অপরদিকে সৌলের কুল দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল।

হেব্রোনে দাউদের এই এই পুত্রসন্তান জন্ম নিল: যেস্রেয়েলীয়া আহিনোয়ামের গর্ভে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আম্নোন; কার্মেলীয় নাবালের বিধবা আবিগাইলের গর্ভে তাঁর দ্বিতীয় সন্তান কিলেয়াব; গেশুরের রাজা তাল্‌মাইয়ের কন্যা মায়াখার গর্ভে তাঁর তৃতীয় সন্তান আবশালোম; হাগিতের গর্ভে চতুর্থ সন্তান আদোনিয়া; আবিটালের গর্ভে পঞ্চম সন্তান শেফাটিয়া; এবং দাউদের স্ত্রী এগ্লার গর্ভে ষষ্ঠ সন্তান ইত্রেয়াম। দাউদের এই সকল সন্তানের জন্মস্থান হেব্রোন।

শ্লোক আদি ৪৯:১০,৮

℣ যুদা থেকে রাজদণ্ড যাবে না, তার দু' পায়ের মাঝখান থেকে বিচারদণ্ড যাবে না,
℟ যতদিন না তিনি আসেন জাতি সকল যাঁর আনুগত্য স্বীকার করবে।
℣ যুদা, তোমার ভাইয়েরা তোমারই স্তব করবে; তোমার পিতার সন্তানেরা তোমার সামনে প্রণিপাত করবে,
℟ যতদিন না তিনি আসেন জাতি সকল যাঁর আনুগত্য স্বীকার করবে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৪৭:১২-১৪**

যদি মানুষকে সন্তুষ্ট করতাম,

তবে খ্রীষ্টের দাস হতাম না

এই তো আমাদের গর্ব: আমাদের বিবেকের সাক্ষ্যদান। এমন লোক আছে যারা স্পর্ধা করে, পরচর্চা করে, পরনিন্দা করে, গজ গজ করে, কিছু না দেখেও তৈরি করে, যা সন্দেহও করে না তা রটিয়ে বেড়াতে ব্যস্ত থাকে: তেমন লোকদের বিরুদ্ধে আমাদের বিবেকের সাক্ষ্যদান ছাড়া আর কী থাকে? কেননা, ভাইবোনেরা, আমরা যারা পালক, লোকদের সন্তুষ্ট করতে গিয়েও নিজেদের গৌরবের অন্বেষণ করি না, করাও উচিত নয়; বরং তাদের পরিত্রাণেরই অন্বেষণ করা দরকার, তাতে আমরা সদাচরণ করলে তারা আমাদের অনুসরণ করে পথভ্রষ্ট হবে না। আমরা খ্রীষ্টের অনুকারী হলে তারা আমাদের অনুকারী হোক; আমরা কিন্তু খ্রীষ্টের অনুকারী না হলেও তারা খ্রীষ্টেরই অনুকারী হোক। কেননা তিনিই তো নিজ পাল পালন করেন, আর যাঁরা তার পাল উত্তমরূপে পালন করেন তাঁদের সঙ্গে কেবল তিনিই আছেন, কারণ সকলেই তাঁর মধ্যে।

তাই আমরা যখন মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চাই, তখন নিজেদের স্বার্থের অন্বেষণ করি না, কিন্তু মানুষের সঙ্গে আনন্দই করতে চাই, আর যখন দেখি তারা মঙ্গল ভালবাসে, তখন তাদের উপকারের জন্য ও আমাদের নিজেদের পদমর্যাদার জন্য আমরা আনন্দ করি। *যদি এখনও মানুষকে তুষ্ট করতে চাইতাম, তবে খ্রীষ্টের দাস হতাম না,* প্রেরিতদূত যে কাদের বিরুদ্ধে একথা বলেছেন, তা সুস্পষ্ট। *যেমন আমি সবকিছুতে সকলের প্রীতিকর হতে চেষ্টা করি,* তেমনি তোমরাও সকলকে সবকিছুতেই তুষ্ট করতে চেষ্টা কর, এ কথা তিনি যে কাকে উদ্দেশ করে বলেছেন, তাও সুস্পষ্ট। বাণী দু'টোই সুস্পষ্ট, যুক্তিসঙ্গত, পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। তুমি কিন্তু কেবল খেয়ো ও পান কর, তোমার খাদ্য কলুষিত ও অপরিষ্কার করতে যেয়ো না। কেননা তুমি অবশ্যই প্রেরিতদূতদের গুরু স্বয়ং প্রভু যীশুখ্রীষ্টের বাণী শুনেছ: *তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে,* অর্থাৎ তাঁরই গৌরবকীর্তন করে যিনি তোমাদের উজ্জ্বল করেছেন। কেননা *আমরা তাঁর চারণভূমির জনগণ, তাঁর হাতের মেষপাল।* সুতরাং তুমি উত্তম হলে তবু তিনিই প্রশংসিত হোন, যিনি তোমাকে উত্তম করেছেন, ফলে তুমি যেন প্রশংসিত না হও, কেননা নিজে থেকে তুমি অসৎ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারতে না। তাছাড়া কেন তুমি এমন করে সত্য উল্টপাল্ট করতে চাও যে ভাল কিছু করে প্রশংসিত হতে চাও কিন্তু মন্দ কিছু করে প্রভুরই নিন্দা করতে চাও? *তোমাদের কাজকর্ম মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক,* যিনি একথা বলেছেন, তিনি একই উপদেশে এ কথাও বলেছেন, *সাবধান! তোমাদের ধর্মকর্ম মানুষের সামনে করো না।* কিন্তু এ বাণী দু'টো যেমন প্রেরিতদূতের বাণীর বেলায় তোমার কাছে পরস্পর-বিরোধী মনে হচ্ছিল, তেমনি সুসমাচারের বেলায়ও তোমার তাই মনে হচ্ছে। তুমি কিন্তু যদি তোমার হৃদয়ের জল কলুষিত না কর, তাহলে তোমার হৃদয়েই শাস্ত্রের শান্তি দেখতে পাবে, আর সেই সঙ্গে তুমিও শান্তি পাবে।

সুতরাং ভাইবোনেরা, এসো, নিজেরাই সদাচরণ করতে শুধু নয়, মানুষের সামনেও সদ্ব্যবহার করতে সচেষ্ট থাকি; আবার সদ্বিবেক রক্ষা করতে শুধু নয়, বরং আমাদের দুর্বলতা ও মানব-ভঙ্গুরতার পক্ষে যতদূর সম্ভব সেই অনুসারে এতেও সচেষ্ট থাকি, আমাদের ব্যবহারের ফলে যেন দুর্বল ভাইয়ের অন্তরে আমাদের বিষয়ে কোন সন্দেহের উদয় না হয়, পাছে ভাল ঘাস খেতে খেতে ও শুদ্ধ জল পান করতে করতে আমরা ঈশ্বরের চারণভূমি মাড়িয়ে দিলে দুর্বল মেষগুলো মাড়ানো ঘাস খায় ও কলুষিত জল পান করে।

শ্লোক ফিলি ২:২,৩-৪; ১ থে ৫:১৪,১৫

প্র আমার আনন্দ পূর্ণ কর, অর্থাৎ তোমরা হয়ে ওঠ একমন, একপ্রেম, একপ্রাণ, একচিত্ত। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা অসার অহঙ্কারের বশে কিছুই করো না; বরং বিনম্রভাবে একে অপরকে নিজের চেয়ে ভাল বলেই মনে কর।

উ তোমরা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের দিকে শুধু নয়, পরের স্বার্থের দিকেই লক্ষ রেখ।

প্র যারা দুর্বল, তাদের সুস্থির কর; সকলের প্রতি ধৈর্যশীল হও, পরস্পরের ও সকলের মঙ্গল অন্বেষণ কর।

উ তোমরা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের দিকে শুধু নয়, পরের স্বার্থের দিকেই লক্ষ রেখ।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোব ২:১-১৩

বন্ধুরা ঘায়ে পরিপূর্ণ যোবকে দেখা করতে আসেন

একদিন প্রভুর সভায় যোগ দিতে ঈশ্বরসন্তানেরা এসে উপস্থিত হলেন, প্রভুর সভায় যোগ দিতে তাঁদের সঙ্গে শয়তানও এসে উপস্থিত হল। তাই প্রভু শয়তানকে বললেন, 'তুমি কোথা থেকে আসছ?' শয়তান উত্তরে প্রভুকে বলল, 'আমি পৃথিবীতে এদিক ওদিক গিয়ে নানা জায়গা থেকে ঘুরে এলাম।' প্রভু শয়তানকে বললেন, 'তুমি কি আমার দাস যোবকে লক্ষ করে দেখেছ? পৃথিবীতে তার মত কেউই নেই; লোকটি সৎ ও ন্যায়বান, পরমেশ্বরকে ভয় করে ও অধর্ম থেকে দূরে থাকে। সে এখনও তার সততা রক্ষা করে চলছে; আর তাকে বিনাশ করতে তুমি আমাকে বৃথাই প্ররোচিত করেছিলে।' শয়তান উত্তরে প্রভুকে বলল, 'চামড়ার বদলে চামড়া! নিজের প্রাণের বদলে একজন নিজের সবকিছুও দেবে। দেখ, হাত বাড়িয়ে তার হাড়ে-মাংসে তাকে একবার স্পর্শ কর, তবেই তুমি দেখবে, সে তোমার মুখের উপরেই তোমাকে কেমন ধন্য বলবে!' প্রভু শয়তানকে বললেন, 'আচ্ছা, সে এখন তোমারই হাতে; তুমি শুধু তার প্রাণ রেহাই দাও।' শয়তান তখন প্রভুর কাছ থেকে বিদায় নিল।

সে যোবের পায়ের পাতা থেকে মাথার তালু পর্যন্ত সর্বাঙ্গে আঘাত করে বিষাক্ত ফোড়া ওঠাল; যোব একটা পাথরকুচি নিয়ে ফোড়াগুলো ঘসতে লাগলেন ও ছাইয়ের মধ্যে বসে রইলেন। তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, 'তুমি কি এখনও তোমার সততা রক্ষা করে চলছ? ঈশ্বরকে ধন্য বলেই মর!' কিন্তু যোব তাঁকে বললেন, 'তুমি নির্বোধ এক স্ত্রীলোকের মতই কথা বলছ! আমরা পরমেশ্বরের হাত থেকে কি মঙ্গলই গ্রহণ করব, কিন্তু অমঙ্গল গ্রহণ করব না?' এই সবকিছুতে যোব নিজের মুখ দ্বারা পাপ করলেন না।

যোবের উপর এই সমস্ত অমঙ্গল নেমে পড়েছিল, তা জানতে পেয়ে তাঁর তিনজন বন্ধু যে যাঁর জায়গা থেকে রওনা হলেন। তেমান-নিবাসী এলিফাজ, শুয়াহ্-নিবাসী বিল্দাদ ও নায়ামাথ-নিবাসী জোফার, এই তিনজন একমত হয়ে স্থির করলেন, তাঁরা গিয়ে তাঁকে সহানুভূতি দেখাবেন ও সান্ত্বনা দেবেন। দূর থেকে চোখ তুলে তাকিয়ে তাঁরা তাঁকে চিনতে পারলেন না; তাঁরা প্রত্যেকেই জোর গলায় কাঁদতে লাগলেন, নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন, মাথার উপরে ছাই ওড়ালেন; পরে সাত দিন সাত রাত তাঁর সঙ্গে মাটিতে বসে রইলেন; তাঁরা কেউই তাঁকে একটা কথাও বললেন না, কারণ দেখতে পাচ্ছিলেন, সত্যিই তাঁর দুঃখযন্ত্রণা গভীর।

শ্লোক সাম ৩৮:২,৩,৪,১২

প্র আমাকে ভর্ৎসনা কর, প্রভু,—কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে নয়। তোমার তীরগুলি বিঁধে ফেলেছে আমায়,
উ তোমার আক্রোশের ফলে আমার দেহের কোন অঙ্গ সুস্থ নয়।
প্র আমার বন্ধুসকল আমার ক্ষতগুলি থেকে দূরে দাঁড়ায়, আমার প্রতিবেশীও দূরে থাকে;
উ তোমার আক্রোশের ফলে আমার দেহের কোন অঙ্গ সুস্থ নয়।

দ্বিতীয় পাঠ - যোবের পুস্তকে মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরির ব্যাখ্যা **৩য় পুস্তক ১৫-১৬**

আমরা যখন ঈশ্বর থেকে মঙ্গল গ্রহণ করি,
তখন অমঙ্গল গ্রহণ করব না কেন?

নিজের মধ্যে আন্তর প্রজ্ঞার ঐশ্বর্য লক্ষ করে ও বাহ্যিক দিক থেকে নিজেকে ক্ষয়শীল দেহ বলে দেখে পল বললেন, *এই ধন আমরা মাটির পাত্রেই যেন বহন করছি।*

দেখ, ধন্য যোবের বেলায় এ মাটির পাত্র বাহ্যিক দিক থেকে ঘায়ের আঘাত টের পেল, কিন্তু ভিতরে আন্তর ধনটা অক্ষুণ্ন হয়ে থাকল। হ্যাঁ, আঘাতের চাপে বাইরে থেকে পাত্রে ফাটল দেখা দিল, কিন্তু ভিতরে প্রজ্ঞার ধন অফুরন্ত ভাবে পুনর্জন্ম নিতে নিতে এ পুণ্য আধ্যাত্মিকতার উক্তি ব্যক্ত করল, *আমরা পরমেশ্বরের হাত থেকে কি মঙ্গলই গ্রহণ করব, কিন্তু অমঙ্গল গ্রহণ করব না?* মঙ্গল বলতে ঈশ্বরের জাগতিক কি স্বর্গীয় দানগুলি বোঝায়; অমঙ্গল বলতে তিনি তাঁর বর্তমান আঘাত বোঝাতেন যা সম্বন্ধে প্রভু নবীর মুখ দিয়ে বললেন, *আমিই প্রভু, অন্য*

কেউ নয়: আমি আলো গড়ে তুলি, অন্ধকার সৃষ্টি করি; আমি শান্তি গড়ে তুলি, অমঙ্গল সৃষ্টি করি।

আমি আলো গড়ে তুলি, অন্ধকার সৃষ্টি করি, কারণ বাইরে থেকে আঘাতের চাপে দুঃখের অন্ধকার সৃষ্ট হতে হতে অন্তরে আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়ে মনের আলো জ্বলে ওঠে। *আমি শান্তি গড়ে তুলি অমঙ্গল সৃষ্টি করি,* কারণ আমরা তখনই ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি-সম্পর্কে পুনর্চালিত হই, যখন যা কিছু উত্তমরূপে সৃষ্ট হয়েছে কিন্তু আমাদের দ্বারা উত্তমরূপে আকাঙ্ক্ষিত হয়নি, তা আমাদের পক্ষে অমঙ্গল হয়ে আঘাতেই পরিণত হয়। কেননা আমরা অপরাধের কারণেই ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠি; ফলে এ উচিত যে, আঘাতের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর সঙ্গে শান্তি-সম্পর্কে ফিরে যাই; কারণ যা কিছু উত্তমরূপে নির্মিত হল, তা যখন আমাদের দুঃখকষ্টে পরিণত হয়, তখন আমরা সৎপথে ফিরলে আমাদের মন বিনম্রতার সঙ্গে নির্মাতার শান্তির কাছে নবজন্ম লাভ করে।

কিন্তু যোবের কথায় আমাদের ভাল মত উপলব্ধি করতে হয়, স্ত্রীর যুক্তির বিপক্ষে তিনি কতই না নিপুণ ধারণা উত্থাপন করতে পারেন। তিনি বলেন, *আমরা পরমেশ্বরের হাত থেকে কি মঙ্গলই গ্রহণ করব, কিন্তু অমঙ্গল গ্রহণ করব না?*

প্রতিকূলতা বহন করতে করতে আমাদের নির্মাতার দানগুলো স্মরণে রাখা সত্যিই আমাদের যন্ত্রণায় মহা সান্ত্বনা। তাঁর দানগুলি যে কত আরামদায়ক, একথা সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখলে, কষ্ট থেকে যাই কিছু আসে তা আমাদের মন ভাঙতে পারে না। এজন্যই লেখা আছে, *শুভ দিনে অমঙ্গলের কথা ভুলবে না; আর অশুভ দিনে মঙ্গলের কথা ভুলবে না।*

যে কেউ মঙ্গলদান গ্রহণ করে কিন্তু মঙ্গলদানের সময়ে আঘাতের কথাও ভয় করে না, সেই আনন্দের ফলে সে গর্বোদ্ধত হবে। কিন্তু যে কেউ আঘাতগ্রস্ত হয় কিন্তু আঘাতের সময়ে আগেকার পাওয়া মঙ্গলদানের কথা স্মরণে সান্ত্বনা পায় না, সে দুশ্চিন্তা ও গভীর নিরাশা দ্বারা বিনষ্ট হবে। তাই কথা দু'টো একসঙ্গে সংযুক্ত রাখা উচিত, যেন একটা অপর একটার নির্ভর হয়: মঙ্গলদানের স্মৃতি আঘাতের দণ্ড লঘুভার করুক, আর সতর্কতা ও আঘাতের ভয় মঙ্গলদানের আনন্দ রোধ করুক। সুতরাং আঘাতের যন্ত্রণার মধ্যে পুণ্যজন মানুষ ক্ষতবিক্ষত মনকে হালকা করার জন্য মঙ্গলদানগুলোর মাধুর্য স্মরণে রেখে বলুক, *আমরা পরমেশ্বরের হাত থেকে কি মঙ্গলই গ্রহণ করব, কিন্তু অমঙ্গল গ্রহণ করব না?*

শ্লোক যোব ২:১০; ১:২১-২২

প্র আমরা পরমেশ্বরের হাত থেকে কি মঙ্গলই গ্রহণ করব, কিন্তু অমঙ্গল গ্রহণ করব না?
উ প্রভু দিয়েছেন, প্রভু ফিরিয়ে নিয়েছেন। ধন্য প্রভুর নাম!
প্র এইসব কিছুতে যোব পাপ করলেন না; পরমেশ্বরকে অবিবেচক বলে দোষারোপ করলেন না।
উ প্রভু দিয়েছেন, প্রভু ফিরিয়ে নিয়েছেন। ধন্য প্রভুর নাম!

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ সামু ৪:২–৫:৭

ইস্রায়েল-রাজ দাউদ যেরুসালেমকে দখল করেন

সেসময়, সৌলের সন্তানের দু'জন দলপতি ছিল, একজনের নাম বানা, আর একজনের নাম রেখাব; তারা বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর বেয়েরোতীয় রিম্মোনের সন্তান, কেননা বেয়েরোৎও বেঞ্জামিনের শহরগুলির মধ্যে গণিত; বেরোতীয়েরা গিত্তাইমে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, আর সেখানে আজ পর্যন্ত প্রবাসী বাসিন্দা হয়ে বাস করছে।

সৌলের সন্তান যোনাথানের একটি ছেলে ছিল, সে দু'পায়ে খোঁড়া; যেস্রেয়েল থেকে যখন সৌল ও যোনাথানের বিষয়ে খবর এসেছিল, তখন তার বয়স ছিল পাঁচ বছর; তার ধাইমা তাকে তুলে নিয়ে পালিয়েছিল, কিন্তু শীঘ্র পালিয়ে যাওয়ায় সে পড়ে খোঁড়া হয়েছিল; তার নাম মেরিব-বায়াল।

তাই বেরোথীয় রিম্মোনের সন্তান সেই রেখাব ও বানা রওনা হয়ে দিনের সবচেয়ে গরমের সময়ে ঈশ-বায়ালের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল; তিনি সেসময়ে মধ্যাহ্নকালীন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আর দেখ, দ্বাররক্ষিকা গম বাছাই করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাই রেখাব ও বানা দু'জনে সবার চোখের আড়ালে ঘরে ঢুকতে পারল। তিনি খাটে শুয়ে ছিলেন, সেসময়ে তারা ভিতরে গিয়ে তাঁকে আঘাত করে মেরে ফেলল ও তাঁর মাথা কেটে দিল; পরে তাঁর মাথা নিয়ে আরাবার পথ ধরে সারারাত হেঁটে চলল। তারা ঈশ-বায়ালের মাথা হেব্রোনে দাউদের কাছে এনে রাজাকে বলল, 'আপনার শত্রু সেই সৌল, যে আপনার প্রাণনাশের চেষ্টা করত, এই যে তার ছেলে ঈশ-বায়ালের মাথা! প্রভু আজ আমাদের প্রভু মহারাজের কাছে সৌল ও তার বংশের উপর প্রতিশোধ মঞ্জুর করলেন।'

কিন্তু দাউদ বেরোথীয় রিম্মোনের সন্তান রেখাব ও তার ভাই বানাকে উত্তরে বললেন, 'যিনি সমস্ত সঙ্কট থেকে আমার প্রাণ নিস্তার করেছেন, সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি! যে লোক আমাকে বলেছিল: দেখ, সৌল মারা গেছে, সে শুভসংবাদ আনছিল মনে করলেও আমি যখন তাকে ধরে সিক্লাগে মেরে ফেলেছিলাম—তার সংবাদের জন্য এই পুরস্কারটিই আমি তাকে দিয়েছিলাম!—তখন যারা এখন ধার্মিক মানুষকে তাঁরই ঘরের মধ্যে তাঁর খাটের উপরে মেরে ফেলেছে, সেই দুর্জন যে তোমরা, আমি মহত্তর কারণে কি তোমাদেরই কাছ থেকে তাঁর রক্তের প্রতিশোধ নেব না? পৃথিবী থেকে কি তোমাদের উচ্ছেদ করব না?' দাউদ তাঁর যুবকদের হুকুম দিলে তারা তাদের মেরে ফেলল, এবং তাদের হাত-পা কেটে হেব্রোনের দিঘির ধারে টাঙিয়ে দিল। তারপর ঈশ-বায়ালের মাথা নিয়ে হেব্রোনে আব্নেরের সমাধিমন্দিরে পুঁতে রাখল।

তখন ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠী হেব্রোনে দাউদের কাছে এসে বলল, 'দেখুন, আমরা আপনার নিজের হাড় ও আপনার নিজের মাংস! আগে যখন সৌল আমাদের রাজা ছিলেন, তখনও আপনিই ইস্রায়েলকে রণ-অভিযানে নিয়ে যেতেন ও ফিরিয়ে আনতেন। প্রভু আপনাকেই বলেছেন: তুমিই আমার জনগণ ইস্রায়েলকে চরাবে, তুমিই ইস্রায়েলের জননায়ক হবে।'

তাই ইস্রায়েলের প্রবীণেরা সকলে মিলে হেব্রোনে রাজার কাছে এলেন, আর দাউদ রাজা হেব্রোনে প্রভুর সাক্ষাতে তাঁদের সঙ্গে একটা সন্ধি স্থির করলেন, এবং তাঁরা দাউদকে ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে তৈলাভিষিক্ত করলেন।

দাউদ রাজা ত্রিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করেন; তিনি চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। তিনি হেব্রোনে যুদার উপরে সাত বছর ছয় মাস রাজত্ব করেন; পরে যেরুসালেমে গোটা ইস্রায়েল ও যুদার উপরে তেত্রিশ বছর রাজত্ব করেন।

রাজা ও তাঁর লোকেরা যেরুসালেমের দিকে রওনা হয়ে সেই এলাকার অধিবাসী যেবুসীয়দের বিরুদ্ধে অভিযান চালালেন। এরা দাউদকে বলল, 'তুমি এখানে প্রবেশ করবেই না! তোমাকে হটিয়ে দিতে অন্ধ ও খোঁড়া মানুষই যথেষ্ট।' এতে তারা বোঝাতে চাচ্ছিল, 'দাউদ এখানে কখনও প্রবেশ করতে পারবে না।' কিন্তু দাউদ সিয়োনের দুর্গটা হস্তগত করলেন, যা আজকালে দাউদ-নগরী বলে পরিচিত। সেদিন দাউদ বললেন, 'যে কেউ যেবুসীয়দের আঘাত করতে চায়, তাকে জলপ্রণালী পর্যন্ত যেতে হবে, …; তাছাড়া অন্ধ ও খোঁড়া সকলেই দাউদের ঘৃণার বস্তু।' এজন্য লোকে বলে, 'অন্ধ ও খোঁড়া গৃহে ঢুকবে না।' দাউদ সেই দুর্গে বাস করতে গিয়ে তার নাম দাউদ-নগরী রাখলেন। দাউদ মিল্লো থেকে ভিতর পর্যন্ত চারদিকে প্রাচীর গাঁথলেন। দাউদ প্রভাবে উত্তরোত্তর বেড়ে উঠলেন, এবং সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।

শ্লোক সাম ২:২,৬,১

প্র প্রভু ও তাঁর অভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে পৃথিবীর রাজাসকল।
উ আমি নিজেই আমার রাজাকে করেছি প্রতিষ্ঠিত আমার পবিত্র সিয়োন পর্বতের উপর।
প্র বিজাতিরা কোলাহল করছে কেন? কেনই বা জাতি সকলের এই অনর্থক বলাবলি?
উ আমি নিজেই আমার রাজাকে করেছি প্রতিষ্ঠিত আমার পবিত্র সিয়োন পর্বতের উপর।

দ্বিতীয় পাঠ - আভিলার সাধ্বী তেরেজা-লিখিত 'পরমসিদ্ধির পথ' **৩০:১-৫**

তোমার রাজ্যের আগমন হোক

যতই নির্বোধ হোক না কেন, কোন্ ব্যক্তি মর্যাদাপূর্ণ লোকের কাছে কিছু চাইতে গিয়ে তাকে বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট না করার জন্য আগে চিন্তা করে না, সে কীভাবে তা যাচনা করবে? সে যে কী যাচনা করবে ও তার যে কী প্রয়োজন, এসম্বন্ধে তার কি জানা উচিত নয়—বিশেষভাবে যখন সে গুরুত্বপূর্ণ কিছু যাচনা করতে যাচ্ছে যেমন গুরুত্বপূর্ণই হল সেই সব কিছু যা আমাদের মঙ্গলময় যীশু আমাদের যাচনা করতে শেখান? এ এমন কিছু, যা আমার মতে লক্ষ করার বিষয়। প্রভু আমার, সবকিছু এক কথায়ই সঙ্কুচিত করে তুমি কি বলতে পারতে না, 'পিতা, আমাদের যা কিছু প্রয়োজন তা আমাদের দান কর'? যিনি সবকিছু উত্তমরূপে জানেন, তাঁর পক্ষে আর কী দরকার?

আহা, সনাতন প্রজ্ঞা! তোমার পক্ষে ও তোমার পিতার পক্ষে তা যথেষ্ট হতই বটে, কেননা তুমি এভাবেই গেথসেমানি বাগানে প্রার্থনা করেছিলে: তোমার ইচ্ছা ও ভয় প্রকাশ করার পর তুমি তাঁর ইচ্ছার হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলে। কিন্তু প্রভু আমার, যেহেতু তুমি জান, আমরা তোমার পিতার ইচ্ছার প্রতি তোমার মত বাধ্য নই, সেজন্য এ প্রয়োজন ছিল যে, তুমি প্রার্থনার বস্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবেই নিরূপণ করবে, যাতে আমরা দেখতে পারি, যা যাচনা করতে যাচ্ছি তা আমাদের পক্ষে সমুচিত কিনা, ও আমাদের পক্ষে যা সমুচিত নয় তার জন্য প্রার্থনা করা থেকে যেন বিরত থাকি। কেননা আমরা এমনভাবে গড়া যে, যা ইচ্ছা করি তা যখন আমাদের দেওয়া হয় না, তখন ঈশ্বর যা আমাদের দান করেন, আমরা আমাদের স্বাধীন বিচারশক্তি দ্বারা তা ত্যাগ করি—ঈশ্বর সর্বোত্তম কিছু দিলেও আমরা তা ত্যাগ করি। বস্তুতপক্ষে যতক্ষণ আমাদের হাতে টাকা না থাকে, ততক্ষণ আমরা উপলব্ধি করি না যে আমরা ধনী।

সুতরাং মঙ্গলময় যীশু এমন কথা বলতে আমাদের শেখান, যে কথার মধ্য দিয়ে আমরা প্রার্থনা করি যেন তাঁর রাজ্যের আগমন হয়: *তোমার নামের পবিত্রতা প্রকাশিত হোক, আমাদের অন্তরে তোমার রাজ্যের আগমন হোক।* আমাদের সদ্‌গুরুর মহাপ্রজ্ঞা লক্ষ কর। আমাদের ভাল করে উপলব্ধি ও অনুভব করা দরকার সেই রাজ্যের কথা বলতে কী বোঝায়। মঙ্গলময় যীশু এ প্রার্থনা দু'টো একটার পর একটা নিরূপণ করলেন, কারণ জানতেন, তিনি আমাদের মধ্যে আগে তাঁর রাজ্য বিস্তারিত না করলে আমরা আমাদের দুর্বলতাবশত সনাতন পিতার পবিত্র নামের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে পারতাম না, সেই নামের পবিত্রতা ও মহিমারও বন্দনা করতে পারতাম না। অতএব তোমরা যেন বুঝতে পার যে কী যাচনা করছ ও তোমাদের প্রার্থনায় যেন নিষ্ঠাবান থাক ও তোমাদের সাধ্য অনুসারে যেন তাঁকেই সন্তুষ্ট করতে সচেষ্ট থাক যিনি তোমাদের প্রার্থনায় সাড়া দিতে পারেন, সেজন্য আমি যা বলতে যাচ্ছি তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন।

স্বর্গে যত মহা মহা মঙ্গল ভোগ করা যায়, সেগুলির অন্যতম এ, সেখানে আমাদের আত্মা পার্থিব সমস্ত মঙ্গল মূল্যহীন মনে করবে; আত্মা বরং পরম নিস্তব্ধতা ও শান্তিতে নিমজ্জিত থাকবে ও সকলের আনন্দের জন্য আনন্দিত হবে: সকলে প্রভুকে পূজা করবে ও তাঁর প্রশংসাগান করবে, সকলে তাঁর নামের গুণকীর্তন করবে, ও কেউই তাঁকে দুঃখ দেবে না, তেমন দর্শন লাভে আত্মা এমন শান্তি ভোগ করবে যার পরিবর্তন নেই, এমন আরাম পাবে যা সীমাহীন। সকলেই তাঁকে ভালবাসবে, তবে আত্মাও তাঁকে ভালবাসা ছাড়া অন্য চিন্তা করবে না; আর তাঁকে জানবে বিধায় আত্মা সেই ভালবাসায় কখনও ক্ষান্ত হবে না। আমরা যদি ইতিমধ্যে তাঁকে এভাবেই জানতে পারতাম, তাহলে এখন থেকেই তাঁকে এভাবে ভালবাসতাম—যদিও সেই নিখুঁত ও অবিরত ভাবেও নয় যেভাবে কেবল স্বর্গেই সম্ভব; তথাপি একথা নিশ্চিত যে, বর্তমানে যেভাবে তাঁকে ভালবাসি, তার চেয়ে গভীরতর ভাবেই তাঁকে ভালবাসতাম।

শ্লোক মথি ৭:১১ দ্রঃ

℣ যিনি আপন সন্তানদের ভাল ভাল জিনিস দিতে জানেন, তিনি প্রার্থনা করতে, যাচনা করতে ও দরজায় ঘা দিতে আমাদের উদ্দীপিত করেন।

℟ আমরা যতখানি বিশ্বাস, আশা ও আকাঙ্ক্ষা করেছি, ততখানি পাব।
℣ এক্ষেত্রে কথার চেয়ে আর্তনাদ, বক্তৃতার চেয়ে অশ্রুজলই প্রবল।
℟ আমরা যতখানি বিশ্বাস, আশা ও আকাঙ্ক্ষা করেছি, ততখানি পাব।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোব ৩:১-২৬

যোবের বিলাপ

যোব মুখ খুলে নিজের জন্মদিনকে অভিশাপ দিতে লাগলেন। যোব বলে উঠলেন:

বিলুপ্ত হোক সেই দিন, যে দিনটিতে আমি জন্মেছিলাম,
সেই রাতও, যে রাতটি ঘোষণা করেছিল, 'একটা ছেলে গর্ভে এসেছে!'
সেই দিনটি অন্ধকার হোক,
ঊর্ধ্ব থেকে ঈশ্বর সেই দিনটির বিষয়ে আর চিন্তা না করুন,
কোন জ্যোতি তা কখনও উজ্জ্বল না করুক;
অন্ধকার ও মৃত্যু-ছায়া তা নিজের বলে দাবি করুক,
তার উপরে মেঘমালা একটা আচ্ছাদন বিছিয়ে দিক,
সূর্যগ্রহণ তা ভয়ঙ্কর করুক।
সেই রাত হোক তিমিরের শিকার,
বছরের দিনগুলির তালিকা থেকে বিচ্যুত হোক,
মাসের সংখ্যায় তালিকাভুক্ত না হোক।
দেখ, সেই রাত বন্ধ্যাই হোক,
তার মধ্যে প্রবেশ না করুক কোন আনন্দগান।
যারা লেভিয়াথানকে জাগাতে বিজ্ঞ, যারা দিনকে অভিশাপ দেয়,
তারা সেই রাতের উপর শাপ নিক্ষেপ করুক।
তার সান্ধ্য তারানক্ষত্র অন্ধকারময় হোক,
বৃথাই তা আলোর প্রতীক্ষায় থাকুক,
তা যেন না দেখতে পায় উষার চোখের পাতার উন্মীলন।
কেননা তা আমার জন্য রুদ্ধ করেনি আমার মাতৃগর্ভের পথ,
আমার চোখের কাছ থেকেও দুঃখ গুপ্ত রাখেনি।
হায় রে, গর্ভে থাকতেই আমার কেন হয়নি মরণ?
উদর থেকে বের হওয়ামাত্রই আমার কেন হয়নি বিনাশ?
কেন হাঁটু দু'টো তখন আমাকে গ্রহণ করল?
কেনই বা তখন আমাকে দুধ দিতে দু'টো স্তন ছিল?
আহা, তবে আমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে থাকতাম,
নিদ্রামগ্ন হয়ে আরামে থাকতাম;
থাকতাম সেই রাজাদের ও পৃথিবীর সেই সব মন্ত্রীর পাশে,
যাঁরা নিজেদের জন্য ধ্বংসস্তূপ পুনর্নির্মাণ করেছেন;
বা সেই জনপ্রধানদের সঙ্গে, সোনা যাঁদের অধিকারে,
রুপোয় যাঁদের সমাধিমন্দির ভরা;
কিংবা সরিয়ে রাখা একটা অকালজাত শিশুর মত হতাম,
সেই শিশুদেরই মত, যারা কখনও পায়নি আলোর দর্শন।
সেখানে তো দুর্জনেরা কাউকে আর উৎপীড়ন করে না,

সেইখানে যে বিশ্রাম পায় পরিশ্রান্ত সকল।
হ্যাঁ, সেখানে বন্দিরা সবাই মিলে নিরাপদে থাকে,
তারা আর শোনে না নির্যাতকের চিৎকার।
ছোট বড় সবাই সেখানে একসঙ্গে থাকে,
দাসও তার মনিবের হাত থেকে মুক্ত।
দুঃখই যার একমাত্র সম্পদ, কেন তাকে আলো দেখতে দেওয়া?
তিক্ততাই যার প্রাণে, কেনই বা তার কাছে জীবনদান?
তারা তো মৃত্যুর প্রত্যাশায় থাকে, অথচ মৃত্যু আসেই না,
গুপ্তধনের চেয়েও তারা তার সন্ধানে থাকে;
কবর দেখতে পেলেই তারা আনন্দিত,
সমাধিমন্দির একবার খুঁজে পেলেই তারা উল্লসিত।
কেন তাকেই আলো দেখতে দেওয়া,
পথ যার চোখে গুপ্ত, পরমেশ্বর যার চারদিকে দিলেন প্রাচীর?
হাহাকার আমার একমাত্র খাদ্য,
আমার গর্জনধ্বনি জলোচ্ছ্বাসের মত উৎসারিত;
যা ভয় করছি, তা-ই আমার প্রতি ঘটছে,
যাতে সন্ত্রাসিত, তা-ই আমার নাগাল পাচ্ছে।
আমার জন্য শান্তি নেই! নেই স্বস্তি, নেই আরাম;
কেবল মর্মজ্বালার আগমন!

শ্লোক যোব ৩:২৪-২৬; ৬:১৩ দ্রঃ

প্র হাহাকার আমার একমাত্র খাদ্য, আমার গর্জনধ্বনি জলোচ্ছ্বাসের মত উৎসারিত; যা ভয় করছি, তা-ই আমার ঘটছে, যাতে সন্ত্রাসিত, তা-ই আমার নাগাল পাচ্ছে।
উ প্রভু, আমার উপরে তোমার ক্রোধ কতই না ভারী।
প্র যা দ্বারা নিজেকে সাহায্য করব, এমন কিছু নেই কি আমার? সমস্ত সহায়তা থেকে আমি কি বঞ্চিত?
উ প্রভু, আমার উপরে তোমার ক্রোধ কতই না ভারী।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'স্বীকারোক্তি' ১০ম পুস্তক ১:১–২:৫; ৫:৭

মানুষকে সৃষ্টি করেছ বিধায়
তুমি, প্রভু, তার সম্বন্ধে সবই জান

হে তুমি, যে আমার পরিচয় জান, আমি তোমার পরিচয় পাব; আমি নিজে যেমন পরিচিত হচ্ছি তেমন পরিচয় পাব। হে আমার প্রাণের শক্তি, আমার প্রাণে প্রবেশ কর, আমার প্রাণকে তোমার নিজের সঙ্গে মিলিত কর, তুমি যেন তাকে *বিনা কলঙ্ক বা বলিরেখায়* আপন করে নিজস্ব করতে পার। এ আমার প্রত্যাশা, এজন্যই একথা বলছি; এ প্রত্যাশায় আমার আনন্দ, কেননা পবিত্রই এ আনন্দ। এজীবনের বাকি যা কিছুর জন্য যত বেশি অশ্রুপাত করা হয়, তা তত কমই অশ্রুপাতের যোগ্য; আর যার জন্য যত কম অশ্রুপাত করা হয়, তা তত বেশি অশ্রুপাতের যোগ্য। *দেখ, তুমি সত্য ভালবেসেছ, কারণ যে সত্যের সাধক, সে আলোর দিকে এগিয়ে আসে।* আমি তোমার সামনে স্বীকারোক্তিতে আমার নিজের হৃদয়ে সত্যের সাধক হতে চাই; বহু সাক্ষীর সামনে আমার লেখায় আমি সত্যের সাধক হতে চাই।

হে প্রভু, যাঁর চোখে মানব বিবেকের তলদেশ সুস্পষ্ট, আমি তোমার কাছে স্বীকার করতে না চাইলেও তোমার কাছে আমার অন্তরের গোপন কী থাকতে পারে? এতে আমি তোমার কাছে আমাকে নয়, আমার কাছে তোমাকেই লুকিয়ে রাখতাম। এখন কিন্তু আমার আর্তনাদ সাক্ষ্যদান করে, আমি নিজেকে নিয়েই অসন্তুষ্ট, আর তুমি কিন্তু এতই উজ্জ্বল ও প্রীতিকর, তুমি এমন ভালবাসা ও আকাঙ্ক্ষার যোগ্য যে নিজের বিষয়ে আমি লজ্জায় লাল হই,

নিজেকে অস্বীকার করে তোমাকেই মনোনীত করি; এবং কাউকে সন্তুষ্ট করতে চাই না—নিজেকেও নয়, তোমাকেও নয়—যদি না তোমার মধ্যে থাকি।

সেজন্য প্রভু, আমি যেভাবে আছি সেভাবেই তোমার কাছে পরিচিত; আর কোন্ উদ্দেশ্যেই তোমার কাছে নিজের কথা স্বীকার করছি, তা বলেইছি। আমি তো মাংসের কথা ও কণ্ঠের মধ্য দিয়ে নয়, বরং সেই আত্মার কণ্ঠে ও সেই মনের কোলাহলেই তা করছি যা তোমার কানে পরিচিত। আমি যখন মন্দ, তখন তোমার কাছে স্বীকারোক্তি আমার দুঃখ ছাড়া কিছু নয়; আমি কিন্তু যখন ধার্মিক, তখন তোমার কাছে স্বীকারোক্তি আমার বেলায় তেমন ধর্মময়তা আরোপ না করা ছাড়া কিছু নয়, *কেননা প্রভু, তুমি ধার্মিককে আশিসধন্য কর* বটে, আগে কিন্তু সে অধার্মিক থাকতেই তুমি তাকে ধর্মময় করে তোল। এজন্য ঈশ্বর আমার, তোমার সামনে আমার স্বীকারোক্তি নীরব আবার নীরব নয়: কোলাহলে নীরব, ভক্তিতে উদাত্ত।

তুমি তো, প্রভু, আমার বিচার কর, কেননা *মানুষের অন্তরে যে মানবাত্মা বিদ্যমান, সেই মানবাত্মা ছাড়া কেইবা মানুষের অন্তরের কথা জানে?* তথাপি মানুষের অন্তরে এমন কিছু রয়েছে, যা সেই মানবাত্মাও জানে না যে, তা তার অন্তরে রয়েছে। তুমি কিন্তু, প্রভু, সেই সমস্ত জান, কারণ তুমিই তাকে গড়েছ। অপরদিকে আমি তোমার সামনে নিজেকে যতই তুচ্ছ করি না কেন ও নিজেকে মাটি ও ছাই বলে মনে করি, তবুও তোমার সম্বন্ধে এমন কিছু জানি যা নিজের সম্বন্ধে জানি না।

এখন আমরা কেমন যেন আয়নায়, ঝাপসা ঝাপসাই দেখছি, কিন্তু তখন মুখোমুখি হয়ে দেখতে পাব; এজন্য আমি যতদিন তোমা থেকে প্রবাসী আছি, ততদিন তোমার চেয়ে নিজেরই কাছে আছি; অথচ আমি জানি তুমি সম্পূর্ণরূপে অলঙ্ঘনীয়। আমি কিন্তু নিজের বেলায় জানি না কোন্ পরীক্ষার সামনে দাঁড়াতে পারি আর কোনটার সামনে পারি না। তবু আমার প্রত্যাশা আছে, কারণ তুমি বিশ্বস্ত, আর তুমি চাও না আমরা আমাদের শক্তির ঊর্ধ্বে পরীক্ষিত হব; বরং আমরা যেন পরীক্ষা সহ্য করতে পারি তুমি সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে রেহাই পাবার উপায়ও দান কর।

তাই আমি নিজের সম্বন্ধে যা জানি, তা তোমার কাছে স্বীকার করব; যা জানি না, তাও স্বীকার করব; কেননা নিজের সম্বন্ধে যা জানি, তুমি আলো দেওয়ায়ই তা জানি; আর নিজের সম্বন্ধে যা জানি না, ততদিন পর্যন্ত তা জানব না যতদিন না আমার অন্ধকার তোমার শ্রীমুখের আলোতে মধ্যাহ্নের মত না হয়ে ওঠে।

শ্লোক সাম ১৩৯:১,২,৭

প্র প্রভু, তুমি তো আমাকে তলিয়ে দেখ, আমাকে জান;
উ দূর থেকেই তুমি বুঝতে পার আমার চিন্তাসকল।
প্র তোমার আত্মা থেকে আমি দূরে কোথায় বা যাব? তোমার শ্রীমুখ থেকে আমি কোথায় বা পালাতে পারব?
উ দূর থেকেই তুমি বুঝতে পার আমার চিন্তাসকল।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ সামু ৬:১-২৩

যেরুসালেমে সন্ধি-মঞ্জুষা

সেসময়, দাউদ আবার ইস্রায়েলের সমস্ত বাছাই করা লোককে, ত্রিশ হাজার লোককে জড় করলেন। দাউদ ও তাঁর সঙ্গী সমস্ত লোক উঠে পরমেশ্বরের মঞ্জুষা যুদার বায়ালা থেকে নিয়ে আসবার জন্য রওনা হলেন—মঞ্জুষাটির নাম 'খেরুব-বাহনে সমাসীন সেনাবাহিনীর প্রভু'। তাঁরা পরমেশ্বরের মঞ্জুষা একটা নতুন গরুর গাড়িতে বসিয়ে পাহাড়ের উপরে অবস্থিত আবিনাদাবের বাড়ি থেকে বের করে আনলেন; আবিনাদাবের ছেলে উজ্জা ও আহিয়ো সেই নতুন গাড়ি চালাচ্ছিল। উজ্জা পরমেশ্বরের মঞ্জুষার পাশাপাশি হয়ে চলছিল, আর আহিয়ো মঞ্জুষার আগে

আগে চলছিল। দাউদ ও গোটা ইস্রায়েলকুল বীণা, সেতার, খঞ্জনি, জয়শৃঙ্গ ও করতালের ঝঙ্কারে প্রভুর সামনে সমস্ত শক্তি দিয়ে নেচে নেচে ফুর্তি করছিলেন।

কিন্তু তাঁরা নাখোনের খামারে এসে পৌঁছলে উজ্জা হাত বাড়িয়ে পরমেশ্বরের মঞ্জুষা ধরল, কারণ বলদগুলো তা টলিয়ে দিচ্ছিল। তখন উজ্জার উপর পরমেশ্বরের ক্রোধ জ্বলে উঠল, আর তার এই অপরাধের জন্য পরমেশ্বর সেইখানে তাকে আঘাত করলেন, আর সে সেইখানে পরমেশ্বরের মঞ্জুষার পাশে মারা গেল। প্রভু উজ্জার প্রতি কঠোরভাবে ব্যবহার করায় দাউদ মনঃক্ষুণ্ন হলেন, আর সেই জায়গার নাম পেরেস-উজ্জা রাখলেন—আজ পর্যন্তই এই নাম প্রচলিত।

দাউদ সেদিন প্রভুকে ভয় পেলেন, বললেন, 'প্রভুর মঞ্জুষা কেমন করে আমার কাছে আসবে?' তাই দাউদ স্থির করলেন, প্রভুর মঞ্জুষাটিকে তিনি দাউদ-নগরীতে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন না, গাৎ-নিবাসী ওবেদ-এদোমের বাড়িতেই তা আনিয়ে রাখলেন। প্রভুর মঞ্জুষা গাৎ-নিবাসী ওবেদ-এদোমের বাড়িতে তিন মাস থাকল, এবং প্রভু ওবেদ-এদোম ও তার বাড়ির সকলকে আশীর্বাদ করলেন।

পরে দাউদকে বলা হল, 'পরমেশ্বরের মঞ্জুষার খাতিরে প্রভু ওবেদ-এদোমের বাড়ি ও তার সবকিছুই আশীর্বাদ করেছেন।' তাই দাউদ গিয়ে ওবেদ-এদোমের বাড়ি থেকে আনন্দের সঙ্গে পরমেশ্বরের মঞ্জুষা দাউদ-নগরীতে নিয়ে এলেন। প্রভুর মঞ্জুষার বাহকেরা ছ' পা এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একটা বলদ আর একটা নধর বাছুর বলিরূপে উৎসর্গ করলেন। দাউদ প্রভুর সামনে সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজের পায়ের উপরে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলেন; তাঁর কোমরে তখন সেই ক্ষোমের এফোদ বাঁধা ছিল। এইভাবে দাউদ ও গোটা ইস্রায়েলকুল আনন্দধ্বনির মধ্যে ও শিঙার সুরে প্রভুর মঞ্জুষা নিয়ে এলেন।

প্রভুর মঞ্জুষা দাউদ-নগরীতে প্রবেশ করার সময়ে সৌলের কন্যা মিখাল জানালা দিয়ে তাকাচ্ছিলেন; প্রভুর সামনে দাউদ রাজাকে লাফালাফি করে নাচতে দেখে তিনি মনে মনে তাঁকে অবজ্ঞা করলেন। লোকেরা প্রভুর মঞ্জুষা ভিতরে এনে তার নির্দিষ্ট জায়গায় রাখল, অর্থাৎ মঞ্জুষার জন্য দাউদ যে তাঁবু খাটিয়ে রেখেছিলেন, তারই মাঝখানে; এবং দাউদ প্রভুর সাক্ষাতে আহুতি দিলেন ও মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গ করলেন। আহুতি ও মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ-কর্ম শেষ করার পর দাউদ সেনাবাহিনীর প্রভুর নামে জনগণকে আশীর্বাদ করলেন, এবং সকল লোকের মধ্যে, অর্থাৎ ইস্রায়েলের সেই লোকারণ্যের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক স্ত্রীলোককে একটা করে রুটি, এক টুকরো মাংস ও একটা করে কিশমিশের পিঠা বিতরণ করলেন; পরে সকল লোক যে যার ঘরে ফিরে গেল।

দাউদ তাঁর নিজের পরিবার-পরিজনদের আশীর্বাদ করার জন্য ফিরে আসছেন, এমন সময় সৌলের কন্যা মিখাল দাউদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে এসে বললেন, 'ইস্রায়েলের রাজা আজ কেমন সম্মানের পাত্র হয়েছেন! ঠিক যেন একটা তুচ্ছ মানুষের মতই তিনি আজ তাঁর অনুচারীদের দাসীদের সামনে পোশাক ছেড়ে দিয়েছেন!' দাউদ প্রতিবাদ করে মিখালকে বললেন, 'আমি সেই প্রভুরই সামনে নেচেছি, যিনি প্রভুর জনগণের উপরে, ইস্রায়েলের উপরে জননায়ক পদে আমাকে নিযুক্ত করার জন্য তোমার পিতা ও তাঁর সমস্ত কুলের চেয়ে আমাকেই বেছে নিয়েছেন। তাই প্রভুর সামনে আমি নাচবই; এমনকি, এর চেয়ে নিজেকে আরও তুচ্ছ করব! তোমার দৃষ্টিতে আমি নিচু হব বটে, কিন্তু যে দাসীদের কথা তুমি বলেছ, তাদের কাছে আমি সম্মানের পাত্র হব।' আর তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সৌলের কন্যা মিখালের সন্তান হল না।

শ্লোক সাম ১৩২:৮-৯; ২৪:৭

প্র ওঠ, প্রভু! তোমার সেই বিশ্রামস্থানে এসো, তুমি ও তোমার প্রতাপের সেই মঞ্জুষা, এসো;
উ তোমার যাজকেরা ধর্মময়তায় পরিবৃত হোক, তোমার ভক্তরা সানন্দে চিৎকার করুক।
প্র হে তোরণ, উত্তোলন কর শির, উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার! প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা।
উ তোমার যাজকেরা ধর্মময়তায় পরিবৃত হোক, তোমার ভক্তরা সানন্দে চিৎকার করুক।

দ্বিতীয় পাঠ - ৪১ নং সামসঙ্গীতে নবদীক্ষিতদের প্রতি সাধু যেরোমের উপদেশ

আমি অপরূপ পুণ্যাবাসের স্থানে যাব

হরিণী যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল, তেমনি, পরমেশ্বর, তোমারই আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল আমার প্রাণ। সুতরাং, সেই হরিণেরা যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল, তেমনি আমাদের হরিণেরা—যারা মিশর থেকে ও সংসার থেকে দূরে চলে গিয়ে জলস্রোতে ফারাওকে হত্যা করেছে ও তার সৈন্যদলকে দীক্ষাস্নানে নিমজ্জিত করেছে—শয়তানকে হত্যা ক'রে মণ্ডলীর জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষায় তথা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মারই আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল।

পিতা যে জলের উৎস, একথা নবী যেরেমিয়ার পুস্তকে লেখা আছে: *তারা আমাকে—জীবনময় জলের উৎস এই আমাকে ত্যাগ করেছে, এবং পাথর কেটে নিজেদের জন্য এমন জলভাণ্ডার তৈরি করেছে, যেগুলো ফাটল-ধরা, জল ধরে রাখতে অক্ষম।* পুত্র বিষয়ে আমরা অন্যত্র একথা পড়তে পারি: *তুমি প্রজ্ঞার উৎস ত্যাগ করেছ।* শেষে পবিত্র আত্মা সম্বন্ধে লেখা আছে, *আমি যে জল দেব যে কেউ তা পান করবে, ... সেই জলই তার অন্তরে এমন এক জলের উৎস হয়ে উঠবে যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী।* সুসমাচার-রচয়িতা এ পদ ব্যাখ্যা করে বলেন, প্রভুর এ বাণী পবিত্র আত্মাকে লক্ষ করে। উল্লিখিত পদগুলো অধিক স্পষ্ট ভাবে প্রমাণ দেয়, ত্রিত্ব-রহস্য হল মণ্ডলীর ত্রিবিধ উৎস।

তেমন জলের উৎসের আকাঙ্ক্ষায় বিশ্বাসের প্রাণও ব্যাকুল, দীক্ষিতের প্রাণ এ জলের উৎস বাসনা করে বলে, জীবন্ত জলের উৎস সেই পরমেশ্বরের জন্য আমার প্রাণ তৃষাতুর। কেননা ঈশ্বরকে দেখবার জন্য সেই প্রাণ শিথিল ছিল না, বরং গভীর বাসনায়ই তাঁর আকাঙ্ক্ষা করছিল, তাঁর জন্য তার তৃষ্ণা তীব্রই ছিল। দীক্ষাস্নান গ্রহণ করার আগে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে বলছিল, *কবে যাব, কবে দেখতে পাব পরমেশ্বরের শ্রীমুখ?* এই যে, তারা যা ইচ্ছা করছিল, তা পূর্ণতা লাভ করেছে; তারা এসেছে, তারা পরমেশ্বরের শ্রীমুখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে: তারা বেদির সামনে ও ত্রাণকর্তার রহস্যের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে।

খ্রীষ্টের দেহ গ্রহণ করতে অধিকারপ্রাপ্ত হয়ে ও জীবনের জলকুণ্ডে নবজাত হয়ে তারা এখন ভরসার সঙ্গে বলে, *আমি পরমেশ্বরের গৃহ পর্যন্ত অপরূপ পুণ্যাবাসের স্থানে এগিয়ে যাব।* পরমেশ্বরের গৃহ হল মণ্ডলী: মণ্ডলীই সেই অপরূপ পুণ্যাবাস, কারণ সেই পুণ্যাবাসেই রয়েছে পুলক ও প্রশংসাগানের সুর, ও যারা ভোজে আসন নিয়েছে তাদের আনন্দগান।

তোমরা যারা খ্রীষ্টকে পরিধান করেছ, ও আমাদের পথদিশারীর অনুসরণ করে ঐশবাণী দ্বারা এই সংসারের জলপ্রতাপের মধ্য থেকে বড়শিতে ধরা মাছের মত যাদের বের করে নেওয়া হয়েছে, তবে সেই তোমরা বল, আমাদের মধ্যে সবকিছুর প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। বাস্তবিকই সমুদ্র থেকে বের করা মাছ মরে। কিন্তু সেই প্রেরিতদূতেরা এসংসার-সাগর থেকে আমাদের বের করে এনেছেন ও মাছের মত আমাদের ধরেছেন আমরা যেন মৃত অবস্থা থেকে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠতে পারি। যতদিন সংসারে ছিলাম, ততদিন আমাদের চোখ গভীর অতলের দিকেই নিবদ্ধ ছিল, ও আমাদের জীবন কাদায় নিমজ্জিত ছিল; কিন্তু ঊর্মিমালার হাত থেকে আমাদের কেড়ে নেওয়ার পর আমরা সূর্য দেখতে শুরু করলাম, সত্যকার আলোর দর্শন পেতে শুরু করলাম, আর এখন অসাধারণ আনন্দে বিমুগ্ধ হয়ে নিজের প্রাণকে বলি, *পরমেশ্বরের প্রত্যাশায় থাক—আমি আবার করবই তাঁর স্তুতিবাদ, তিনি আমার শ্রীমুখের পরিত্রাণ, আমার পরমেশ্বর।*

শ্লোক সাম ২৭:৪

প্র প্রভুর কাছে আমার শুধু এই যাচনা—এইটুকু মাত্র অন্বেষণ করি—
উ আমি প্রভুর গৃহে বাস করতে চাই আমার জীবনের সমস্ত দিন।
প্র প্রভুর কান্তির উপর যেন দৃষ্টি রাখতে পারি, তাঁর মন্দির দর্শনে যেন মুগ্ধ হতে পারি;
উ আমি প্রভুর গৃহে বাস করতে চাই আমার জীবনের সমস্ত দিন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোব ৪:১-২১

এলিফাজের উপদেশ

তেমান-নিবাসী এলিফাজ একথা বললেন :

তোমাকে একবার যাচাই করলে তুমি সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়েছ!
অথচ কেইবা কথা বলা থেকে নিজেকে সংযত রাখতে পারে?
দেখ, তুমি অনেককে উদ্বুদ্ধ করেছ,
আবার দুর্বলের হাতে বল যুগিয়ে দিয়েছ।
তোমার কথা ছিল পতনোন্মুখের নির্ভর,
আবার ভগ্ন হাঁটুতে তুমি বল সঞ্চার করেছ।
এখন তোমার পালা এসেছে, আর সহ্য হয় না তোমার,
এই প্রথম স্পর্শে তুমি সঙ্গে সঙ্গে বিহ্বল!
তোমার ধর্মভাব, তা কি আর তোমার আস্থা নয়?
তোমার সদাচরণ, তা কি আর তোমার আশা নয়?
নির্দোষী হয়ে যার বিনাশ হয়েছে, এমন কার্ কথা তোমার মনে পড়ে?
কোথায়ই বা ঘটেছে ন্যায়নিষ্ঠদের উচ্ছেদ?
আমি তো দেখেছি, যে কেউ অধর্ম চাষ করে,
যে কেউ অমঙ্গল-বীজ বোনে, সে ঠিক তাই কাটে।
ঈশ্বরের একটা ফুৎকারে তাদের বিনাশ হয়,
তাঁর রোষের ফুৎকারে তাদের সংহার হয়।
সিংহ গর্জন করুক, যতই ভয়ঙ্কর হোক তার হুঙ্কার,
কিন্তু যুবসিংহের দাঁতের মত সবই ভেঙে যায়।
শিকারের অভাবে সিংহের মৃত্যু হল,
আর সিংহীর যত বাচ্চাকে ছড়িয়ে দেওয়া হল।
একটা গোপন কথা আমাকে জানানো হল,
মৃদু এক মর্মরধ্বনি আমার কানে এল।
রাত্রিকালে যখন দুঃস্বপ্ন মনকে দিশেহারা করে,
নিদ্রার ঘোর যখন মানুষকে আচ্ছন্ন করে,
এমন সময় সন্ত্রাস ও আতঙ্ক ধরে ফেলল আমায়,
কম্পান্বিত করে তুলল আমার সকল হাড়;
কার্ যেন শ্বাস আমার মুখ দিয়ে বয়ে গেল,
শিহরে উঠল দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে!
কে যেন একজন সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল—তার চেহারা চিনতে পারলাম না;
হ্যাঁ, আমার চোখের সামনে এক ছায়ামূর্তি দাঁড়ানো;
আবার মৃদু এক মর্মরধ্বনি ..., তারপর আমি এক কণ্ঠস্বর শুনলাম :
'মরণশীল মানুষ কি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধর্মময় হতে পারে?
কিংবা তার নির্মাতার সাক্ষাতে মানুষ কি নিরপরাধী হতে পারে?
দেখ, নিজের দাসদের তিনি বিশ্বাস করেন না,
নিজের দূতদের মধ্যেও তিনি ত্রুটি পান;
তাহলে যারা সেই মাটির ঘরে বাস করে,

ধুলায় যার ভিত, কীট কামড়ালেই যার পতন,
তাদের কী দশা হবে?
সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যেই চূর্ণ হয়ে
তারা চিরকালের মত বিলুপ্ত হয়—তাদের প্রতি আর কারও চিন্তা নেই!
তাদের তাঁবুর গোঁজ কি উপড়ে ফেলা হয় না?
হ্যাঁ, তারা মরে, কিন্তু প্রজ্ঞা-বঞ্চিত হয়ে!'

শ্লোক যোব ৪:১৭-১৮; রো ৩:২৩,২৫

প্র মরণশীল মানুষ কি ঈশ্বরের সামনে ধর্মময় হতে পারে? কিংবা তার নির্মাতার সাক্ষাতে মানুষ কি নিরপরাধী হতে পারে?

উ দেখ, নিজের দাসদের তিনি বিশ্বাস করেন না, নিজের দূতদের মধ্যেও তিনি ত্রুটি পান।

প্র সকলেই পাপ করেছে, সকলেই ঈশ্বরের গৌরব থেকে বঞ্চিত, যেন তিনি তাঁর আপন ধর্মময়তা দেখাতে পারেন।

উ দেখ, নিজের দাসদের তিনি বিশ্বাস করেন না, নিজের দূতদের মধ্যেও তিনি ত্রুটি পান।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'স্বীকারোক্তি' ১০ম পুস্তক ৪৩,৬৮-৭০

প্রভু, তোমার উপর আমার দুশ্চিন্তা ফেলে দিই, যাতে বাঁচি

তোমার রহস্যময় করুণায় যে সত্যকার মধ্যস্থকে তুমি বিনম্রদের কাছে প্রকাশ করেছ, ও প্রেরণ করেছ যাতে তাঁর আদর্শে তারা তাঁর বিনম্রতা শিখতে পারে, *ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ সেই মানুষ যীশুখ্রীষ্ট* মরণশীল পাপীদের মাঝে অমর ধর্মময় বলে আবির্ভূত হলেন—মানুষের সঙ্গে মরণশীল, ঈশ্বরের সঙ্গে ধর্মময়। আর যেহেতু জীবন ও শান্তিই হল ধর্মময়তার ফল, সেজন্য ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত তাঁর ধর্মময়তা গুণে তিনি ধর্মময়তাপ্রাপ্ত ভক্তিহীনদের সেই মৃত্যু বাতিল করে দিলেন যা তাদের সঙ্গে তিনি সাধারণ অধিকার বলে ভোগ করতে ইচ্ছা করেছিলেন। হে মঙ্গলময় পিতা, আমাদের তুমি কতই না ভালবেসেছ যে *তোমার নিজের পুত্রকে রেহাই দাওনি, বরং ভক্তিহীন এই আমাদের জন্য সঁপে দিলে!* আমাদের তুমি কতই না ভালবেসেছ যে, আমাদের জন্য তিনি *তোমার সঙ্গে আপন সমতুল্যতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না, বরং ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে বাধ্য করলেন।* মৃতদের মধ্যে কেবল তিনিই স্বাধীন—তিনি, *আপন প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার অধিকার যাঁর আছে, আর পুনরায় তা লাভ করার অধিকার যাঁর আছে,* তিনি আমাদের জন্য তোমার কাছে বিজয়ী ও বলি—বলি হওয়ায়ই বিজয়ী; আমাদের জন্য তোমার কাছে যাজক ও যজ্ঞ—যজ্ঞ হওয়ায়ই যাজক; এবং তোমার কাছ থেকে জন্ম নেওয়ায় ও তোমার প্রতি দাসত্ব স্বীকার করায় তোমার জন্য তিনি দাস এই আমাদের সন্তান করে তুললেন।

ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তাঁর উপর আমার প্রত্যাশা রয়েছে, কারণ যিনি তোমার ডান পাশে আসীন ও *আমাদের হয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করেন,* তাঁরই দ্বারা তুমি আমার সমস্ত রোগ নিরাময় করবে—অন্যথা আমি নিরাশ হতাম! কেননা আমার রোগ বহু ও বিরাট, তবু তোমার ঔষধ সেগুলির চেয়ে মহান। বাণী মাংস না হলে ও আমাদের মাঝে বাস না করলে তবে আমরা মনে করতে পারতাম, তোমার সেই বাণী মানুষের সহভাগিতা থেকে দূরবর্তী, ফলে আমরা নিরাশ হতাম। আমার নিজের পাপরাশি ও আমার হীনাবস্থা দ্বারা সন্ত্রাসিত হয়ে আমি মনে মনে ভাবছিলাম, প্রান্তরে পালিয়ে যাব; তুমি কিন্তু বারণ করে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, *তিনি সকলের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, যারা জীবিত, তারা যেন আর নিজেদের জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করে, যিনি মৃত্যু বরণ করেছেন।*

দেখ, প্রভু, আমি তোমার উপর আমার দুশ্চিন্তা ফেলে দিই যাতে বাঁচি, আর *তোমার বিধানের অপরূপ কীর্তি ধ্যান করব।* তুমি তো আমার দক্ষহীনতা ও আমার দুর্বলতা জান; আমাকে শিক্ষাদান কর, আমাকে সুস্থ কর। তোমার সেই একমাত্র পুত্র *যাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সমস্ত ধন নিহিত,* তিনি তো নিজের রক্তমূল্যেই আমাকে মুক্ত করলেন। *গর্বোদ্ধতরা যেন আমাকে অত্যাচার না করে,* কারণ আমি আমার মুক্তিলাভের মূল্যের কথা ভাবি, এবং *যারা খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে ও প্রভুর সেই অন্বেষী সকল যারা তাঁর প্রশংসা করবে,* সেই সকলের মাঝে আমি তাঁকে

খাই ও পান করি, তাঁর অন্বেষণ করি, দীনহীন এই আমি তাঁকে নিয়ে পরিতৃপ্ত হতে বাসনা করি।

শ্লোক সাম ৯৪:২২; ১১৮:১৪

প্র প্রভুই আমার দুর্গ,
উ আমার পরমেশ্বরই আমার শৈলাশ্রয়।
প্র প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান, তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।
উ আমার পরমেশ্বরই আমার শৈলাশ্রয়।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ সামু ৭:১-২৫

নাথানের মসীহমুখী ভাববাণী

সেসময়, যখন রাজা নিজের গৃহে বাস করতে লাগলেন, এবং প্রভু চারপাশের সমস্ত শত্রু থেকে তাঁকে স্বস্তি দিলেন, তখন রাজা নবী নাথানকে বললেন, 'দেখুন, আমি এরসকাঠের তৈরী একটা গৃহে বাস করছি, কিন্তু পরমেশ্বরের মঞ্জুষা একটা পর্দাঘরে পড়ে রয়েছে।' নাথান রাজাকে বললেন, 'আচ্ছা, আপনার মন যা করতে চায়, তাই করুন, কারণ প্রভু আপনার সঙ্গে আছেন।'

কিন্তু সেই রাতে প্রভুর বাণী নাথানের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'আমার দাস দাউদকে গিয়ে বল: প্রভু একথা বলছেন, তুমি কি আমার জন্য একটা গৃহ গেঁথে তুলবে যেখানে আমি বাস করতে পারি? ইস্রায়েল সন্তানদের মিশর থেকে বের করে আনার দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি তো কোন গৃহে কখনও বাস করিনি, শুধু একটা তাঁবু, হ্যাঁ, একটা আচ্ছাদনের নিচে থেকেই আমি ঘুরে ঘুরে চলেছি। সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে যখন সব জায়গায় ঘুরে চলছিলাম, তখন যাদের আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে চরাবার ভার দিয়েছিলাম, ইস্রায়েলের সেই বিচারকদের একজনকেও কি কখনও একথা বলেছি যে, তোমরা কেন আমার জন্য এরসকাঠের একটা গৃহ গাঁথ না? সুতরাং এখন তুমি আমার দাস দাউদকে একথা বলবে: সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন, তুমি যখন মেষপালের পিছনে পিছনে যেতে, তখন আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের উপরে জননায়ক করবার জন্য আমিই সেই চারণভূমি থেকে তোমাকে নিয়েছি। তুমি যেইখানে গিয়েছ, আমি সেখানে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থেকেছি; তোমার সামনে থেকে তোমার সমস্ত শত্রুকে উচ্ছেদ করেছি; আর আমি তোমার নাম পৃথিবীর মহাপুরুষদের সুনামের মত মহান করব। আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের জন্য একটা স্থান স্থির করে দেব, সেখানে তাদের রোপণ করব, যেন নিজেদের সেই বাসস্থানে তারা বাস করে, যেন আর বিচলিত না হয়, যেন দুর্জনেরা তাকে অত্যাচার না করে যেমনটি আগে করত যখন আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের উপরে বিচারকদের নিযুক্ত করেছিলাম; আমি যত শত্রু থেকে তোমাদের মুক্ত করে বিশ্রাম দেব। তাছাড়া প্রভু তোমাকে এই কথাও বলছেন যে, তোমার জন্য প্রভুই এক কুল প্রতিষ্ঠা করবেন। আর তোমার দিনগুলো ফুরিয়ে গেলে যখন তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে শয়ন করবে, তখন আমি তোমার স্থানে তোমার একজন বংশধরের, তোমার ঔরসজাতই একজনের উদ্ভব ঘটাব ও তার রাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব। আমার নামের উদ্দেশে সে-ই একটা গৃহ গেঁথে তুলবে, এবং আমি তার রাজাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব চিরকালের মত। তার জন্য আমি হব পিতা, আর আমার জন্য সে হবে পুত্র; সে অন্যায় করলে আমি, যেভাবে মানুষেরা বেত মেরে শাস্তি দেয় ও কশাঘাত করে, তেমনি তাকে শাসন করব; কিন্তু যাকে আমি তোমার সামনে থেকে দূর করেছি, সেই সৌলের কাছ থেকে আমি যেমন আমার কৃপা ফিরিয়ে নিয়েছি, না, এর কাছ থেকে আমার কৃপা আমি তেমনি ফিরিয়ে নেব না; বরং তোমার কুল ও তোমার রাজ্য আমার সামনে চিরস্থায়ী হবে; তোমার সিংহাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকবে চিরকাল ধরে।' নাথান এই সমস্ত বাণী এবং এই দিব্য দর্শনের কথা দাউদকে জানালেন।

তখন দাউদ রাজা ভিতরে গিয়ে প্রভুর সাক্ষাতে বসলেন; তিনি বললেন, 'প্রভু পরমেশ্বর, আমি কে, আমার

কুলই বা কি যে তুমি আমাকে এতখানি এগিয়ে এনেছ? অথচ তোমার দৃষ্টিতে, প্রভু পরমেশ্বর, তাও বুঝি অতি সামান্য ব্যাপার মনে হল, যার জন্য ভাবীকালে তোমার দাসের কুলের কথাও তুমি বলেছ। প্রভু পরমেশ্বর, মানুষের পক্ষে এ তো নিয়ম! এই দাউদ তোমাকে আর কী বলবে? প্রভু পরমেশ্বর, তুমি তো তোমার আপন দাসকে জান। তুমি তোমার আপন বাণীর খাতিরে ও তোমার হৃদয় অনুসারে এই সমস্ত মহাকর্ম সাধন করে তোমার দাসকে তা জানিয়ে দিয়েছ। প্রভু পরমেশ্বর, তুমি সত্যি মহান; কারণ তোমার মত কেউই নেই, আর তুমি ছাড়া অন্য পরমেশ্বর নেই, ঠিক যেভাবে আমরা নিজেদের কানে শুনেছি। পৃথিবীর মধ্যে কোন্ একটি জাতি তোমার জনগণ ইস্রায়েলের মত? পরমেশ্বরই তো তাকে তাঁর আপন জনগণ করার জন্য এবং তাঁর আপন নাম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুক্তিকর্ম সাধন করতে এসেছিলেন। তুমি তাদের পক্ষে মহা মহা কাজ ও তোমার আপন দেশের পক্ষে নানা ভয়ঙ্কর কর্ম তোমার জনগণের সামনে সাধন করেছিলে, তাদের তুমি মিশর থেকে, জাতিগুলি ও দেবতাদের হাত থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলে; কারণ তুমি তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে চিরকালের জন্য তোমার আপন জনগণ বলে প্রতিষ্ঠিত করেছ; তুমিই, প্রভু, তাদের পরমেশ্বর হয়েছ। এখন, প্রভু পরমেশ্বর, তুমি তোমার এই দাস ও তার কুল সম্বন্ধে যে বাণী উচ্চারণ করেছ, তা চিরকালের মত স্থির কর; যেমন বলেছ, সেইমত কর।'

শ্লোক লুক ১:৩০-৩৩; সাম ১৩২:১১ দ্রঃ

প্র দূত মারীয়াকে বললেন: গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে; প্রভু তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন তাঁকে দান করবেন,

উ আর তিনি যাকোবকুলের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন।

প্র প্রভু দাউদের কাছে শপথ করলেন, ফিরিয়ে নেবেন না সেই সত্য কথা—তোমার ঔরসের এক ফল আমি তোমার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করব।

উ আর তিনি যাকোবকুলের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'পুণ্যজনদের পূর্বনিরূপণ' ১৫:৩০-৩১

সেই যীশুখ্রীষ্ট যিনি মাংস অনুসারে দাউদ-বংশে সঞ্জাত

ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ সেই মানুষ যীশুখ্রীষ্ট, সেই স্বয়ং ত্রাণকর্তাই পূর্বনিরূপণ ও অনুগ্রহের উজ্জ্বলতম আলো। কর্ম ও বিশ্বাসের কোন্ পূর্ব পুণ্যফল দ্বারাই বা তাঁর মানবস্বরূপ তাঁকে তেমন মর্যাদা অর্জন করতে দিল? দয়া করে, আমাকে উত্তর দেওয়া হোক: এই যে মানুষকে সনাতন পিতার সঙ্গে সনাতন বাণী দ্বারা ব্যক্তিত্বের ঐক্যে ধারণ করা হয়েছে, এই মানুষ কেমন করে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হওয়ার যোগ্য হয়ে উঠলেন? নিজের আগে তিনি কোন্ পুণ্যকর্ম উপস্থাপন করেছিলেন? পূর্বকালে তিনি কীবা করেছিলেন, কিসেতে বিশ্বাস করেছিলেন, তেমন অবর্ণনীয় মহত্ত্ব অর্জন করার জন্য তিনি কী যাচনা করেছিলেন? ঐশবাণী যাঁকে মানুষরূপে সৃষ্টি ও ধারণ করলেন, যে ক্ষণে তিনি অস্তিত্ব পেলেন সেই একই ক্ষণ থেকেই তিনি কি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রও হতে শুরু করলেন? যিনি প্রসাদপূর্ণা, তিনি কি তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলেই গর্ভধারণ করলেন?

একথা সুস্পষ্ট হোক যে, আমাদের মাথা-খ্রীষ্টেই সেই অনুগ্রহের উৎস বিরাজিত যা তাঁর কাছ থেকে এক একজনের ধারণ-ক্ষমতা অনুসারে তাঁর সমস্ত অঙ্গে বিস্তার লাভ করে। সেই যে অনুগ্রহ যা দ্বারা সমস্ত মানুষ বিশ্বাসের সূত্রপাতে খ্রীষ্টান হয়, তা সেই একই অনুগ্রহ যা গুণে সেই মানুষ জীবনের সূত্রপাতে খ্রীষ্ট হয়ে উঠলেন; সেই যে আত্মা যাঁ থেকে মানুষ নবজন্ম লাভ করে, তিনি সেই একই আত্মা যাঁ থেকে খ্রীষ্ট জন্ম নিলেন; সেই যে আত্মা আমাদের অন্তরে পাপমোচন সাধন করেন, তিনি সেই একই আত্মা যিনি খ্রীষ্টকে পাপমুক্ত করলেন। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ঈশ্বর আগে থেকেই জানতেন তিনি কী সাধন করতে যাচ্ছিলেন: আর ঠিক এই তো পুণ্যজনদের সেই পূর্বনিরূপণ যা ঠিক পুণ্যজনদের সেই পুণ্যজনে সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিতে অভিব্যক্ত হয়েছে। সত্যবাণী সঠিকভাবে উপলব্ধি করলে কীভাবে একথা অস্বীকার করা যায়? কেননা আমরা জানতে পেরেছি, স্বয়ং গৌরবের প্রভু মানুষ বলেই ঈশ্বরের পুত্র হয়ে উঠলেন, তিনি নিজেই পূর্বনিরূপিত হয়েছিলেন: ... *তাঁর সেই আপন পুত্র যিনি মাংস অনুসারে দাউদ-বংশে সঞ্জাত, পবিত্রতার আত্মা অনুসারে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের*

মধ্য দিয়ে পরাক্রমেই ঈশ্বরপুত্র বলে নিযুক্ত—আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্ট, কেননা তিনি পবিত্র আত্মা ও কুমারী মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন। আর এই তো মানুষের সেই বিশেষ উন্নয়ন যা ঈশ্বরের বাণী দ্বারা অনির্বচনীয় ভাবে সাধিত হয়েছে যাতে উপযুক্ত ভাবে ও সত্যিকারে তিনি একাধারে ঈশ্বরপুত্র ও মানবসন্তান বলে অভিহিত হতে পারেন: ধারণ করা মানবস্বরূপ অনুসারে তিনি মানবসন্তান, তিনি আবার ঈশ্বরপুত্র, কারণ যিনি মানবস্বরূপ ধারণ করছিলেন তিনি ছিলেন সেই একজাত পরমেশ্বর। এসব কিছু ঘটেছে যাতে আমরা চতুষ্টয় নয়, ত্রিত্বেই বিশ্বাস করি।

মানবস্বরূপের এ উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ উন্নয়ন এমন ভাবে পূর্বনিরূপিত হয়েছিল যাতে এর চেয়ে উচ্চতর উন্নয়ন না থাকতে পারে; একই প্রকারে, ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত মানব-দুর্বলতার সঙ্গে মানবস্বরূপ গ্রহণ করায় ঈশ্বরত্বও আমাদের জন্য এর চেয়ে নিচে নিজেকে নমিত করতে পারতেন না। সুতরাং, যেমন তিনিই কেবল আমাদের মাথা হতে পূর্বনিরূপিত হয়েছিলেন, তেমনি আমরা অনেকেই তাঁর অঙ্গ হতে পূর্বনিরূপিত হয়েছি। এই পর্যায়ে আদমের অপরাধের দরুন হারানো মানব-পুণ্যফলের কথা উল্লেখযোগ্য নয়, সেই ঈশ্বরের অনুগ্রহই বরং রাজত্ব করুক, যে অনুগ্রহ প্রভুত্ব করে আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে, যিনি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র, যিনি নিজে একমাত্র প্রভু। এমন কেউ যদি থাকে যে, আমাদের মাথায় সেই পুণ্যফল আবিষ্কার করতে পারবে যা তাঁর বিশেষ জন্মের পূর্ববর্তী, তাহলে সে তাঁর অঙ্গ এই আমাদের মধ্যে সেই পুণ্যফলের খোঁজ করুক যা অবিরত নবজন্মের পূর্ববর্তী।

শ্লোক গা ৪:৪-৫; এফে ২:৪; রো ৮:৩ দ্রঃ

প্র যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারীগর্ভে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন,

উ যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন।

প্র ঈশ্বর, দয়ায় ঐশ্বর্যবান হওয়ায়, যে মহা ভালবাসায় আমাদের ভালবাসলেন, পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে আপন পুত্রকে পাঠালেন,

উ যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোব ৫:১-২৭

ঈশ্বরের সংশোধন অগ্রাহ্য করো না

এলিফাজ বলে চললেন:

তবে ডাক দেখি! কেউ কি তোমাকে সাড়া দেবে?
পুণ্যজনদের মধ্যে কার্ শরণ তুমি নেবে?
কেননা ক্ষোভ মূর্খের মৃত্যু ঘটায়,
ঈর্ষা নির্বোধের বিনাশ ঘটায়।
আমি দেখেছিলাম, মূর্খ মাটিতে নিজের শিকড় নামাল,
কিন্তু আমি তার আবাসের উপরে অকস্মাৎ অভিশাপ নামিয়ে আনলাম।
তার সন্তানেরা সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত,
নগরদ্বারে তারা অত্যাচারিত—উদ্ধারকর্তা কেউ নেই।
ক্ষুধিত মানুষ তার শস্য খেয়ে ফেলে,
কাঁটাঝোপের বেড়া ভেঙে তারা সেইসব কেড়ে নেয়;
লোভী যত মানুষ তার সম্পদ চুষে খায়।
কারণ অমঙ্গল যে ধুলা থেকে উদ্গত হয়, তা কখনও হয় না,
দুর্দশাও মাটি থেকে গজে ওঠে না;
মানুষই বরং তার নিজের দুর্দশার উদ্ভব ঘটায়,

ঠিক যেমন আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঊর্ধ্বের দিকে উড়ে যায়।
কিন্তু আমি, আমি তো সহায়ক বলে ঈশ্বরেরই অন্বেষণ করতাম,
পরমেশ্বরেরই হাতে আমার পক্ষসমর্থনের ভার তুলে দিতাম;
তাঁরই হাতে, যিনি এমন মহা মহা কাজ সাধন করেন, যা গণনার অতীত,
যিনি এমন আশ্চর্য কর্মকীর্তির সাধক, যার সংখ্যা নেই।
তিনি তো পৃথিবীর উপর বৃষ্টি নামিয়ে আনেন,
মাঠের উপর জলবর্ষণ করেন।
তিনি অবনমিতদের তুলে আনেন,
শোকার্তদের সমৃদ্ধিতে উন্নীত করেন;
তিনি কুটিলদের ভাবনা ব্যর্থ করেন,
তাই তাদের হাত সেই মতলব সাধনে অক্ষম হয়ে পড়ে।
তিনি প্রজ্ঞাবানদের তাদের নিজেদের কুটিলতার ফাঁদে ধরে ফেলেন,
বাঁকা-মনদের ষড়যন্ত্র বিফল করেন।
তাই তারা দিবালোকেও অন্ধকারের মুখে পড়ে,
মধ্যাহ্নে রাত্রিবেলার মত হাঁতড়ে বেড়ায়।
কিন্তু তিনি ওদের কবল থেকে অত্যাচারিতকে ত্রাণ করেন,
শক্তিশালীদের হাত থেকে নিঃস্বকে বাঁচান।
তখন দীনহীনের জন্য আশা ফুটে ওঠে,
অধর্ম নিজের মুখ বন্ধ করে।
আহা, সুখী সেই মানুষ, যাকে ঈশ্বর দ্বারাই ভর্ৎসনা করা হয়;
তাই তুমি সর্বশক্তিমানের শাসন অবজ্ঞা করো না;
কেননা তিনি ক্ষত করেন, আবার বেঁধে দেন;
তিনি আঘাত করেন, তাঁর হাত আবার নিরাময় করে।
তিনি ছ'টা সঙ্কট থেকে তোমাকে উদ্ধার করবেন,
সপ্তম সঙ্কটে কোন অমঙ্গল তোমাকে আর স্পর্শ করবে না;
দুর্ভিক্ষের দিনে তিনি মৃত্যু থেকে তোমাকে রেহাই দেবেন,
যুদ্ধের দিনে খড়্গের আঘাত থেকে তোমাকে মুক্ত করবেন।
জিহ্বার কশাঘাত থেকে তুমি আশ্রয় পাবে,
বিনাশের আগমনেও তুমি ভীত হবে না।
বিনাশ ও দুর্ভিক্ষ হবে তোমার হাসির বিষয়,
বন্যজন্তুদেরও তুমি ভয় পাবে না;
হ্যাঁ, মাঠের পাথরের সঙ্গে তোমার সন্ধি হবে,
হিংস্র পশুরাও তোমার পাশে শান্তিতে থাকবে।
তুমি এতে নিশ্চিত হবে যে, তোমার তাঁবু বিপদমুক্ত,
পরিদর্শন করে তুমি দেখবে যে, তোমার মেষঘেরি নিরাপদ।
তুমি দেখতে পাবে, তোমার বংশধরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে,
তোমার সন্তানসন্ততিরা মাঠের ঘাসের মত বেড়ে উঠছে।
সময় হলে যেমন শস্যের আটি জমা হয়,
পূর্ণায়ু হলে তেমনি তোমাকে সমাধি দেওয়া হবে।
দেখ, আমরা এসব কিছু লক্ষ করেছি, আর আসলে ব্যাপারটা ঠিক তা-ই।
তেমন কথা শোন; নিজেই সুবিবেচক হয়ে উঠবে।

শ্লোক যোব ৫:১৭-১৮; প্রত্যা ৩:১৯

প্র সুখী সেই মানুষ, যাকে ঈশ্বর দ্বারাই ভর্ৎসনা করা হয়; তাই তুমি সর্বশক্তিমানের শাসন অবজ্ঞা করো না,
উ কেননা তিনি ক্ষত করেন, আবার বেঁধে দেন; তিনি আঘাত করেন, তাঁর হাত আবার নিরাময় করে।
প্র যাদের স্নেহ করি, তাদের আমি তিরস্কার করি ও শাসন করি। তাই তুমি আগ্রহ দেখাও, মনপরিবর্তন কর;
উ কেননা তিনি ক্ষত করেন, আবার বেঁধে দেন; তিনি আঘাত করেন, তাঁর হাত আবার নিরাময় করে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'স্বীকারোক্তি' **১১শ পুস্তক ১:১–২:৩**

আমি যেন আমার চিন্তা ও কথার সেবা
তোমার কাছে বলিরূপে উৎসর্গ করতে পারি

প্রভু, শাশ্বতকাল যখন তোমারই, তখন আমি যা তোমাকে বলছি, তুমি কি তা জান না? কিংবা কালের গণ্ডিতে যা ঘটে তুমি কি তা সাময়িক ভাবেই দেখ? তাহলে আমি কেনই বা তোমার কাছে এতগুলো জিনিসের বিবরণ দিচ্ছি? আমার দ্বারাই তা তুমি যেন জানতে পার, এর জন্য নয় বটে, আমি বরং যেন তোমার প্রতি আমার ভক্তি জাগাই, আর যারা আমার এ কথা পড়বে তারা সকলে যেন বলে, *প্রভু মহান, তিনি মহাপ্রশংসার যোগ্য।* আমি বারবার বলেছি ও এখনও বলব, তোমার প্রতি ভালবাসার খাতিরেই আমি এসব কিছু করছি। বস্তুতপক্ষে আমরা প্রার্থনা করে থাকি বটে, অথচ তোমার সত্য বলেছিলেন, *তোমাদের কী কী প্রয়োজন, তোমরা যাচনা করার আগে তোমাদের পিতা তা জানেন।*

তাই তোমার কাছে আমাদের দুর্দশার কথা ও আমাদের প্রতি তোমার দয়ার কথা স্বীকার করায় আমরা তোমার প্রতি আমাদের ভক্তি ব্যক্ত করি, যাতে তুমি যা শুরু করেছ তা সম্পন্ন করে আমাদের নিঃশেষেই মুক্ত কর, ফলে আমরা যেন নিজেদের বিষয়ে অসন্তুষ্ট হওয়ায় ক্ষান্ত হই ও তোমাতে সুখী হতে পারি, কারণ তুমি আত্মায় দীনহীন, কোমলপ্রাণ, অশ্রুপূর্ণ, ন্যায়ের জন্য ক্ষুধিত ও পিপাসিত, দয়াবান, উদারমনা ও শান্তিপ্রিয় হতেই আমাদের আহ্বান করেছ। দেখ, আমি তোমার কাছে অনেক কিছু বর্ণনা করেছি—যেগুলো পেরেছি ও যেগুলো ইচ্ছা করেছি, কেননা তুমিই প্রথম ইচ্ছা করেছ আমি তোমার কথা স্বীকার করে বলব, *প্রভু, আমাদের প্রভু, তুমি কতই না মঙ্গলময়; তোমার দয়া চিরস্থায়ী।*

কবেই বা আমি আমার কলমের ভাষায় তোমার সমস্ত আমন্ত্রণ, তোমার সমস্ত সন্ত্রাস, সান্ত্বনা ও শাসন বর্ণনা করতে পারব, যা দিয়ে তুমি তোমার বাণী প্রচার করতে ও তোমার জনগণের কাছে তোমার পবিত্র সাক্রামেন্ত বিতরণ করতে আমাকে চালিত করেছ? আর যদিও তন্ন তন্ন করে সব কিছু বর্ণনা করতে পারি, তবু সময়ের এক একটা ক্ষণ আমার কাছে অত্যন্ত দামী লাগবে। আমার অনেক দিনের গভীর বাসনা: আমি তোমার বিধান ধ্যান করে থাকব, সেই বিধানে আমার জ্ঞান ও আমার অজ্ঞতা, তোমার আলোকদানের সূত্রপাত ও আমার অন্ধকারের শেষাংশের কথা তোমার কাছে স্বীকার করব—যতক্ষণ না আমার দুর্বলতা তোমার শক্তি দ্বারা কবলিত হয়। তাছাড়া দেহকে উপযুক্ত আরাম ও মনকে পুষ্টি দেওয়ার যে প্রয়োজনীয়তা, এবং মানুষের সেবা—সেই সেবা আবশ্যক হোক কি অনাবশ্যক হোক তবু যে সেবা দান করি—এ সমস্ত কিছুর জন্য ছাড়া যত সময় বাঁচাতে পারি, আমি তত সময় সেই ধ্যানে ব্যতীত অন্য কিছুতেই অতিবাহিত করতে চাই না।

হে প্রভু পরমেশ্বর আমার, *আমার প্রার্থনা কান পেতে শোন;* তোমার দয়া আমার বাসনায় সাড়া দিক, কারণ তেমন বাসনা কেবল আমার জন্যই উদ্দীপ্ত নয়, ভ্রাতৃপ্রেমের কাছেই বরং বাসনাটি উপকারী হতে চায়; আর তুমি আমার হৃদয়ে দৃষ্টিপাত করে জান, আমার একথা সত্য। আহা, আমি যেন আমার চিন্তা ও কথার সেবা তোমার কাছে বলিরূপে উৎসর্গ করতে পারি; তোমার কাছে যা উৎসর্গ করব, তুমিই আমাকে তাই দান কর; কেননা *আমি নিঃস্ব ও দীনহীন; কিন্তু যারা তোমাকে ডাকে তাদের প্রতি তুমি ধনবান*—তুমি যে নিশ্চিন্তেই আমাদের যত্ন করে থাক। আমার বাহ্যিক ও আন্তরিক ওষ্ঠ থেকে যত স্পর্ধা ও যত মিথ্যা উচ্ছেদ কর। তোমার শাস্ত্রবাণীই হোক আমার পুণ্য আনন্দ—সেই বাণীর মধ্যে আমার যেন পতন না হয়, আবার তা দ্বারাও যেন আমার পতন না হয়। প্রভু, ফিরে চাও, দয়া কর; হে প্রভু ঈশ্বর আমার, তুমি যে অন্ধদের আলো ও দুর্বলদের শক্তি ও একই সময়ে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্নদের আলো ও শক্তিশালীদের শক্তি, আমার আত্মার দিকে মুখ ফিরে চাও; গভীর তলদেশ থেকে যে

তোমাকে ডাকছে, শোন গো তার ডাক!

শ্লোক সাম ৬১:২-৩,৬

প্র আমার চিৎকার শোন গো পরমেশ্বর, আমার প্রার্থনায় মনোযোগ দাও।
উ পৃথিবীর প্রান্ত থেকেই তোমায় ডাকছি।
প্র কারণ তুমি, পরমেশ্বর, শুনেছ আমার ব্রতসকল, যারা ভয় করে তোমার নাম, তাদের প্রাপ্য উত্তরাধিকার দিয়েছ আমায়।
উ পৃথিবীর প্রান্ত থেকেই তোমায় ডাকছি।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ সামু ১১:১-১৭,২৬-২৭

দাউদের পাপ

নববর্ষ শুরু হলে রাজারা যখন আবার রণ-অভিযানে বের হন, সেসময়ে দাউদ যোয়াবকে এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর অন্যান্য অধিনায়ককে ও গোটা ইস্রায়েলকে যুদ্ধে পাঠালেন; তারা গিয়ে আম্মোনীয়দের এলাকা ধ্বংস করে রাব্বা অবরোধ করল; কিন্তু দাউদ নিজে যেরুসালেমে রইলেন।

একদিন এমনটি ঘটল যে, বিকালবেলায় দাউদ বিছানা ছেড়ে উঠে প্রাসাদের ছাদে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় ছাদ থেকে দেখতে পান যে, একটি স্ত্রীলোক স্নান করছে; স্ত্রীলোকটি দেখতে খুবই সুন্দরী। দাউদ তার সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে লোক পাঠালেন। একজন বলল, 'এ তো বেথশেবা, এলিয়ামের মেয়ে, হিত্তীয় উরিয়ার স্ত্রী!' তখন দাউদ দূত পাঠিয়ে তাকে আনালেন, আর সে তাঁর কাছে এলে তিনি তার সঙ্গে শুইলেন; অথচ মেয়েটি ঠিক তখনই ঋতুস্নান করে নিজেকে শুচি করেছিল। তারপর সে বাড়ি ফিরে গেল। স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হল; সে লোক পাঠিয়ে দাউদকে জানিয়ে দিল, 'আমি গর্ভবতী।'

তখন দাউদ যোয়াবের কাছে লোক পাঠিয়ে এই হুকুম দিলেন, 'হিত্তীয় উরিয়াকে আমার কাছে পাঠাও।' যোয়াব দাউদের কাছে উরিয়াকে পাঠালেন। উরিয়া তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলে দাউদ তার কাছ থেকে যোয়াব ও লোকদের খবর নিলেন, এবং যুদ্ধ কেমন চলছে তা জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর দাউদ উরিয়াকে বললেন, 'এবার যাও, ঘরে গিয়ে পা ধুয়ে নাও।' উরিয়া প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে গেল, তার পিছু পিছু রাজার খাবারের একটা অংশ পাঠানো হল। কিন্তু উরিয়া তার প্রভুর অনুচারীদের সঙ্গে প্রাসাদের ফটকের কাছে শুয়ে ঘুমাল, বাড়ি গেল না। কথাটা দাউদকে জানানো হল, তাঁকে বলা হল, 'উরিয়া বাড়ি যায়নি।' দাউদ উরিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি এইমাত্র যাত্রাপথ করে আসনি? তবে কেন বাড়ি যাওনি?' উত্তরে উরিয়া দাউদকে বলল, 'মঞ্জুষা, ইস্রায়েল ও যুদা আচ্ছাদনের নিচে বাস করছে, এবং আমার প্রভু যোয়াব ও আমার প্রভুর সৈন্যেরা খোলা মাঠে ছাউনি করে আছেন; তবে আমি কি খাওয়া-দাওয়া করতে ও স্ত্রীর সঙ্গে শুতে নিজের ঘরে যেতে পারি? আপনার জীবনের ও আপনার জীবিত প্রাণের দিব্যি! আমি এমন কিছু করব না।' দাউদ উরিয়াকে বললেন, 'তুমি আজও এখানে থাক, আগামীকাল তোমাকে যেতে দেব।' তাই উরিয়া সেদিন ও পরদিন যেরুসালেমে থাকল। আর দাউদ তাকে নিজের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে নিমন্ত্রণ করে তাকে মাতাল করলেন; সন্ধ্যাবেলায় সে বের হয়ে তাঁর প্রভুর অনুচারীদের সঙ্গে তার বিছানায় শুতে গেল, বাড়ি গেল না। সকালে দাউদ যোয়াবকে একটা পত্র লিখে উরিয়ার হাতে পাঠিয়ে দিলেন। পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'তোমরা উরিয়াকে সৈন্যদলের পুরোভাগেই রাখ, যেখানে তুমুল যুদ্ধ চলছে, সেইখানে! পরে তাকে ছেড়ে পিছিয়ে এসো, যেন সে শত্রুর আঘাতে মারা পড়ে।' তখন যোয়াব, যিনি শহর অবরোধ করছিলেন, উরিয়াকে এমন জায়গায় নিযুক্ত করলেন, যেখানে তিনি জানতেন, সেইখানে শত্রুপক্ষের বীরযোদ্ধারা রয়েছে। শহরের লোকেরা বেরিয়ে পড়ে যোয়াবকে আক্রমণ করল; তখন সৈন্যদলের ও দাউদের রাজরক্ষীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন লোক প্রাণ হারাল; হিত্তীয় উরিয়াও মারা পড়ল।

উরিয়ার স্ত্রী তার স্বামী উরিয়ার মৃত্যুর খবর পেয়ে তার গৃহপতির জন্য শোকপালন করল। শোকপালনের দিনগুলি পার হয়ে যাওয়ার পর দাউদ লোক পাঠিয়ে তাকে নিজের বাড়িতে তুলে আনালেন। সে তাঁর স্ত্রী হল, ও তাঁর ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল। কিন্তু দাউদ যা করেছিলেন, তা প্রভুর দৃষ্টিতে অন্যায় ছিল।

শ্লোক ২ সামু ১২:৯; যাত্রা ২০:২,১৩,১৪ দ্রঃ

প্র তুমি হিত্তীয় উরিয়াকে খড়্গ দ্বারা বধ করেছ, তার স্ত্রীকে নিয়ে নিজেরই স্ত্রী করেছ।

উ তুমি কেন প্রভুর বাণী উপেক্ষা করে তাঁর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করেছ?

প্র আমি তোমার পরমেশ্বর প্রভু, যিনি মিশর দেশ থেকে তোমাকে বের করে এনেছেন: তুমি নরহত্যা করবে না, ব্যভিচার করবে না।

উ তুমি কেন প্রভুর বাণী উপেক্ষা করে তাঁর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করেছ?

দ্বিতীয় পাঠ - যেরুসালেমের বিশপ সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষা **১ম ধর্মশিক্ষা ২-৩,৫-৬**

প্রসন্নতার সময়ে তোমার পাপ স্বীকার কর

পাপের দাস এমন কেউ থাকলে, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে সে দত্তকপুত্রত্বের নবজন্ম লাভে স্বাধীন হতে নিজেকে প্রস্তুত করুক, এবং পাপের অমঙ্গলজনক দাসত্ব ত্যাগ করে ও প্রভুর মঙ্গলজনক দাসত্ব গ্রহণ করে স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকার পাবার যোগ্য বলে গণ্য হোক। যে পুরানো মানুষ ভুলভ্রান্তির কামনা অনুসারে ক্ষয়প্রাপ্ত, স্বীকারোক্তি দ্বারা তোমরা তাকে ত্যাগ কর, যাতে সেই নবীন মানুষকে পরিধান করতে পার, যে মানুষ তাঁরই জ্ঞানলাভে নবীকৃত হয় যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার অগ্রিম দান লাভ কর, তোমরা যেন স্বর্গীয় আবাসে গৃহীত হতে পার। আত্মিক প্রতীক-চিহ্নের কাছে এগিয়ে এসো, যেন সকলের মধ্যে তোমাদের ভাল মত চেনা যেতে পারে। খ্রীষ্টের পুণ্য ও সুবিন্যস্ত পালের কাছে এগিয়ে এসো, যাতে একদিন তাঁর ডান পাশে স্থান পেয়ে উত্তরাধিকারসূত্রে তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা সেই জীবন অর্জন করতে পার।

কেননা যাদের গায়ে পাপের রূঢ়তা একপ্রকার চামড়ার মত এখনও লাগানো রয়েছে, তারা বাঁ পাশেই দাঁড়াবে, কারণ খ্রীষ্টের দ্বারা নবজন্মের প্রক্ষালনে যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়, তারা ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহের ধারে আসেনি। আমি অবশ্য দেহের নবজন্মের কথা নয়, আত্মারই আত্মিক জন্মের কথা বলছি। বস্তুতপক্ষে দেহ দৃশ্যময় পিতামাতা দ্বারাই জন্মলাভ করে, আত্মা কিন্তু বিশ্বাস দ্বারাই নবজন্ম লাভ করে, কেননা *আত্মা তাঁর যেদিকে ইচ্ছা বয়ে যায়।* তবেই তুমি যোগ্য হয়ে উঠলে নিজের উদ্দেশে উচ্চারিত এবাণী শুনতে পাবে, *বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস,*— অবশ্যই, তোমার বিবেকে যদি অশুচিতার লেশমাত্র পাওয়া না যায়।

সুতরাং, উপস্থিতদের মধ্যে এমন কেউ যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহ যাচাই করতে আশা করে, সে নিজেকেই ভোলায় ও এ সমস্ত কিছুর শক্তি জানে না। হে মানুষ, যিনি মন ও অন্তর তলিয়ে দেখেন, তাঁর খাতিরে তোমার আত্মা সরল ও প্রতারণামুক্ত হোক। বর্তমান কাল স্বীকারোক্তির কাল। কথায় কি কাজে, রাতে কি দিনে যা যা করেছ, তা স্বীকার কর। প্রসন্নতার সময়ে এসব স্বীকার কর, ও পরিত্রাণের দিনে স্বর্গীয় ধন গ্রহণ কর। তোমার পাত্র পরিষ্কার কর, যাতে তা অধিক অনুগ্রহ ধারণ করতে পারে; কেননা পাপমোচন সকলকে সমানভাবেই দান করা হয়, কিন্তু পবিত্র আত্মার সহভাগিতা প্রত্যেকজনের বিশ্বাসের মাত্রা অনুসারেই মঞ্জুর করা হয়। তুমি যদি কম পরিশ্রম করে থাক, কম পাবে; কিন্তু যদি বেশি কাজ করে থাক, মজুরি প্রচুরই হবে। তুমি যখন নিজের জন্যই দৌড় দিচ্ছ, তখন তোমার যা উপকার তাই হোক তোমার লক্ষ্য।

যদি কারও বিরুদ্ধে তোমার কিছু থাকে, ক্ষমা কর। পাপক্ষমা লাভের জন্য তুমি নিজে যখন এগিয়ে আসছ, তখন এ প্রয়োজন যে, তোমার প্রতি কেউ পাপ করলে তুমিও তাকে ক্ষমা করবে।

শ্লোক প্রবচন ২৮:১৩; ১ যোহন ১:৯ দ্রঃ

প্র নিজের অপরাধ যে গোপন করে, সে কিছুতেই কৃতকার্য হবে না।

উ নিজেকে যে পাপী বলে স্বীকার করে ও পাপ ত্যাগও করে, সে করুণা পাবে।

প্র আমরা যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি, তাহলে সেই বিশ্বস্ত ও ধর্মময় ঈশ্বর আমাদের পাপমোচন সাধন

করবেন।

☆ নিজেকে যে পাপী বলে স্বীকার করে ও পাপ ত্যাগও করে, সে করুণা পাবে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোব ৬:১-৩০

অবসন্ন ও ঈশ্বর দ্বারা পরিত্যক্ত যোবের উত্তর

যোব উত্তরে এলিফাজকে বললেন:

হায়, যদি মাপা যেতে পারত আমার দুঃখের ভার,
তুলাদণ্ডেই যদি তুলে দেওয়া হত আমার যত ব্যথা,
তবে তা নিশ্চয় সমুদ্রের বালুকার চেয়েও ভারী হত!
এজন্যই আমার কথা এখন অসংলগ্ন,
কারণ সর্বশক্তিমানের তীরগুলো আমাতে বিদ্ধ,
ফলে আমার আত্মা পান করছে সেগুলোর বিষ,
আমার বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিভীষিকা শ্রেণিবদ্ধ।
বন্য গাধা ঘাস পেলে কি কখনও চিৎকার করে?
জাব সামনে থাকলে বলদ কি কখনও ডাকে?
স্বাদ নেই এমন খাদ্য কি কখনও লবণ ছাড়া খাওয়া যায়?
ডিমের শ্বেতাংশের কি কিছু স্বাদ আছে?
আমার মুখ যা স্পর্শ করতে রাজি নয়,
তা-ই এখন আমার বিতৃষ্ণাজনক খাদ্য।
আহা, আমার যাচনায় যদি সাড়া দেওয়া হত!
আমার প্রত্যাশা যদি ঈশ্বর পূরণ করতেন!
আহা, প্রীত হয়ে ঈশ্বর যদি আমায় চূর্ণ করতেন,
হাত বাড়িয়ে যদি আমাকে উচ্ছেদ করতেন!
তবে আমি কিছুটা সান্ত্বনা পেতাম,
নির্মম যন্ত্রণায়ও আমি উল্লাস করতাম,
কারণ সেই পবিত্রজনের কোনও বাণী আমি অস্বীকার করিনি।
কিন্তু আমার বল কী যে, আমি প্রতীক্ষা করে যাব?
আমার পরিণাম কী যে, আমার আয়ু প্রসারিত করব?
আমার বল কি কঠিন পাথরের বল?
আমার দেহমাংস কি ব্রঞ্জের তৈরী?
যা দ্বারা নিজেকে সাহায্য করব, এমন কিছু নেই কি আমার?
সমস্ত সহায়তা থেকে আমি কি বঞ্চিত?
শীর্ণ লোকের প্রতি বন্ধুর সহানুভূতি কর্তব্য,
নইলে সে সর্বশক্তিমানের ভয় প্রত্যাখ্যান করবে।
আমার ভাইয়েরা নিজেদের পরিচয় দিল, তারা জলস্রোতের মত প্রবঞ্চক,
উপত্যকার খাদনদীর মত ভাস্যমান;
হিমের জন্য সেই স্রোত কৃষ্ণবর্ণ হয়,
তুষার গলে গেলে ফুলে ওঠে,
কিন্তু গরমের দিন এলেই তার কোন চিহ্ন আর থাকে না,
রোদের তাপে নিজ নদীগর্ভ থেকেও মিলিয়ে যায়।

তার খোঁজে যাত্রীরা যাত্রার পথ ছাড়ে,
মরুপ্রান্তরের ভিতরে এগিয়ে যায়, আর তখন তাদের বিনাশ হয়।
তেমার যাত্রীরা সেদিকে তাকায়,
শেবার পথচারীরা সেগুলোর উপরে প্রত্যাশা রাখে,
কিন্তু তাদের প্রত্যাশা শুধু নিরাশাই জন্মায়,
সেখানে এসে পৌঁছে তারা হতাশ হয়ে পড়ে।
তবে এ কি তোমাদের অস্তিত্ব? না!
আমায় দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে ভয় পাচ্ছ।
আমি কি বলেছি, আমাকে একটা কিছু দাও?
নিজেদের খরচেই আমাকে কিছু উপহার দাও?
বিরোধীর হাত থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দাও?
হিংসাপন্থীদের হাত থেকে আমাকে মুক্ত কর?
তোমরাই বরং আমাকে উদ্বুদ্ধ কর, তবে আমি নীরব থাকব;
আমাকে বুঝিয়ে দাও, কিসেতে আমার ভুলভ্রান্তি হয়েছে।
ন্যায় কথায় অপমানজনক কিছু নেই,
কিন্তু তর্কের কী লক্ষ্য আছে?
আমার কথার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখানো, এ কি তোমাদের চিন্তা?
নিরাশ মানুষের কথা বাতাসে ওড়ানো কথার মত, এ কি তোমাদের ভাবনা?
এতিমের জন্যও তোমরা গুলিবাঁট করবে!
তোমাদের বন্ধুকেও তোমরা এমনিই বিক্রি করবে!
দোহাই তোমাদের, এখন আমার দিকে তাকাও,
তোমাদের মুখের উপরে আমি মিথ্যা বলব না।
এসো, তোমাদের কথা ফিরিয়ে নাও, এতে অন্যায় কিছু নেই;
তোমাদের কথা ফিরিয়ে নাও, কারণ আমার ধর্মময়তা এখনও অক্ষুণ্ন।
আমার জিহ্বায় কি অন্যায় রয়েছে?
আমি কি দুর্দশার স্বাদ বুঝতে আর সক্ষম নই?

শ্লোক যোব ৬:২,৩,১৩

℣ হায়, যদি মাপা যেতে পারত আমার দুঃখের ভার, তুলাদণ্ডেই যদি তুলে দেওয়া হত আমার যত ব্যথা!
℟ আমার কথা এখন অসংলগ্ন, কারণ সর্বশক্তিমানের তীরগুলো আমাতে বিদ্ধ।
℣ যা দ্বারা নিজেকে সাহায্য করব, এমন কিছু নেই কি আমার? সমস্ত সহায়তা থেকে আমি কি বঞ্চিত?
℟ আমার কথা এখন অসংলগ্ন, কারণ সর্বশক্তিমানের তীরগুলো আমাতে বিদ্ধ।

দ্বিতীয় পাঠ - মথি-রচিত সুসমাচারে অরিজেনের ব্যাখ্যা **১১শ পুস্তক, ৬**

সাহস ধর, আমিই আছি!

আহা, আমরা যখন প্রলোভনজনিত বিপদের সম্মুখীন, তখন যদি স্মরণ করতাম যে, প্রভু নৌকায় উঠতে আমাদের বাধ্য করলেন কারণ তিনি চান আমরা তাঁর আগেই ওপারে যাই! যে কেউ তরঙ্গমালা ও প্রতিকূল বাতাসের পরীক্ষা সহ্য করেনি, তার পক্ষে ওপারে পৌঁছা সম্ভব নয়।

সুতরাং আমরা যখন দেখি, চারদিকে বিপদ অসংখ্য, এবং আমরা শ্রান্ত হয়ে যখন তেমন বিপদে নিমজ্জিত, তখন যেন একথা ভাবি যে, আমাদের নৌকা সমুদ্রের মাঝে এমন তরঙ্গমালায় আঘাতগ্রস্ত, সেই যে তরঙ্গমালা দেখতে চায় আমরা বিশ্বাসে বা অন্য কোন সদ্‌গুণে নৌকাডুবি হব। ফলে যদি দেখি, আমাদের বিরুদ্ধে শয়তানের ফুৎকার উত্তেজিত, তখন যেন একথা চিন্তা করি যে, বাতাস আমাদের প্রতিকূল।

যখন এ সমস্ত কষ্টের মধ্যে আমরা যথাসাধ্য সংগ্রাম করে ও বিশ্বাসের নৌকাডুবি এড়ানোর জন্য পূর্ণজাগ্রত হয়ে অন্ধকারময় রাত্রির সেই তিন প্রহর সজাগ হয়ে থেকে অতিবাহিত করে থাকব যা প্রলোভনের বিশেষ লক্ষণ, তখন আমরা যেন নিশ্চিত থাকি যে, চতুর্থ প্রহরের আগমনে যখন *রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে, দিন কাছে এসে গেছে,* তখন সমুদ্র শান্ত করার জন্য ঈশ্বরের পুত্র তার উপর দিয়ে হেঁটে আমাদের কাছে এগিয়ে আসবেন।

ঐশবাণী আবির্ভূত হলে আমরা ততক্ষণ ভয়ে অভিভূত হব যতক্ষণ না বুঝব যে, তিনি হলেন সেই ত্রাণকর্তা যিনি আমাদের সঙ্গে থাকতেই এলেন; তখন একটা ভূত দেখেছি মনে করে আমরা সন্ত্রাসিত হয়ে চিৎকার করব; তিনি কিন্তু সহসাই আমাদের কাছে কথা বলবেন: *সাহস ধর, আমিই আছি, ভয় করো না।*

তেমন বাণীতে উদ্দীপিত হয়ে হয় তো আমাদের মধ্যে অন্যান্যদের চেয়ে ভক্তিভরা এমন পিতর থাকবে যে পরমসিদ্ধি অভিমুখে যাত্রী হয়েও এখনও সেখানে পৌঁছেনি; সেই পিতর তখন ঠিক যেন সম্মুখীন পরীক্ষা এড়াবার জন্য নৌকা থেকে ঝাঁপ দেবে; কিন্তু তার বিশ্বাস তখনও যথেষ্ট না হওয়ায় ও সে নিজেও নিজেকে তত নিরাপদ মনে না করায় বাতাসের তীব্রতা টের পেয়ে ভয়ে আক্রান্ত হয়ে ডুবে যেতে শুরু করবে। তথাপি সে ডুবে যাবে না, কারণ সে চিৎকার করে যীশুকে ডাকবে, *প্রভু, আমাকে ত্রাণ করুন!* আর সেই পিতরের মত এ পিতরও 'প্রভু, আমাকে ত্রাণ করুন' বলতে না বলতেই ঐশবাণী হাত বাড়াবেন আর এই পিতর ডুবে যাওয়ার উপক্রম হতে হতেই তিনি তাকে বাঁচাবেন ও তার অল্প বিশ্বাস ও সমস্ত সন্দেহের জন্য তাকে ভর্ৎসনা করবেন। তথাপি লক্ষ কর কেমন করে তিনি তাকে বিশ্বাসহীন নয়, কেবল অল্প বিশ্বাসের মানুষ বলেন; এবং তাকে বলেন, *কেন সন্দেহ করলে?* অর্থাৎ কিনা, সে কেমন যেন একটা লোক, যার কিছু বিশ্বাস থাকলেও মন স্থির করতে পারে না ও ঠিক মত কাজ করে না। তারপর যীশু ও এই পিতর নৌকায় উঠবেন, বাতাস প্রশমিত হবে, ও যাত্রীরা কতই না বড় বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছে বলে সচেতন হয়ে তাঁকে আরাধনা করে বলবে, *সত্যি, আপনি ঈশ্বরের পুত্র।*

শ্লোক সাম ৬৯:২,১৮-১৯

প্র আমাকে ত্রাণ কর গো পরমেশ্বর, আমার গলা যে ছাপিয়ে উঠছে জল।
উ তোমার দাস থেকে লুকিয়ে রেখো না গো শ্রীমুখ, সঙ্কটে আছি, শীঘ্রই আমাকে সাড়া দাও।
প্র কাছে এসো, আমার প্রাণমুক্তির মূল্য দাও; আমার শত্রুদের কারণে আমাকে মুক্ত কর।
উ তোমার দাস থেকে লুকিয়ে রেখো না গো শ্রীমুখ, সঙ্কটে আছি, শীঘ্রই আমাকে সাড়া দাও।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ সামু ১২:১-২৫

দাউদের প্রায়শ্চিত্ত

সেসময়, প্রভু দাউদের কাছে নাথানকে প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁর কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'এক শহরে দু'জন লোক ছিল: একজন ধনী, আর একজন গরিব। ধনী লোকের ছিল মেষ ও গবাদি পশুর বিরাট বিরাট পাল, কিন্তু গরিব লোকের কিছুই ছিল না, কেবল ছোট্ট একটি বাচ্চা মেষ ছিল, সে তা কিনে পুষছিল; সেটি তার ঘরে তার ছেলেদের সঙ্গে থেকে বড় হয়েছিল, তারই খাবার খেত, তারই পাত্রে পান করত, তারই কোলে শুয়ে ঘুমাত; এক কথায়, তার জন্য সেই মেষ ছিল একটি মেয়ের মত। একদিন ওই ধনী লোকের বাড়িতে একজন পথিক এসে পড়ল; সেই অতিথি যাত্রীর জন্য খাবার যোগাবার জন্য ধনী লোকটা নিজের পালের মধ্য থেকে কোন মেষ বা গবাদি পশু নিতে চাইল না, কিন্তু সেই গরিব লোকের মেষটিকেই কেড়ে নিয়ে অতিথির জন্য খাবার প্রস্তুত করল।'

সেই লোকের উপরে দাউদের প্রচণ্ড ক্রোধ জ্বলে উঠল; তিনি নাথানকে বললেন, 'জীবনময় প্রভুর দিব্যি! যে লোকটা তেমন কাজ করেছে, সে মৃত্যুর যোগ্য। সে যখন মমতা না দেখিয়ে তেমন কাজ করেছে, তখন ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাকে সেই মেষের চারগুণ দাম দিতে হবে।' তখন নাথান দাউদকে বললেন, 'আপনিই সেই লোক! ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু নিজে একথা বলছেন: আমিই তোমাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে তৈলাভিষিক্ত

করেছি, আমিই সৌলের হাত থেকে তোমাকে উদ্ধার করেছি, এবং তোমার প্রভুর বাড়ি তোমাকে দিয়েছি, তোমার প্রভুর পত্নীদের তোমার বাহুতলে তুলে দিয়েছি, ইস্রায়েলের ও যুদার কুল তোমাকে দিয়েছি, আর এও যদি যথেষ্ট না হত, আর কত কিছুই না তোমাকে দিতাম। তুমি কেন প্রভুর বাণী উপেক্ষা করে তাঁর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করেছ? তুমি হিত্তীয় উরিয়াকে খড়্গ দ্বারা বধ করেছ, তার স্ত্রীকে নিয়ে নিজেরই স্ত্রী করেছ, আম্মোনীয়দের খড়্গের আঘাতে উরিয়ার মৃত্যু ঘটিয়েছ। তাই খড়্গ কখনও তোমার কুলকে ছেড়ে যাবে না, কারণ তুমি আমাকে উপেক্ষা করেছ ও হিত্তীয় উরিয়ার স্ত্রীকে নিয়ে নিজেরই স্ত্রী করেছ। প্রভু একথা বলছেন: আমি তোমার নিজের কুল থেকেই তোমার বিরুদ্ধে অমঙ্গলের উদ্ভব ঘটাতে যাচ্ছি: তোমার চোখের সামনেই তোমার পত্নীদের নিয়ে তোমার ঘনিষ্ঠ একজন আত্মীয়ের হাতে তুলে দেব, আর সে সূর্যের আলোতে, প্রকাশ্যেই, তাদের সঙ্গে শোবে। তুমি গোপনেই ব্যবহার করেছ, কিন্তু আমি গোটা ইস্রায়েলের সামনে ও সূর্যের আলোতে, প্রকাশ্যেই, এইসব কিছু ঘটাব।'

দাউদ নাথানকে বললেন, 'আমি প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি!' নাথান দাউদকে বললেন, 'আচ্ছা, প্রভু আপনার পাপ ক্ষমা করেছেন, আপনাকে আর মরতে হবে না। কিন্তু এই বিষয়ে আপনি প্রভুকে বড়ই অপমান করেছেন বিধায় আপনার নবজাত শিশুকে মরতে হবে।' আর নাথান বাড়ি ফিরে গেলেন।

উরিয়ার স্ত্রী দাউদের ঘরে যে শিশু প্রসব করল, প্রভু তাকে আঘাত করলেন: শিশুটি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ল। দাউদ শিশুটির জন্য পরমেশ্বরের কাছে মিনতি নিবেদন করলেন, দাউদ কঠোরভাবে উপবাস করলেন, ফিরে এসে মাটিতেই শুয়ে রাত কাটালেন। তখন তাঁর বাড়ির প্রবীণেরা তাঁকে সাধাসাধি করলেন যেন তিনি মাটি থেকে ওঠেন, কিন্তু তিনি কিছুই শুনলেন না, তাঁদের সঙ্গে কিছুটা খেতেও চাইলেন না। সপ্তম দিনে শিশুটি মরল; শিশুটি যে মারা গেছে, তাঁর অনুচারীরা তাঁকে এই কথা বলতে ভয় করছিল, কারণ তারা ভাবছিল, 'দেখ, শিশুটি জীবিত থাকতে আমরা তাঁর সঙ্গে কথা বললেও তিনি আমাদের কথায় কান দিতেন না; এখন কেমন করে তাঁকে বলব যে, শিশুটি মারা গেছে? বললে তিনি অমঙ্গলকর কিছু করতেও পারেন!' কিন্তু তাঁর অনুচারীরা নিজেদের মধ্যে কানাকানি করছে দেখে দাউদ বুঝলেন, শিশুটি মারা গেছে; দাউদ নিজে অনুচারীদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'শিশুটি কি মারা গেছে?' তারা উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, মারা গেছে।' তখন দাউদ মাটি থেকে উঠে স্নান করলেন, গায়ে তেল মাখলেন ও পোশাক পাল্টিয়ে নিলেন; এবং প্রভুর গৃহে প্রবেশ করে প্রণিপাত করলেন। তারপর নিজের ঘরে ফিরে এসে খাবার মত কিছু চাইলেন, এবং বসে খেতে লাগলেন। তাঁর অনুচারীরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'এ আপনার কেমন ব্যবহার? শিশুটি জীবিত থাকতে আপনি তার জন্য উপবাস করছিলেন ও চোখের জল ফেলছিলেন, এখন যে সে মারা গেছে আর আপনি উঠে খাওয়া-দাওয়া করছেন।' তিনি উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, শিশুটি জীবিত থাকতে আমি উপবাস করছিলাম ও চোখের জল ফেলছিলাম, কেননা ভাবছিলাম, হয় তো প্রভু আমার প্রতি সদয় হবেন আর শিশুটি বাঁচবে। এখন কিন্তু যে সে মারা গেছে, উপবাস করব কেন? আমি কি তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারি? আমিই তার কাছে যাব, কিন্তু সে আমার কাছে ফিরে আসবে না।'

দাউদ তাঁর স্ত্রী বেথশেবার কাছে গিয়ে ও তাঁর সঙ্গে শুয়ে তাকে সান্ত্বনা দিলেন; সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল, আর দাউদ তার নাম সলোমন রাখলেন। প্রভু তাকে ভালবাসলেন, ও নবী নাথানকে প্রেরণ করলেন, আর তিনি প্রভুর আদেশমত তার নাম যেদিদিয়া রাখলেন।

শ্লোক মানাসের প্রার্থনা ৯,১০,১২; সাম ৫১:৫,৬

প্র আমার পাপ সমুদ্রের বালুকাকণার চেয়েও বেশি; আমার অপরাধ এতই বড় যে আমি স্বর্গের দিকে তাকাতে যোগ্য নই;

উ তোমার চোখে যা করেছি, সেই পাপের জন্য আমি তোমার ক্রোধের যোগ্য।

প্র আমার অপরাধ আমি তো জানি; আমার সামনেই অনুক্ষণ আমার পাপ; কেবল তোমারই বিরুদ্ধে করেছি পাপ।

উ তোমার চোখে যা করেছি, সেই পাপের জন্য আমি তোমার ক্রোধের যোগ্য।

ভগ্ন প্রাণ, এই তো ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি

দাউদ স্বীকার করে বললেন, *আমার অপরাধ আমি তো জানি।* তবে আমি যখন স্বীকার করি, তখন তুমি, ওগো, ক্ষমা কর। এসো, আমরা যেন দুঃসাহসের সঙ্গে কোন মতেই নিজেদের সিদ্ধপুরুষ মনে না করি, এও যেন মনে না করি যে, আমাদের জীবন নিষ্পাপ। আচরণের এমনই প্রশংসা করা হোক, যা ক্ষমার প্রয়োজনীয়তা ভুলে না যায়।

নিরাশ মানুষ নিজের পাপ সম্বন্ধে যতই কম চিন্তা করে, তত বেশি পরের পাপ নিয়ে ব্যস্ত থাকে; কেননা যা সংস্কার করতে পারে তা নয়, কিন্তু তারা যা নিন্দা করতে পারে তা-ই খোঁজ করে। আর যেহেতু নিজেদের ক্ষমা করতে পারে না, সেহেতু পরকে অভিযোগ করতে সর্বদাই প্রস্তুত। সামসঙ্গীত-রচয়িতা তো আমাদের এভাবেই প্রার্থনা করতে বা এভাবেই ঈশ্বরের কাছে পাপের ক্ষমা চাইতে শেখাননি; তিনি বরং বললেন, *আমার অপরাধ আমি তো জানি; আমার সামনেই অনুক্ষণ আমার পাপ।* তিনি তো পরের পাপ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন না। তিনি নিজেরই পাপের কথা উল্লেখ করছিলেন, নিজের প্রতি তত কোমল ভাবও দেখাচ্ছিলেন না, বরং অধিক গভীরতর ভাবে নিজের অন্তর খুঁড়ছিলেন। তিনি নিজেকে তত ক্ষমার পাত্রও দেখছিলেন না; তাই ক্ষমা লাভের জন্য প্রার্থনা করছিলেন বটে, কিন্তু দুঃসাহসের সঙ্গে নয়।

তুমি কি ঈশ্বরকে প্রশমিত করতে ইচ্ছা কর? জেনে নিও তোমার কী করা উচিত যাতে ঈশ্বর তোমার প্রতি প্রশমিত হন। লক্ষ কর সামসঙ্গীতে আমরা কী পাঠ করি: *বলিদানে তুমি প্রীত হলে আমি বলি উৎসর্গ করতাম; তুমি কিন্তু আহুতিতে প্রসন্ন নও।* তাহলে তুমি কি বিনা বলিতেই থাকবে? তুমি কি কিছুই নিবেদন করবে না? কোন উৎসর্গেই কি তুমি ঈশ্বরকে প্রশমিত করবে না? তুমি কী বলেছ? *বলিদানে তুমি প্রীত হলে আমি বলি উৎসর্গ করতাম; তুমি কিন্তু আহুতিতে প্রসন্ন নও।* একটু এগিয়ে যাও, শোন, এবার বল: *ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি, ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় ঈশ্বর অবজ্ঞা করেন না।* তুমি যা যা উৎসর্গ করতে তা ফেলে দিয়ে তাই পেয়েছ যা উৎসর্গ করবে। আসলে তুমি পিতৃপুরুষদের সময়ে সেই মেষ-বলি উৎসর্গ করতে যাকে বলিদান বলা হত: *বলিদানে তুমি প্রীত হলে আমি বলি উৎসর্গ করতাম।* তাই তুমি তেমন বলি প্রত্যাশা করছ না, অথচ বলি চাচ্ছ।

সামসঙ্গীত-রচয়িতা বলেন, *তুমি আহুতিতে প্রসন্ন নও;* যখন তুমি আহুতিতে প্রসন্ন নও, তখন কি তুমি বলিদান ছাড়াই থাকবে? কখনও না! *ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি, ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় ঈশ্বর অবজ্ঞা করেন না।* উৎসর্গের জন্য যা দরকার, তা তোমার আছে। একটা মেষপালের সন্ধানে যেয়ো না, কোন জাহাজও প্রস্তুত করো না সাগর পেরিয়ে দূর দেশ থেকে সুগন্ধি দ্রব্য বহন করে আনবার জন্য। তোমার নিজের হৃদয়েই তাই খোঁজ কর যা ঈশ্বরের গ্রহণীয় হতে পারে। হৃদয়কেই বলিদান করা দরকার। তোমার কি ভয় হয় যে ভগ্ন হয়ে হৃদয় বিনষ্ট হবে? দেখ এখানেই তুমি কী বাণী পাচ্ছ: *আমার মধ্যে শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর গো পরমেশ্বর।* অতএব, যাতে শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি হয়, অশুদ্ধটা ভগ্ন করা হোক।

যখন পাপ করি, তখন নিজেদের বিষয়ে আমাদের দুঃখ করা উচিত, কারণ পাপ ঈশ্বরকে দুঃখ দেয়। আর যেহেতু প্রমাণ পাই, আমরা নিষ্পাপ নই, সেজন্য আমরা যেন এতেই কমপক্ষে ঈশ্বরের সদৃশ হতে চেষ্টা করি যে, ঈশ্বরকে যা কিছু দুঃখ দেয়, নিজেদের বিষয়ে যেন তাতে আমাদেরও দুঃখ হয়। এভাবে তুমি একপ্রকারে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত, কারণ স্রষ্টা যা ঘৃণা করেন, তুমি তাতে দুঃখ পাও।

শ্লোক সাম ৩৮:৩; ৫১:১২ দ্রঃ

প্র প্রভু, আমার পাপ তীরের মত আমার মাংসে প্রবেশ করেছে; ঘা হবার আগে
উ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আমাকে নিরাময় কর।
প্র আমার মধ্যে শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর গো পরমেশ্বর, আমার মধ্যে সুস্থির আত্মা নবীন করে তোল।
উ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আমাকে নিরাময় কর।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোব ৭:১-২১

ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দুঃখে জর্জরিত যোবের চিৎকার

যোব বলে উঠলেন:

পৃথিবীতে কি মানুষ কঠোর পরিশ্রমের অধীন নয়?
তার দিনগুলি কি দিনমজুরের দিনগুলির মত নয়?
দাস যেমন ছায়ার আকাঙ্ক্ষা করে,
দিনমজুর যেমন তার মজুরির অপেক্ষায় থাকে,
মাসের পর মাসের শূন্যতাই তেমনি হল আমার প্রাপ্য,
দুর্দশাপূর্ণ রাত্রিই হল আমার ভাগ্য।
শুয়ে পড়ে আমি ভাবি, আবার কখন উঠব?
কিন্তু রাত আর শেষ হয় না, আর আমি ভোর পর্যন্ত শুধু ছট্‌ফট্‌ করতে থাকি।
কীট ও মাটির ঢেলা আমার মাংসের আচ্ছাদন,
আমার চামড়া ফেটে ক্ষয় হয়েছে।
আমার আয়ু তাঁতীর মাকুর চেয়েও দ্রুত চলে গেল,
আশাবিহীন হয়ে ফুরিয়ে গেল।
স্মরণে রেখ, আমার জীবন শ্বাসমাত্র,
আমার চোখ আর মঙ্গল দেখতে পাবে না।
একদিন আমাকে যে দেখতে পেল, তার চোখ আমাকে আর দেখতে পাবে না,
তোমার দৃষ্টি আমার দিকে ফিরবে, কিন্তু আমি তখন আর থাকব না।
মেঘ উবে গেলে সেই মেঘ আর দেখা দেয় না;
তেমনি পাতালে যে নেমে যায়, সেও আর কখনও উঠে আসে না।
সে নিজের ঘরে আর কখনও ফিরবে না,
তার স্থান তাকে আর চিনতে পারবে না।
এজন্যই আমি মুখ বুজে থাকব না,
আত্মার এই সঙ্কটে আমি কথা বলব,
প্রাণের এই তিক্ততায় বিলাপ করব।
আমি কি সাগর বা কোন সমুদ্র-দানব যে
তুমি আমাকে প্রহরীর অধীনে রাখবে?
আমি যখন বলি, আমার বিছানাই আমাকে স্বস্তি দেবে,
আমার যন্ত্রণায় আমার শয্যাই আমাকে আরাম দেবে,
তখন তুমি নানা স্বপ্নে আমাকে আতঙ্কিত কর,
বিভীষিকার নানা দৃশ্যে আমাকে সন্ত্রাসিত কর।
এর চেয়ে আমার প্রাণ শ্বাসরোধেই প্রীত,
আমার এই সমস্ত ব্যথার চেয়ে বরং মরণেই প্রীত!
আমি এসব কিছু নিয়ে শুধু হাসি! আমি তো আর বেশি দিন বাঁচব না;
তবে আমাকে ছাড়, আমার আয়ু যে শ্বাসমাত্র!
মানুষ কী যে তুমি তাকে তত মূল্য দেবে,
ও তার উপর তত মনোযোগ রাখবে?
তুমি তো প্রতি সকালেই তাকে তলিয়ে দেখ,

পলে পলে তাকে যাচাই কর।
আর কতকাল? কখন তুমি আমা থেকে দৃষ্টি ফেরাবে?
আমাকে কি ঢোঁক গিলবার সুযোগও দেবে না?
হে মানবদ্রষ্টা, আমি যদিও পাপ করে থাকি,
তাতে তোমার বিরুদ্ধে কীবা করেছি?
কেন আমাকে তোমার তীরের লক্ষ্যবস্তু করেছ?
তোমার পক্ষে আমি কি বোঝাই হয়েছি?
আমার অধর্ম মুছে দাও না কেন?
আমার শঠতা ভুলে যাও না কেন?
আমি তো কিছুক্ষণের মধ্যেই ধুলায় শায়িত হব;
তুমি আমার সন্ধান করবে, কিন্তু আমি তখন আর থাকব না।

শ্লোক যোব ৭:৫,৭,৬ দ্রঃ

প্র কীট ও মাটির ঢেলা আমার মাংসের আচ্ছাদন, আমার চামড়া ফেটে ক্ষয় হয়েছে।
উ স্মরণে রেখ, প্রভু, আমার জীবন শ্বাসমাত্র।
প্র আমার আয়ু তাঁতীর মাকুর চেয়েও দ্রুত চলে গেল, আশাবিহীন হয়ে ফুরিয়ে গেল।
উ স্মরণে রেখ, প্রভু, আমার জীবন শ্বাসমাত্র।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'স্বীকারোক্তি' **১০শ পুস্তক ২৬:৩৭–২৯:৪০**

আমার সমস্ত প্রত্যাশা তোমার মহাদয়ার উপর নির্ভর করে

আমি তোমাকে কোথায়ই বা খুঁজে পেয়েছি যে তোমাকে জানলাম? আমি তোমাকে জানবার আগে তুমি অবশ্যই আমার স্মৃতিতে উপস্থিত ছিলে না। তাহলে আমার ঊর্ধ্বে তোমার মধ্যেই ছাড়া আমি তোমাকে কোথায়ই বা খুঁজে পেয়েছি যে তোমাকে জানলাম? স্মৃতি কিন্তু স্থান নয়; স্মৃতির কাছে আসি, স্মৃতি থেকে দূরে যাই-ও বটে, কিন্তু তবু স্মৃতি স্থান নয়। হে সত্য, যেইখানে থাক না কেন তুমি তোমার সকল জিজ্ঞাসুদের ঊর্ধ্বেই রয়েছ ও একই সময়ে সকল জিজ্ঞাসুদের কাছে নানা প্রসঙ্গে উত্তর দাও।

তুমি তো সুস্পষ্টভাবেই উত্তর দাও, অথচ সকলে তত স্পষ্টভাবে শোনে না। সকলে তাদের যা উচিত তাই তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু তাদের যা উচিত তারা তা সবসময় শোনে না। নিজেই যা চায় তাই তোমার কাছে শুনতে যে দাবি করে, সে নয়; কিন্তু তোমার কাছে যা শুনেছে তাই যে চায়, সেই তো তোমার উত্তম সেবক।

হে সৌন্দর্য, এত প্রাচীন ও এত নবীন, তোমাকে আমি বিলম্বে ভালবেসেছি! হায় হায়, তোমাকে বিলম্বেই ভালবেসেছি! আর দেখ, তুমি ছিলে আমার অভ্যন্তরে আর আমি ছিলাম বাইরে, আর বাইরেই তোমাকে খুঁজছিলাম; আর তুমি যা গড়েছিলে, কুশ্রী যে আমি সুশ্রী সেই বস্তুর উপরে ঝাঁপ দিচ্ছিলাম। তুমি আমার সঙ্গে ছিলে আর আমি তোমার সঙ্গে ছিলাম না। তোমা থেকে আমাকে সেই সমস্ত বিষয়ই দূরে রাখছিল, যা তোমার মধ্যে না থাকলে তাদের অস্তিত্বও হত না। তুমি ডাকলে, চিৎকার করেই ডাকলে—আমার বধিরতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করলে। তুমি উদ্ভাসিত হলে, দীপ্তিময় হলে—আমার অন্ধতা দূর করে দিলে। তুমি নিজ সুবাস ছড়িয়ে দিলে, আর শ্বাসের সঙ্গে তা গ্রহণ করে আমি এখন তোমার জন্য আকাঙ্ক্ষিত। তোমার স্বাদ গ্রহণ করলাম, আর এখন আমি ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত। তুমি আমাকে স্পর্শ করলে, আর এখন আমি তোমার শান্তির বাসনায় জ্বলে পুড়ে মরছি।

আমি যখন আমার সমস্ত সত্তা নিয়ে তোমার প্রতি আসক্ত থাকব, তখন আমার আর থাকবে না দুঃখ, থাকবে না শ্রম; তখন জীবন্তই হবে আমার জীবন—তোমাতেই পরিপূর্ণ জীবন! যাকে তুমি পরিপূর্ণ কর, তাকে উন্নীত কর; এখনও তোমাতে পরিপূর্ণ না হওয়ায় আমি নিজের কাছে বোঝাই যেন। আমার শোচনীয় আনন্দগুলি আনন্দদায়ী শোকগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বী: বিজয় যে কোন্ দিকে, আমি তা জানি না।

হায় হায়! প্রভু, আমাকে দয়া কর। আমার অমঙ্গলজনক শোক মঙ্গলজনক আনন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী: বিজয় যে

কোন্ দিকে, আমি তা জানি না। হায় হায়! প্রভু, আমাকে দয়া কর। হায় হায়! দেখ, আমার ক্ষত লুকিয়ে রাখছি না: তুমি চিকিৎসক, আমি রোগপীড়িত; তুমি দয়াবান, আমি দুর্দশাগ্রস্ত।

পৃথিবীতে মানবজীবন কী পরীক্ষা নয়? কেইবা চায় বিরক্তি, কেইবা চায় বিপদ? তুমি তো সেগুলোকে ভালবাসতে নয়, সহ্য করতেই আদেশ কর। এমন কেউ নেই যে তাই ভালবাসে যা সহ্য করে—যদিও সহ্য করতে ভালবাসে। কেননা যদিও সহ্য করতে কেউ খুশি, কিন্তু তবুও সে যা সহ্য করে তা যদি না থাকত, তাতে সে আরও খুশি হত। প্রতিকূল সময়ে অনুকূল সমস্ত কিছু বাসনা করি, অনুকূল সময়ে প্রতিকূল সমস্ত কিছু ভয় করি। এগুলোর মধ্যে মধ্যস্থান কোথায়, যেখানে মানবজীবনের পরীক্ষা না হয়? সংসারের অনুকূলতাকে ধিক্! একবার ধিক্, দু'বার ধিক্! সেই অনুকূলতায়ই যে রয়েছে প্রতিকূলতার ভয়, রয়েছে আনন্দের ক্ষয়প্রাপ্তি! সংসারের প্রতিকূলতাকে ধিক্! একবার ধিক্, দু'বার ধিক্, তিনবার ধিক্! সেই প্রতিকূলতায়ই যে রয়েছে অনুকূলতার কামনা, সেই প্রতিকূলতা যে নিজে থেকেই দুর্বহ, সেই প্রতিকূলতায় যে সহিষ্ণুতা ডুবে যায়! পৃথিবীতে মানবজীবন কী বিরতিবিহীন পরীক্ষা নয়?

তাই আমার সমস্ত প্রত্যাশা কেবল তোমার মহাদয়ায় অধিষ্ঠিত।

শ্লোক সাধু আগস্তিনের স্বীকারোক্তি; লুক ১৯:১০

প্র হে সৌন্দর্য, এত প্রাচীন ও এত নবীন, তোমাকে আমি বিলম্বে ভালবেসেছি, হায় হায়, তোমাকে বিলম্বেই ভালবেসেছি!

উ তুমি ডাকলে, চিৎকার করেই ডাকলে—আমার বধিরতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করলে।

প্র যা হারানো ছিল, তা খুঁজতে ও পরিত্রাণ করতেই মানবপুত্র এসেছেন।

উ তুমি ডাকলে, চিৎকার করেই ডাকলে—আমার বধিরতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করলে।

১৬শ সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ সামু ১৫:৭-১৪,২৪-৩০; ১৬:৫-১৩

আব্শালোমের বিপ্লব ও দাউদের পলায়ন

একদিন আব্শালোম রাজাকে বলল, 'আমার অনুরোধ, আমি প্রভুর উদ্দেশে যে মানত করেছি, তা পূরণ করতে আমাকে হেব্রোনে যেতে দিন; কেননা আপনার দাস আমি আরাম দেশে গেশুর শহরে থাকাকালে এই বলে মানত করেছিলাম, যদি প্রভু আমাকে যেরুসালেমে ফিরিয়ে আনেন, আমি প্রভুর সেবা করব।' রাজা বললেন, 'শান্তিতে যাও!' সে উঠে হেব্রোনে চলে গেল।

কিন্তু আব্শালোম ইস্রায়েলের সমস্ত জায়গায় দূত পাঠিয়ে বলল, 'তুরিধ্বনি শোনামাত্র তোমরা বলবে, আব্শালোম হেব্রোনে রাজা হলেন!' যেরুসালেম থেকে আব্শালোমের সঙ্গে দু'শো লোক গিয়েছিল; তারা তো আহূত হয়েছিল, সরল মনেই গিয়েছিল, এবিষয়ে কিছুই জানত না।

আব্শালোম দাউদের মন্ত্রী গিলোনীয় আহিথোফেলকে তাঁর শহর গিলো থেকে ডেকে পাঠাল, যেন যজ্ঞানুষ্ঠানের সময়ে তার সঙ্গে থাকে। চক্রান্ত বড় হতে চলল, আর আব্শালোম-পক্ষের লোকদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল।

একসময় একজন লোক দাউদকে গিয়ে এই খবর জানাল, 'ইস্রায়েলীয়দের মন আব্শালোমের দিকে ফিরেছে।' তখন দাউদের যে সকল পরিষদ যেরুসালেমে ছিল, তাদের তিনি বললেন, 'এসো, আমরা পালিয়ে যাই, নইলে আব্শালোমের হাত থেকে আমরা কেউই রক্ষা পাব না। যত শীঘ্রই চলে যাও, পাছে সে হঠাৎ আক্রমণ করে আমাদের নাগাল পায় এবং আমাদের উপরে জয়ী হয়ে খড়্গের আঘাতে নগরীতে হত্যাকাণ্ড শুরু করে।' আর

দেখ, সাদোকও আসছিলেন, এবং তাঁর সঙ্গে লেবীয়েরাও ছিল। তারা পরমেশ্বরের সন্ধি-মঞ্জুষা বহন করছিল। নগরী থেকে সমস্ত লোক বের না হওয়া পর্যন্ত তারা আবিয়াথারের কাছে পরমেশ্বরের মঞ্জুষা নামিয়ে রাখল। রাজা সাদোককে বললেন, 'পরমেশ্বরের মঞ্জুষা আবার নগরীতে নিয়ে যাও! যদি পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে আমি অনুগ্রহ পাই, তিনি আমাকে আবার ফিরিয়ে আনবেন ও তাঁর তাঁবুটাকে আমাকে আবার দেখতে দেবেন। কিন্তু যদি তিনি বলেন: আমি তোমাতে প্রীত নই, তবে এই যে আমি, তিনি যা ভাল মনে করেন, আমার প্রতি সেইমত করুন!' রাজা সাদোক যাজককে আরও বললেন, 'দেখছ? তুমি শান্তিতে নগরীতে ফিরে যাও, তোমার ছেলে আহিমায়াজ ও আবিয়াথারের ছেলে যোনাথানও তোমার সঙ্গে যাক। দেখ, তোমাদের কাছ থেকে কোন একটা খবর আমার কাছে না দেওয়া পর্যন্ত আমি মরুপ্রান্তরের পারঘাটায় থেকে অপেক্ষা করব।' তাই সাদোক ও আবিয়াথার পরমেশ্বরের মঞ্জুষা আবার যেরুসালেমে নিয়ে গিয়ে সেখানে রইলেন।

দাউদ জৈতুন পর্বতের আরোহণ-পথ বেয়ে যাচ্ছিলেন; চোখের জল ফেলতে ফেলতেই যাচ্ছিলেন; তাঁর মাথা কাপড় দিয়ে ঢাকা, পা ছিল নগ্ন; তাঁর সঙ্গে যত লোক ছিল, তাদের প্রত্যেকের মাথা কাপড় দিয়ে ঢাকা, তারাও চোখের জল ফেলতে ফেলতে উপরের দিকে উঠে চলছিল।

দাউদ রাজা বাহুরিমের কাছে এসে পৌঁছবেন এমন সময় সৌলকুলের একই গোত্রের একজন লোক সেখান থেকে বাইরে আসছে; তার নাম শিমেই, সে গেরার সন্তান। অভিশাপ দিতে দিতেই সে বাইরে আসছিল, এবং দাউদকে ও দাউদ রাজার সমস্ত অনুচারীকে লক্ষ করে পাথর ছুড়ে মারছিল, যদিও সমস্ত লোক ও তাঁর সমস্ত বীরযোদ্ধা তাঁর দুই পাশে ঘিরে ছিল। অভিশাপ দিতে দিতে এই শিমেই বলছিল: 'দূর হও, দূর হও, রক্তলোভী, পাষণ্ড! যাঁর পদে তুমি রাজত্ব করছ, সেই সৌলের কুলের সমস্ত রক্তপাতের প্রতিফল প্রভু তোমার মাথায় নামিয়ে দিয়েছেন, প্রভু তোমার ছেলে আবশালোমের হাতেই রাজ্য হস্তান্তর করেছেন। এই যে, তোমার পাওনা অমঙ্গলেই পড়ে রয়েছ, কারণ তুমি রক্তলোভী মানুষ!' সেরুইয়ার সন্তান আবিশাই রাজাকে বললেন, 'এই মরা কুকুর কেন আমার প্রভু মহারাজকে অভিশাপ দেবে? অনুমতি দিন, আমি গিয়ে তার মাথা কেটে ফেলব!' কিন্তু রাজা বললেন, 'হে সেরুইয়ার ছেলেরা, আমার ব্যাপারে তোমরা মাথা ঘামাচ্ছ কেন? ও যখন অভিশাপ দিচ্ছে, যখন প্রভুই ওকে বলেছেন: দাউদকে অভিশাপ দাও! তখন আর কেইবা বলতে পারে, এমন কাজ করছ কেন?' দাউদ আবিশাইকে ও তাঁর সমস্ত অনুচারীকে বললেন, 'দেখ, আমার নিজের ঔরসজাত পুত্রই যখন আমার প্রাণনাশে সচেষ্ট আছে, তখন ওই বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর লোককে আর কীই না করতে হবে! ও অভিশাপ দিক, কেননা প্রভুই ওকে অনুমতি দিয়েছেন। হয় তো প্রভু আমার দুর্দশার দিকে চেয়ে দেখবেন, এবং আজকের অভিশাপের বিনিময়ে প্রভু আমার মঙ্গল করবেন।' তাই দাউদ ও তাঁর লোকেরা তাঁদের পথে এগিয়ে চললেন, আর শিমেইও তাঁর আড়পারে পর্বতের পাশ দিয়ে চলতে থাকল, আর চলতে চলতে অভিশাপ দিচ্ছিল, তাঁকে লক্ষ করে পাথর ছুড়ে মারছিল, তাঁর দিকে ধুলা ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

শ্লোক সাম ৪১:১০; মার্ক ১৪:১৮

প্র যার উপর আমার ভরসা ছিল,
উ আমার অন্ন যে ভাগ করে খেত, আমার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধুও আমার বিরুদ্ধে বাড়াচ্ছে পা।
প্র তোমাদের এমন একজন আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছে, যে আমার সঙ্গে খাচ্ছে;
উ আমার অন্ন যে ভাগ করে খেত, আমার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধুও আমার বিরুদ্ধে বাড়াচ্ছে পা।

দ্বিতীয় পাঠ - বৃন্দিসির সাধু লরেন্সের উপদেশাবলি **উপদেশ ২**

খ্রীষ্ট সমাজগৃহের জন্য চোখের জল ফেলেন

সর্বোত্তম কুলপতি আব্রাহাম নিজ স্ত্রী সারার মৃত্যুর জন্য চোখের জল ফেললেন, ইসায়াকও নিজ মাতার মৃত্যুর জন্য চোখের জল ফেললেন। ইস্রায়েল জাতি মহাযাজক আরোন ও মহানবী মোশীর মৃত্যুর জন্য চোখের জল ফেলল। দাউদ সৌল ও নিজ সন্তান আবশালোমের মৃত্যুর জন্য চোখের জল ফেললেন; তেমনি খ্রীষ্ট যেরুসালেমের জন্য চোখের জল ফেললেন। সমাজগৃহকে যে পবিত্র শাস্ত্রে ঈশ্বরের কনে বলা হয়, ও যেরুসালেমই

যে সমাজগৃহ, একথা প্রসঙ্গে কেই না অবগত?

খ্রীষ্টের দৃষ্টিতে নিজ কনের মৃত্যু প্রায় সন্নিকট, তাই তিনি *নগরী দেখে তার জন্য কাঁদলেন।* দাউদ এভাবেই আবশালোমের জন্য কাঁদলেন, *হায়! সন্তান আমার আবশালোম! সন্তান আমার, সন্তান আমার আবশালোম! তোমার বদলে কেন আমারই মৃত্যু হয়নি? হায় আবশালোম! সন্তান আমার! সন্তান আমার!* একইভাবে যীশু যেরুসালেমকে বলেন: যেরুসালেম, কে আমাকে এমনটি দেবে যেন তোমার হয়ে আমারই মৃত্যু হয়? কেননা তুমি যেন ত্রাণ পেতে পার আমি তোমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আবশালোম ভক্তিহীন হলেও ও রাজ্য দখল করার জন্য পিতাকে হত্যা করতে চেষ্টা করলেও তবু দাউদ তাঁর সেই সন্তানকে স্নেহভরেই ভালবাসতেন, এমনকি চোখের জল ফেলতেন ও তাঁর হয়ে মৃত্যুবরণ করতে বাসনা করতেন; খ্রীষ্ট যেরুসালেমের প্রতি একইভাবে ব্যবহার করেন: তাকে মৃত্যুর সম্মুখীন দেখে তিনি তার জন্য চোখের জল ফেলেন। তার জন্য তিনি গভীর দুঃখভোগ করেন, এবং তার জন্য মৃত্যুবরণ করতে ইচ্ছা করেন শুধু নয়, তার জন্য বাস্তবেই মৃত্যুবরণ করেন। খ্রীষ্টের গভীর দুঃখের কারণ এ ছিল যে, নগরীটিকে ত্রাণ করার উদ্দেশ্যে তিনি যেরুসালেমে মৃত্যুবরণ করতে যেতে যেতে, সেই যেরুসালেম নিজের দোষের কারণে তাঁর মৃত্যুকে নিজ পরিত্রাণ বলে নয়, গুরুতর দন্ড বলেই গ্রহণ করছিল। তিনি *নগরী দেখে তার জন্য কাঁদলেন।*

ক্রুশে বরণ করা যন্ত্রণাভোগে খ্রীষ্ট নিজের যন্ত্রণা ও মৃত্যুর জন্য তত দুঃখভোগ করেন না, তিনি বরং এতেই দুঃখ করেন যে, এমন বহু মানুষ ছিল যারা তেমন উপকারের কথা কখনও জানবে না। প্রকৃতপক্ষে তিনি বলেন, *হায় তুমি, তুমিও যদি আজকের এই দিনে, যা শান্তিজনক তা বুঝতে পারতে!* আমরা সকলেই ক্রোধের সন্তান ও ঈশ্বরের শত্রু বলে জন্ম নিই, এবং ঈশ্বর মর্তজীবনের সুযোগ আমাদের দেন আমরা যেন শান্তি খুঁজে পেয়ে ও তাঁর অনুগ্রহ লাভ করে অবশেষে তাঁর নিজের গৌরব অর্জন করতে পারি। দুঃখের কথা, তেমন চিন্তায় আমরা তত সময় ব্যয় করি না; এমনকি, প্রতিদিন পাপে পড়তে পড়তে আমরা উত্তরোত্তর ঈশ্বরের শত্রু হয়ে উঠি। তেমন কিছু আমাদের ঘটে এজন্য যে, আমাদের দৃষ্টিতে ঐশঅনুগ্রহের ফলও দৃষ্টিগোচর নয়, সেই পাপের ফলও দৃষ্টিগোচর নয়—যে ফল হল চিরন্তন অভিশাপ।

তথাপি, হে খ্রীষ্টান, আমরা এবিষয়ে সুনিশ্চিত যে, আকাশ ও পৃথিবী লোপ পাবেই, কিন্তু খ্রীষ্টের বাণী লোপ পেতে পারে না। খ্রীষ্ট যেরুসালেমের কাছে চরম বিনাশের হুমকি দিলেন ও তার শত্রুদের হাতে তার ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী দিলেন, আর তাই ঘটল। আমরা অনুতাপ না করলে তিনি আমাদের চিরন্তন অভিশাপের ভবিষ্যদ্বাণী দেন: *মনপরিবর্তন কর, কারণ স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে; মনপরিবর্তন না করলে তোমরা সকলে সেইভাবে বিনষ্ট হবে,* যেভাবে জলপ্লাবনে বা পঞ্চনগরীর আগুনে সেই পাপীরা মরেছিল। আর আমরা, আমরা কী করি? আমাদের পাপের জন্য আমরা কি অনুতাপ করতে মন প্রস্তুত করি, নাকি অতীতের পাপের চেয়ে গুরুতর পাপ করি? হায় আমাদের অন্ধতা কতই না নিন্দার যোগ্য!

যেরুসালেমের কাছাকাছি এসে উপস্থিত হয়ে যীশু *নগরী দেখে তার জন্য কাঁদলেন,* কারণ যেরুসালেম তাঁর আগমনের ক্ষণ চিনতে পারেনি। আপন করুণায় দয়াময় প্রভু আমাদের আলোকিত করতে তথা *আপন জনগণকে পাপমোচনে সাধিত পরিত্রাণের কথা জানিয়ে দিতে* আমাদের দেখতে এলেন; আমাদের পাপ থেকে আমাদের ত্রাণ করতেই তিনি আমাদের দেখতে এলেন, *শত্রুদের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে আমরা যেন নির্ভয়ে পবিত্রতা ও ধর্মময়তার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতে তাঁর সেবা করতে পারি আমাদের জীবনের সমস্ত দিন ধরে।* কিন্তু ভাইবোনেরা, এভাবে চলতে ইচ্ছা করলে আমাদের পরিণামের কথা অনুক্ষণ মনে রাখতে হবে। তবেই আমাদের মৃত্যুর কথা অনুক্ষণ চোখের সামনে রেখে আমরা সংসারের মায়া জেনে পবিত্রতা ও ধর্মময়তার পথেই নিজেদের চরণ চালিত করতে পারব।

শ্লোক যেরে ১৫:৫-৬; লুক ১৯:৪২

প্র যেরুসালেম, কে তোমার প্রতি দয়া দেখাবে? কেইবা তোমার উপর বিলাপ করবে? তোমার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করার জন্য কেইবা একটু দাঁড়াবে?

উ তুমিই তো আমাকে ত্যাগ করেছ—বলছেন প্রভু।

℣ হায় তুমি, তুমিও যদি আজকের এই দিনে, যা শান্তিজনক তা বুঝতে পারতে! কিন্তু এখন সেইসব তোমার দৃষ্টি থেকে লুকনোই রয়েছে।

℟ তুমিই তো আমাকে ত্যাগ করেছ—বলছেন প্রভু।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোব ১১:১-২০

জোফারের উপদেশ : ঈশ্বরের প্রজ্ঞা মানববুদ্ধির অতীত

নায়ামাথ-নিবাসী জোফার একথা বললেন :

এত প্রলাপের কি উত্তর দিতে হবে না?
বাচাল বলেই মানুষ কি ঠিক?
তোমার বাক্‌চাতুরিতে কি মানুষ বাক্‌শূন্য হয়ে যাবে?
তুমি কি বিদ্রূপ করে চলবে, আর কেউই প্রত্যুত্তরে কিছু বলবে না?
তুমি নাকি বলছ, আমার আচরণ নিখুঁত,
আমি তাঁর দৃষ্টিতে অনিন্দনীয়।
কেউ কি ঈশ্বরকেই কথা বলার সুযোগ দেবে না?
তিনিই তোমার বিরুদ্ধে একবার আপন মুখ খুলুন,
তিনিই প্রজ্ঞার সেই রহস্য তোমাকে জানিয়ে দিন,
যা জ্ঞানের কাছে তত দুর্জ্ঞেয়;
তবেই তুমি বুঝবে যে, ঈশ্বর তোমার অপরাধের অনেকটাও ছেড়ে দিচ্ছেন।
তুমি কি মনে কর, ঈশ্বরকে তলিয়ে দেখতে পার?
কিংবা সর্বশক্তিমানের পূর্ণতার সীমান্তে পৌঁছতে পার?
তা তো আকাশের চেয়েও উচ্চতর! তুমি কী করতে পার?
তা পাতালের চেয়েও সুগভীর! তুমি কী বুঝতে পার?
তার পরিমাণ পৃথিবীর চেয়েও বিস্তারী,
সমুদ্রের চেয়েও প্রসারী।
তিনি যদি হঠাৎ কাউকে আক্রমণ করেন, যদি তাকে বন্দি করেন,
তিনি যদি কাউকে বিচারমঞ্চে আহ্বান করেন,
তাঁকে প্রতিরোধ করা কার্‌ সাধ্য?
তিনি তো অসার যত মানুষকে জানেন,
শঠতাও দেখেন, সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আছে;
তাই অবোধ মানুষ সুবিবেচক হোক,
মানুষ যে জন্ম থেকেই বন্য গাধামাত্র!
এখন, তুমি যদি তোমার হৃদয় তাঁর দিকে ফেরাও,
তাঁর দিকে যদি অঞ্জলি প্রসারিত কর,
যে অধর্ম তোমার হাতে লিপ্ত, তা যদি দূর করে দাও,
অন্যায় যদি তোমার তাঁবুতে বাস করতে না দাও,
তবেই তোমার মুখ বিনা কলঙ্কে উচ্চ করতে পারবে,
তবেই তুমি পরিশুদ্ধ হয়ে উঠবে আর তোমার কোন ভয় থাকবে না।
কারণ তুমি তখন তোমার দুর্দশা ভুলে যাবে,
তা সরে যাওয়া জলের মতই মনে হবে;
তোমার জীবন মধ্যাহ্নের চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে,

অন্ধকারও প্রভাতের মত হবে।
আশা আছে বলে তোমার সাহস থাকবে,
চারদিকে তাকিয়ে তুমি তখন ভরসাভরে শুয়ে পড়বে।
হ্যাঁ, তুমি শুয়ে পড়বে, আর কেউই তোমাকে বিরক্ত করবে না,
বরং অনেকে তোমার প্রসন্নতার পাত্র হতে চাইবে।
কিন্তু দুর্জনদের চোখ ক্ষীণ হয়ে আসবে,
তারা কোথাও আশ্রয় পেতে পারবে না;
তাদের শেষ নিশ্বাস, এই তো তাদের একমাত্র আশা।

শ্লোক ২ করি ৪:৮,৯,১০

প্র পদে পদে আমাদের ক্লেশ ভোগ করতে হচ্ছে, কিন্তু আমরা উদ্বিগ্ন হই না; আমরা দিশেহারা বোধ করছি, কিন্তু নিরাশ হই না;
উ আমরা নির্যাতিত হচ্ছি, কিন্তু পরিত্যক্ত হই না।
প্র আমরা সর্বদা সর্বস্থানে নিজেদের দেহে যীশুর মৃত্যু বহন করে চলি, যেন যীশুর জীবনও আমাদের এই দেহে প্রকাশিত হয়।
উ আমরা নির্যাতিত হচ্ছি, কিন্তু পরিত্যক্ত হই না।

দ্বিতীয় পাঠ - যোবের পুস্তকে মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরির ব্যাখ্যা **১০ম পুস্তক ৭-৮,১০**

ঈশ্বরের বিধান বহুবিধ

এখানে ঈশ্বরের বিধান বলতে সেই ভ্রাতৃপ্রেম ছাড়া আর কী বোঝায়, যে ভ্রাতৃপ্রেম দ্বারা আমরা অনুক্ষণ মনে রাখি কীভাবে জীবনের আদেশগুলি বাস্তবায়িত হওয়ার কথা? যিনি স্বয়ং সত্য, এ বিধান বিষয়ে তিনি স্বকণ্ঠে বলেন, *আমার আজ্ঞা এ: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস।* একই বিষয়ে পল বলেন, *ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা।* তিনি আরও বলেন, *তোমরা একে অপরের বোঝা বহনে সাহায্য কর, এভাবেই খ্রীষ্টের বিধান পূরণ করবে।* আর সত্যিই, খ্রীষ্টের বিধান বলতে ভ্রাতৃপ্রেমের চেয়ে উপযুক্ত অন্য কিছু বোঝায় না; তেমন ভ্রাতৃপ্রেম আমরা তখনই বাস্তবায়িত করি যখন একে অন্যের বোঝা ভালবাসার খাতিরে বহন করি।

তাছাড়া এ বিধানকে বহুবিধ বলা হয়, কারণ তৎপর ও চিন্তাশীল হয়ে ভালবাসা সমস্ত সদ্‌গুণের সমস্ত ক্ষেত্রেই বিস্তারিত। তেমন ভালবাসা দু'টো আজ্ঞা থেকেই শুরু করে বটে, তবু অগণিত আজ্ঞাগুলিতে পরিব্যাপ্তি লাভ করে। ভালবাসার বিধান যে বহুবিধ, একথা পল উত্তমরূপেই ব্যক্ত করে বলেন, *ভালবাসা সহিষ্ণু, মধুর তো ভালবাসা; ভালবাসা ঈর্ষা করে না, বড়াই করে না, গর্বে স্ফীত হয় না, রুক্ষ হয় না, স্বার্থপর নয়, বদমেজাজী নয়, পরের অপকার ধরে না, অধর্মে আনন্দ পায় না, বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ।*

ভালবাসা সহিষ্ণু, কারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও সবকিছু শান্তির সঙ্গে সহ্য করে। *ভালবাসা মধুর*, কারণ অমঙ্গলের প্রতিদানে মুক্তহস্তে মঙ্গল বর্ষণ করে। *ভালবাসা ঈর্ষা করে না*, কারণ এসংসারে কিছুই বাসনা না করে সাংসারিক সাফল্য চেনে না। *ভালবাসা বড়াই করে না*, কারণ আন্তর প্রতিদানের মজুরি ব্যগ্রতার সঙ্গে বাসনা ক'রে বাহ্যিক সাফল্যে আত্মগর্ব করে না। *ভালবাসা রুক্ষ হয় না*, কারণ কেবল ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর ভালবাসায় বিস্তারিত হয়ে সদাচরণ-বিরুদ্ধ যত কিছু চেনে না। *ভালবাসা গর্বে স্ফীত হয় না*, কারণ নিজের আন্তরিক ব্যাপারে ব্যস্ত থেকে বাহ্যিক অন্য কিছুর আকাঙ্ক্ষা করে না। *ভালবাসা স্বার্থপর নয়*, কারণ এসংসারে অস্থায়ীভাবে কারও যা কিছু আছে পরের ব্যাপার বলে পরিগণিত ক'রে নিজের সঙ্গে যা কিছু চিরকালের মত থাকবে তাছাড়া নিজের বলে কিছুই মানে না। *ভালবাসা বদমেজাজী নয়*, কারণ অপমান দ্বারা উত্তেজিত হয়েও প্রতিশোধের গতি রোধ করে ও সেইসঙ্গে ভারী বোঝার প্রতিদানে মহত্তর পুরস্কার প্রত্যাশা করে। *ভালবাসা পরের অপকার ধরে না*, কারণ শুচিতার ভালবাসায় মন স্থির রেখে যত ধরনের হিংসা আমূলে উপড়ে ফেলে ও একইসঙ্গে নিজের অন্তরে কোন কলঙ্ক রাখতে জানে না। *ভালবাসা অধর্মে আনন্দ পায় না*, কারণ সকলের প্রতি ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা ক'রে বিরোধীদের পতনে মেতে ওঠে না। *সত্যকে নিয়েই ভালবাসার আনন্দ*, কারণ সকলকে নিজের মত ভালবেসে ও

তাদের মধ্যে সততা দে'খে ভালবাসা সমস্ত অগ্রগতিকে নিজের লাভ বলেই গ্রহণ করে আনন্দ পায়।

সুতরাং ঈশ্বরের এ বিধান সত্যিই বহুবিধ।

শ্লোক রো ১৩:৮,১০; গা ৫:১৪

℣ পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ঋণ ছাড়া, তোমরা কারও কাছে আর কোন ঋণ রেখো না; কারণ পরকে যে ভালবাসে, সে বিধান সম্পূর্ণই সার্থক করেছে। ভালবাসা প্রতিবেশীর কোন অনিষ্ট ঘটায় না;
℟ অতএব ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা।
℣ সমগ্র বিধান এই একটা বচনেই পূর্ণতা লাভ করে, 'তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মত ভালবাসবে।'
℟ অতএব ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ সামু ১৮:৬-১৭,২৪–১৯:৫

আব্শালোমের মৃত্যু ও দাউদের শোক

সেসময়, সৈন্যেরা ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে বেরিয়ে পড়ল; যুদ্ধ এফ্রাইম বনে ঘটল। সেখানে ইস্রায়েলের লোকেরা দাউদ-পক্ষের লোকদের দ্বারা পরাজিত হল: সেদিন সেখানে বিরাট হত্যাকাণ্ড হল: কুড়ি হাজার লোক মারা পড়ল। যুদ্ধ সেখানকার সমস্ত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল; সেদিন খড়্গ যত লোককে গ্রাস করল, বন তার চেয়ে বেশি লোককে গ্রাস করল!

আব্শালোম হঠাৎ দাউদ-পক্ষের লোকদের মুখে পড়ল; আব্শালোম তার খচ্চরে চড়ে চলছিল; খচ্চরটা সেখানকার বড় একটা তার্পিনগাছের ডালপালার নিচ দিয়ে গেল, আর আব্শালোমের মাথা সেই তার্পিনগাছে জড়িয়ে পড়ল, আর এইভাবে সে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে ঝুলে রইল, এবং তার নিচে যে খচ্চর, সেটা তাকে ছেড়ে এগিয়ে গেল। একজন লোক ঘটনাটি দেখতে পেয়ে যোয়াবকে বলল, 'দেখুন, আমি দেখতে পেয়েছি, আব্শালোম একটা তার্পিনগাছে ঝুলে রয়েছে।' যে লোকটি খবর এনেছিল, তাকে যোয়াব উত্তরে বললেন, 'তাই তুমি কি তাকে দেখতে পেয়েছ? তবে কেন সেইখানে তাকে মাটিতে ফেলে প্রাণে মারলে না? তা করলে আমি তোমাকে দশটা রুপোর টাকা ও একটা কটিবন্ধনী দিতাম।' লোকটি যোয়াবকে বলল, 'যদিও এক হাজার রুপোর টাকা এই হাতে পেতাম, আমি রাজপুত্রের বিরুদ্ধে হাত বাড়াতাম না, কারণ রাজা আপনাকে, আবিশাইকে ও ইত্তাইকে যে হুকুম দিয়েছেন, তা আমরা নিজেদের কানেই শুনেছি, অর্থাৎ: সাবধান, কেউই যেন যুবা আব্শালোমকে স্পর্শও না করে! আর যদি আমি তাঁর প্রাণের বিরুদ্ধে তেমন অপকর্ম করতাম, তবে, যেহেতু রাজার কাছে কোন ব্যাপার অজানা থাকে না, আপনি নিজেই আমার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াতেন!' তখন যোয়াব বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমি এইভাবে সময় নষ্ট করতে পারি না।' তিনি হাতে তিনটে ফলা নিয়ে আব্শালোমের বুকে বিঁধিয়ে দিলেন, সে সেই তার্পিনগাছের ঘন ডালপালার মধ্যে তখনও জীবিত ছিল। তারপর যোয়াবের দশজন যুবা অস্ত্রবাহক আব্শালোমকে ঘিরে আঘাত করে মেরে ফেলল।

তখন যোয়াব তুরি বাজালেন, আর লোকেরা ইস্রায়েলের পিছু ধাওয়াটা বন্ধ করল, কেননা যোয়াব লোকদের এগিয়ে যাওয়াটা বন্ধ করেছিলেন। তারা আব্শালোমকে নিয়ে বনের এক বড় গর্তে ফেলে দিয়ে তার উপরে বড় একটা পাথুরে স্তূপ গড়ে তুলল। ইতিমধ্যে গোটা ইস্রায়েল যে যার তাঁবুতে পালিয়ে গেছিল।

সেসময়ে দাউদ দুই নগরদ্বারের মাঝখান জায়গায় বসে ছিলেন। প্রহরী নগরপ্রাচীরের পাশের নগরদ্বারের ছাদে উঠে চোখ তুলে দেখতে পেল, একজন লোক একা দৌড়ে আসছে। প্রহরী জোর গলায় রাজাকে কথাটা জানাল; রাজা বললেন, 'সে যদি একা হয়, তবে শুভসংবাদ আনছে।' লোকটি এগিয়ে আসতে আসতে প্রহরী আর একজনকে দৌড়ে আসতে দেখে জোর গলায় দ্বাররক্ষককে বলল, 'দেখ, আর একজন একা দৌড়ে আসছে।' তখন

রাজা বললেন, 'এও শুভসংবাদ আনছে।' প্রহরী বলল, 'প্রথমজন যেভাবে দৌড়োচ্ছে, তাতে সাদোকের সন্তান আহিমায়াজের দৌড় মনে হচ্ছে।' রাজা বললেন, 'সে ভাল লোক, শুভসংবাদই নিয়ে আসছে।' তখন আহিমায়াজ জোর গলায় রাজাকে বলল, 'শান্তি!' এবং রাজার সামনে উপুড় হয়ে মাটিতে প্রণিপাত করে বলল, 'আপনার পরমেশ্বর প্রভু ধন্য! আমার প্রভু মহারাজের বিরুদ্ধে যে লোকেরা হাত তুলেছিল, তাদের তিনি আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন।' রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'যুবা আবশালোম কি ভাল আছে?' আহিমায়াজ উত্তর দিল, 'যখন যোয়াব মহারাজের দাসকে, আপনার দাস এই আমাকে পাঠান, তখন লোকদের মধ্যে বড় কোলাহল লক্ষ করলাম, কিন্তু ব্যাপারটা কি, তা আমি জানি না।' রাজা বললেন, 'এক পাশে সর, ওইখানে দাঁড়াও।' সে এক পাশে সরে গিয়ে অপেক্ষায় থাকল। আর দেখ, সেই ইথিওপীয় আসল, সে বলল, 'আমার প্রভু মহারাজের জন্য শুভসংবাদ নিয়ে আসছি; আপনার বিরুদ্ধে যারা রুখে দাঁড়িয়েছিল, সেই সকলের হাত থেকে আপনাকে উদ্ধার করে প্রভু আজ আপনার সুবিচার করেছেন।' রাজা সেই ইথিওপীয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যুবা আবশালোম কি ভাল আছে?' সেই ইথিওপীয় উত্তর দিল, 'আমার প্রভু মহারাজের শত্রুরা ও যারা আপনার অনিষ্ট করতে আপনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তাদের সকলের দশা সেই যুবকের দশার মত হোক!'

তখন রাজা শিহরে উঠলেন; নগরদ্বারের ছাদের ঘরটিতে উঠে গিয়ে কেঁদে ফেললেন; চোখের জল ফেলতে ফেলতে তিনি শুধু বলতে থাকলেন, 'হায়! সন্তান আমার আবশালোম! সন্তান আমার, সন্তান আমার আবশালোম! তোমার বদলে কেন আমারই মৃত্যু হয়নি? হায় আবশালোম! সন্তান আমার! সন্তান আমার!' তখন যোয়াবকে জানানো হল, 'দেখ, রাজা কাঁদছেন, আবশালোমের জন্য শোক করছেন!' সমস্ত লোকের কাছে সেদিনের বিজয় শোকেই পরিণত হল, কারণ সেদিন লোকেরা একথা শুনতে পেল, 'রাজা নিজের ছেলের শোকে দুঃখ করছেন।' সেদিন লোকেরা লুকিয়ে লুকিয়ে নগরীতে ফিরে এল, যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাবার পর সৈন্যেরা যেমন লজ্জা-ভরে ফিরে আসে, ঠিক তেমনি। রাজা নিজের মুখ ঢেকে জোর গলায় হাহাকার করে বলছিলেন, 'হায়! সন্তান আমার আবশালোম! হায় আবশালোম, সন্তান আমার! সন্তান আমার!'

শ্লোক সাম ৫৫:১৩,১৪,১৫; ৪১:১০; ২ সামু ১৯:১ দ্রঃ

প্র কোন শত্রু যে আমাকে অপবাদ দেয়, তেমন নয়, তবে তা সহ্য করতাম। কিন্তু তুমিই তো তাই করছ, তুমি যে আমার বন্ধু, আমার পরমাত্মীয়, আমার সাথী।

উ আমরা মিলে কত না মধুর আলাপ করতাম, অথচ তুমি আমার বিরুদ্ধে বাড়িয়েছ পা।

প্র রাজা শিহরে উঠলেন; নগরদ্বারের ছাদের ঘরটিতে উঠে গিয়ে কেঁদে ফেললেন; চোখের জল ফেলতে ফেলতে তিনি শুধু বলতে থাকলেন,

উ আমরা মিলে কত না মধুর আলাপ করতাম, অথচ তুমি আমার বিরুদ্ধে বাড়িয়েছ পা।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' সাম ৩২, ২৯

যারা বাইরে রয়েছে, তারা চায় বা না চায়, কিন্তু আমাদের ভাই

ভাইবোনেরা, এই ভালবাসার প্রতি তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি—কেবল ধর্মভাইদের প্রতি নয়, কিন্তু যারা বাইরে রয়েছে, এখনও বিধর্মী হওয়ায় খ্রীষ্টে অবিশ্বাসী হোক কিংবা আমাদের সঙ্গে একই মাথা স্বীকার করলেও তবু দেহ থেকে পৃথক হওয়ায় আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হোক, তাদেরও প্রতি ভালবাসা দেখানো উচিত। এসো, ভাইবোনেরা, আপন ভাইবোনদের মতই তাদের জন্য দুঃখভোগ করি। *হে আমাদের পিতা,* যখন একথা আর বলবে না, তখনই তারা আর আমাদের ভাই হবে না।

নবী কয়েকজনকে বললেন, *যারা তোমাদের বলে, তোমরা আমাদের ভাই নও, তাদের তোমরা উত্তরে বল, তোমরা আমাদের ভাই।* চিন্তা কর, তেমন কথায় তিনি কার্ দিকেই অঙুলি নির্দেশ করছিলেন? বিধর্মীদের দিকে? না, কেননা শাস্ত্র ও মণ্ডলীর ভাষা অনুসারে আমরা তাদের ভাই বলি না। তবে কি, যারা খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেনি, সেই ইহুদীদের দিকে? প্রেরিতদূতের কথা পড়, তবে লক্ষ করবে যে, তিনি যখন অন্য কোন শব্দ যোগ না করে 'ভাই' বলেন, তখন খ্রীষ্টানদের কথা ইঙ্গিত করেন: *তুমি কেন তোমার ভাইয়ের বিচার কর? কেনই বা তাকে*

অবজ্ঞা কর? আবার অন্য স্থানে তিনি লেখেন, *তোমরাই তো অধর্ম কর ও চুরি কর—আর তা নিজ ভাইদের প্রতিই করছ!*

সুতরাং এরা যারা বলে, 'তোমরা আমাদের ভাই নও,' তারা আমাদের বিধর্মী বলে ডাকে। তাদের যা আছে, তা আমাদের নেই, একথা সমর্থন করেই তারা আমাদের পুনরায় দীক্ষাস্নাত করতে চায়। তাতে তাদের ভুল প্রকাশ পায়, অর্থাৎ কিনা, আমরা যে তাদের ভাই, একথা তারা অস্বীকার করে।

কিন্তু তবু আমাদের মধ্যে তারা যা স্বীকার করে না, আমরা যেন তাদের মধ্যে তা স্বীকার করি, এ উদ্দেশ্যে ছাড়া আর কোন্ উদ্দেশ্যেই নবী আমাদের বলেছেন, *তোমরা তাদের বল: তোমরা আমাদের ভাই?*

সুতরাং, আমাদের দীক্ষাস্নান অস্বীকার করে তারা বলে, আমরা তাদের ভাই নই; অপরদিকে তাদের নতুন দীক্ষাস্নান দাবি না করে কিন্তু আমাদের দীক্ষাস্নানও স্বীকার করে আমরা তাদের বলি, তোমরা আমাদের ভাই।

তারা বলুক, তোমরা কেন আমাদের খোঁজ কর, কেন আমাদের চাও?

আমরা উত্তর দেব, তোমরা আমাদের ভাই। তারা বলুক, আমাদের কাছ থেকে চলে যাও, তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আচ্ছা, আমাদের কিন্তু তোমাদের সঙ্গে পুরো সম্পর্ক রয়েছে: আমরা একই খ্রীষ্টকে স্বীকার করি, এক মাথার অধীন হয়ে আমাদের একদেহে থাকতে হবে।

এজন্য ভাইবোনেরা, স্বয়ং ভালবাসার কৃপার খাতিরে, যাঁর দুধ গ্রহণ করে আমরা পরিপুষ্ট হয়ে উঠি, যাঁর রুটি গ্রহণে আমরা সবল হয়ে উঠি, আমাদের প্রভু সেই খ্রীষ্টের খাতিরে তোমাদের অনুরোধ করছি, তাঁর দয়ার খাতিরেই তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি।

তাদের প্রতি মহা ভালবাসা ও অসীম করুণা দেখানোর সময় হয়েছে, তাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা উচিত, তিনি যেন অবশেষে তাদের কাছে এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ ধারণা ও মনোভাব দান করেন, তারা যেন মনপরিবর্তন করে উপলব্ধি করতে পারে যে, সত্যের বিরুদ্ধে উত্থাপন করার মত তাদের কোন যুক্তি নেই।

তাদের কাছে কেবল জেদের দুর্বলতাই রয়েছে, আর তেমন জেদ যত নিজেকে বলীয়ান মনে করে, আসলে তত দুর্বল।

আবার বলছি, দুর্বল ও মাংস অনুসারে জ্ঞানবানদের প্রতি, রুক্ষ ও সাংসারিক মানুষদের প্রতি, যদিও আমাদের সঙ্গে নয় তবু একই সাক্রামেন্ত উদ্‌যাপন করে, আমাদের সেই ভাইদের প্রতি, যদিও আমাদের সঙ্গে নয় তবু আমাদের মত সেই একই 'আমেন' বলে থাকে, আমাদের সেই ভাইদের প্রতি—এসো, ঈশ্বরের কাছে তাদের প্রতি তোমাদের গভীর ভালবাসা ব্যক্ত কর।

শ্লোক এফে ৪:১,৩,৪ দ্রঃ

প্র তোমরা যে আহ্বানে আহূত হয়েছ, তারই যোগ্য ভাবে চল:
উ তোমরা শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও।
প্র দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ।
উ তোমরা শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোব ১২:১-২৫

যোবের উত্তর: সমস্ত সৃষ্টজীব ঈশ্বরেরই হাতে

যোব বন্ধুদের একথা বললেন:

অবশ্য, তোমরাই প্রকৃত মানুষ,
তোমাদের মৃত্যু হলে তখন প্রজ্ঞারও মৃত্যু হবে!

তবু তোমাদের মত আমারও কাণ্ডজ্ঞান আছে;
তোমাদের চেয়ে আমি তত ছোট নই;
বাস্তবিক সেইসব কথা কে না জানে?
ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করলে যে কেউ তাঁর সাড়া পেতে চায়,
বন্ধুর কাছে সে হাসির পাত্র হয়েছে;
হ্যাঁ, যে ধার্মিক, যে সৎ, সে হাসির পাত্র হয়েছে!
সুখে আছে যারা, তারা ভাবে: 'দুর্ভাগ্যে অবজ্ঞাও যোগ দাও!
যার পা পিছলে যাচ্ছে, তাকে ধাক্কা দাও।'
অথচ দস্যুদের তাঁবু শান্তিভোগ করে,
যারা ঈশ্বরকে ক্ষুব্ধ করে, যারা ঈশ্বরকে নিজেদের হাতে রাখতে চায়,
তারা নিরাপদেই থাকে।
তুমি শুধু পশুদের জিজ্ঞাসা কর, সেগুলো তোমাকে উদ্বুদ্ধ করবে;
আকাশের পাখিদের জিজ্ঞাসা কর, সেগুলো তোমাকে সবই জানিয়ে দেবে।
ভূমির সরিসৃপকেও জিজ্ঞাসা কর, তারা তোমাকে সুমন্ত্রণা দেবে;
সমুদ্রের মাছকেও জিজ্ঞাসা কর, সেগুলো তোমাকে সবই বলে দেবে।
এই সমস্ত প্রাণীর মধ্যে কোনটাই বা একথা না জানে যে,
প্রভুর হাত এই সবকিছু এইভাবে নিরূপণ করল?
তাঁরই হাতে রয়েছে সমস্ত জীবের প্রাণ,
প্রতিটি মানবের শ্বাস।
জিহ্বা যেমন খাদ্যের স্বাদ নির্ণয় করতে পারে,
তেমনি কান কি কথার মধ্যে কথা নির্ণয় করতে পারে না?
প্রজ্ঞা প্রাচীনদের সম্পদ;
সদ্বিবেচনা দীর্ঘায়ুর অধিকার।
কিন্তু তাঁরই কাছে রয়েছে প্রজ্ঞা ও পরাক্রম;
সুমন্ত্রণা ও সদ্বিবেচনা তাঁরই।
দেখ, তিনি ভেঙে ফেললে আর পুনর্নির্মাণ করা যায় না;
তিনি মানুষকে রুদ্ধ করলে মুক্ত করা যায় না।
দেখ, তিনি জল অবরোধ করলে সবকিছু শুষ্ক হয়;
তিনি জল ছেড়ে দিলে তা পৃথিবীকে বিধ্বস্ত করে।
বল ও বুদ্ধিকৌশল তাঁরই,
প্রবঞ্চিত ও প্রবঞ্চকও তাঁরই।
তিনি মন্ত্রীদের প্রজ্ঞাহীন করে তোলেন,
বিচারকর্তাদের কাণ্ডজ্ঞান-বঞ্চিত করেন।
তিনি রাজাদের রাজবন্ধন খুলে দেন,
তাঁদের কোমরে বন্দির বাঁধনই বেঁধে দেন।
তিনি যাজকদের জুতো-বঞ্চিত করেন,
প্রতাপশালীদের পদচ্যুত করেন।
তিনি বাক্‌চতুরদের বাক্যহীন করে তোলেন,
প্রবীণদের সুবুদ্ধি-বঞ্চিত করেন।
তিনি অভিজাতদের উপর অবজ্ঞা বর্ষণ করেন,
শক্তিশালীদের শক্তির বন্ধনী ছিন্ন করেন।

তিনি অন্ধকারের গভীরতম বিষয় অনাবৃত করেন,
ঘন ছায়াকে আলোয় আনেন।
তিনি জাতিগুলিকে মহান করে তোলেন, আবার বিনাশ করেন,
দেশগুলিকে প্রসারিত করেন, আবার ছেড়ে দেন।
তিনি জননায়কদের কাণ্ডজ্ঞান কেড়ে নেন,
পথহীন মরুভূমিতে তাদের ফেলে রাখেন,
তখন তারা আলোবিহীন অন্ধকারে হাঁতড়ে বেড়ায়,
মাতালের মত টলতে টলতে হেঁটে চলে।

শ্লোক যোব ১২:১৩,১৪; ২৩:১৩

℣ ঈশ্বরের কাছেই রয়েছে প্রজ্ঞা ও পরাক্রম; সুমন্ত্রণা ও সদ্বিবেচনা তাঁরই।
℟ তিনি ভেঙে ফেললে আর নির্মাণ করা যায় না; তিনি মানুষকে রুদ্ধ করলে মুক্ত করা যায় না।
℣ তিনি একমনা: কে তাঁকে ফেরাতে পারে? তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।
℟ তিনি ভেঙে ফেললে আর নির্মাণ করা যায় না; তিনি মানুষকে রুদ্ধ করলে মুক্ত করা যায় না।

দ্বিতীয় পাঠ - যোবের পুস্তকে মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরির ব্যাখ্যা **১০ম পুস্তক, ৪৭-৪৮**

অন্তরের সাক্ষ্যদান

আমার মত যে বন্ধুর পরিহাসের পাত্র, সে ঈশ্বরকে ডাকবে আর তিনি সাড়া দেবেন। দুর্বল মন যখন সৎকর্মের জন্য মানব প্রশংসার পাত্র হয়, তখন প্রায়ই এমন বাহ্যিক আনন্দের হাতে নিজেকে সঁপে দেয় যে, আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা অবহেলা করে, ও বাইরে থেকে যা শোনে শুধু তা নিয়েই সানন্দে দিন কাটায়, যার ফলে ধন্য হওয়ার চেয়ে ধন্য বলে পরিগণিত হওয়ায়ই তৃপ্তি পায়। নিজের প্রশংসার কণ্ঠ বাসনা করতে করতে সে যা হতে শুরু করেছিল, তা ছেড়ে দেয়, ফলত যে প্রশংসা গুণে সে নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত মনে করছিল, সেই প্রশংসা দ্বারা ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

অনেক সময় ধ্রুবতার সঙ্গে ন্যায়কর্ম সাধনে ব্যাপৃত হলেও তবু মন মানুষের অবজ্ঞা দ্বারা অস্থির; আশ্চর্য কিছু সাধন করে, অথচ দুর্নাম গ্রহণ করে; আর মানুষের প্রশংসা দ্বারা যে বাইরে আসতে পারত, অপমান দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে সে নিজের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে; এবং বাইরে যতখানি বিশ্রাম করার মত স্থান পায় না, সে ততখানি নিজের মধ্যে ঈশ্বরে নিজেকে বলবান করে। তখন সে নিজের সমস্ত প্রত্যাশা স্রষ্টার উপরে স্থাপন করে, এবং অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের মাঝে সে কেবল আন্তর সাক্ষীকে আহ্বান করে; তখন লাঞ্ছিত মন মানুষের প্রশংসা ও সম্মতি থেকে যতখানি দূরবর্তী হয়, ততখানি ঈশ্বরের নিকটবর্তী হয়: সে প্রার্থনায় রত থাকে, ও বাইরের চাপে অধিক সূক্ষ্ম-পবিত্র হয়ে ওঠে যার ফলে আন্তর বাস্তবতায় প্রবেশ করতে উপকৃত হয়।

তাহলে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই লেখা আছে, *আমার মত যে বন্ধুর পরিহাসের পাত্র, সে ঈশ্বরকে ডাকবে আর তিনি সাড়া দেবেন,* কারণ দুর্জনেরা ধার্মিকদের মন ভর্ৎসনা করতে করতে প্রমাণ করে, তারা আসলে নিজেদের কাজকর্মের কেমন সাক্ষীর অন্বেষণ করছে। ফলে ধার্মিকেরা নিজেদের মধ্যে প্রার্থনায় রত থাকতে বাধ্য হওয়ায় বাইরে থেকে মানব প্রশংসা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হতে নিজেদের মধ্যে দিব্য প্রসন্নতা অর্জন করে।

'আমার মত' বাক্যটা লক্ষণীয়, কেননা বেশ কয়েকজন রয়েছে যারা মানব অবজ্ঞা দ্বারা নমিত হলেও তবু ঈশ্বরের কাছ থেকে সাড়া পায় না। বস্তুতপক্ষে অবজ্ঞা যখন কোন অপরাধ লক্ষ করে, তখন তেমন অবজ্ঞায় যে কোন পুণ্যফল লাভ করা যায় না, তা বলা বাহুল্য।

ধার্মিকের সরলতা তাচ্ছিল্যের বস্তু। এ সংসারের প্রজ্ঞা এতে প্রকাশ পায়: হৃদয়ের ষড়যন্ত্রকে ঢেকে রাখা, কথার অর্থকে আবৃত করা, মিথ্যাকে সত্য বলে দেখানো, সত্যকে প্রবঞ্চনা বলে প্রমাণ দেওয়া।

অপর দিকে ধার্মিকদের প্রজ্ঞা হল যত প্রতারণা এড়ানো, কথার অর্থ ব্যক্ত করা, সত্য সত্য বলে ভালবাসা, মিথ্যা থেকে দূরে থাকা, নিজের সম্পদ বিনামূল্যে দান করা, অপকার করার চেয়ে অপকার সহ্য করা, অপমানিত

হলেও প্রতিশোধ না নেওয়া, সত্যের খাতিরে দুর্নাম লাভ বলে গণ্য করা। তথাপি ধার্মিকদের এই সরলতা তাচ্ছিল্যের বস্তু, কারণ এ সংসারের জ্ঞানবানদের কাছে সদ্‌গুণের পবিত্রতা মায়া বলে পরিগণিত। কেননা যা কিছু সরলভাবে সাধন করা হয়, তাদের বিবেচনায় তা মূর্খতাই বলে গণ্য; আর কাজকর্মে সত্য যা কিছু সমর্থন করে, সংসারের প্রজ্ঞার কানে তা অসার বলে ধ্বনিত।

শ্লোক সাম ১১৯:১০৪-১০৫; যোহন ৬:৬৯

প্র আমি ঘৃণা করি সকল মিথ্যা পথ।
উ তোমার বাণীই আমার চরণ-প্রদীপ, আমার চলার পথের আলো।
প্র প্রভু, আমরা আর কার্ কাছেই বা যাব? অনন্ত জীবনের কথা আপনার কাছেই রয়েছে।
উ তোমার বাণীই আমার চরণ-প্রদীপ, আমার চলার পথের আলো।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ সামু ২৪:১-৪,১০-১৮,২৪খ-২৫

লোকগণনা ও যজ্ঞবেদি-নির্মাণ

সেসময় প্রভুর ক্রোধ ইস্রায়েলের উপরে আবার জ্বলে উঠল, তিনি তাদের বিরুদ্ধে দাউদকে উত্তেজিত করলেন; তিনি বললেন, 'যাও, ইস্রায়েল ও যুদার লোকগণনা কর।' রাজা যোয়াবকে ও তাঁর সঙ্গে যে অধিনায়কেরা ছিল, তাদের বললেন, 'তুমি দান থেকে বের্শেবা পর্যন্ত ইস্রায়েলের সকল গোষ্ঠীর সব জায়গায় যাও; তোমরা লোকগণনা কর, যেন আমি আমার দেশের জনসংখ্যা জানতে পারি।' যোয়াব রাজাকে বললেন, 'এখন যত লোক আছে, আপনার পরমেশ্বর প্রভু তার সংখ্যা শতগুণ বৃদ্ধি করুন, এবং আমার প্রভু মহারাজ যেন নিজেরই চোখে তা দেখতে পান! কিন্তু আমার প্রভু মহারাজের তেমন বাসনা হল কেন?' কিন্তু তবুও রাজা যোয়াবের আর অধিনায়কদের উপরে নিজের হুকুম জারি করলেন, তাই যোয়াব আর অধিনায়কেরা ইস্রায়েলের লোকগণনা করার জন্য রাজার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। কিন্তু দাউদ লোকগণনা করাবার পর তাঁর হৃদয় অস্থির হয়ে কাঁপতে লাগল। দাউদ প্রভুকে বললেন, 'তেমন কাজ করে আমি মহাপাপ করেছি। কিন্তু এখন, প্রভু, তোমার দাসের এই অপরাধ ক্ষমা কর, আমি তো বড় নির্বোধের মতই ব্যবহার করেছি!'

কিন্তু পরদিন, দাউদ যখন সকালে উঠলেন, তখন প্রভুর বাণী দাউদের দৈবদ্রষ্টা গাদ নবীর কাছে ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়ে বলেছিল: 'দাউদকে গিয়ে বল, প্রভু একথা বলছেন: আমি তোমার কাছে তিনটে প্রস্তাব রাখি, তার মধ্যে তুমি একটা বেছে নাও, আমি সেইমতই তোমার প্রতি ব্যবহার করব।' তাই গাদ দাউদের কাছে গিয়ে তাঁকে এই কথা জানালেন; বললেন, 'আপনি কী চান? আপনার দেশে তিন বছর দুর্ভিক্ষ হবে? না, আপনার শত্রু তিন মাস আপনার পিছনে ধাওয়া করবে আর আপনি সেই তিন মাস ধরে তার আগে আগে পালাতে থাকবেন? না, আপনার দেশে তিন দিন মহামারী হবে? আপনি এখন বিবেচনা করে দেখুন, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁকে আমি কী উত্তর দেব।' দাউদ গাদকে বললেন, 'আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন! মানুষের হাতে পড়ার চেয়ে, আসুন, আমি যেন প্রভুরই হাতে পড়ি, কারণ তাঁর করুণা মহান।' তাই সেই সকাল থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রভু ইস্রায়েলের উপরে মহামারী ডেকে আনলেন; দান থেকে বের্শেবা পর্যন্ত জনগণের সত্তর হাজার লোক মারা গেল।

কিন্তু যখন যেরুসালেম বিনাশ করার জন্য [প্রভুর] দূত তার উপর হাত বাড়ালেন, তখন তেমন অমঙ্গলের বিষয়ে প্রভুর মনে দুঃখ হল; যে দূত লোকদের বিনাশ করছিলেন, তাঁকে তিনি বললেন, 'আর নয়! এবার হাত ফিরিয়ে নাও।' সেসময়ে প্রভুর দূত যেবুসীয় আরাউনার খামারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দূতকে লোকদের আঘাত করতে দেখে দাউদ প্রভুকে বললেন, 'দেখ, আমিই পাপ করেছি, আমিই অপরাধ করেছি; কিন্তু এই মেষগুলো কী করল? তবে আমার উপরে ও আমার পিতৃকুলের উপরেই তোমার হাত ভারী হোক।'

সেদিন গাদ দাউদের কাছে গেলেন; তাঁকে বললেন, 'চলুন, যেবুসীয় আরাউনার খামারে প্রভুর উদ্দেশে একটি

যজ্ঞবেদি গড়ে তুলুন।' দাউদ পঞ্চাশ রুপোর টাকায় সেই খামার ও বলদগুলো কিনে নিলেন; সেই জায়গায় দাউদ প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গেঁথে আহুতি দিলেন ও মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ করলেন। তখন প্রভু দেশের প্রতি প্রশমিত হলেন, ফলে মড়ক ইস্রায়েলকে আর আঘাত করল না।

শ্লোক যুদিথ ৯:১৮; ১ বংশ ২১:১৫; ২ সামু ২৪:১৭ দ্রঃ

প্র প্রভু, তোমার সন্ধির কথা মনে রেখ; বিনাশী দূতকে বল: এবার হাত ফিরিয়ে নাও,
উ পৃথিবীকে ধ্বংস করো না, সমস্ত জীবকে বিনাশ করো না।
প্র দেখ, আমিই পাপ করেছি, আমিই অপরাধ করেছি; কিন্তু এই মেষগুলো কী করল? তবে সমস্ত জনগণের বিরুদ্ধে হাত বাড়িয়ো না।
উ পৃথিবীকে ধ্বংস করো না, সমস্ত জীবকে বিনাশ করো না।

দ্বিতীয় পাঠ - বারোজন প্রেরিতদূতের ধর্মশিক্ষা (দিদাখে) ৯,১০,১৪

ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠান

ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠানের বিষয়ে, তোমরা এভাবে ধন্যবাদ-স্তুতি অর্পণ কর: আগে পানপাত্র সম্বন্ধে বল: হে আমাদের পিতা, আমরা তোমার উদ্দেশে ধন্যবাদ-স্তুতি নিবেদন করি তোমার দাস দাউদের সেই পবিত্র আঙুরলতার জন্য, যা তুমি তোমার দাস যীশু দ্বারা আমাদের কাছে জ্ঞাত করেছ। গৌরব তোমারই চিরকাল ধরে। আমেন।

তারপর সেই ছেঁড়া রুটি সম্বন্ধে বল: হে আমাদের পিতা, আমরা তোমার উদ্দেশে ধন্যবাদ-স্তুতি নিবেদন করি সেই জীবন ও জ্ঞানের জন্য, যা তুমি তোমার দাস যীশু দ্বারা আমাদের কাছে জ্ঞাত করেছ। গৌরব তোমারই চিরকাল ধরে। এ ছেঁড়া রুটি যেমন পর্বত পর্বত জুড়ে বিক্ষিপ্ত ছিল ও একসাথে জড় হয়ে এখন একরুটি হয়ে উঠেছে, তেমনি তোমার মণ্ডলী যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে তোমার রাজ্যে জড় হয়, কারণ যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা গৌরব ও পরাক্রম তোমারই চিরকাল ধরে। আমেন।

প্রভুর নামে যারা দীক্ষাস্নাত, তারা ছাড়া কেউই যেন তোমাদের ধন্যবাদ-স্তুতির কিছুই না খায় বা পান না করে; কেননা এবিষয়েও প্রভু বলেছেন, *যা পবিত্র, তা কুকুরদের দিয়ো না।*

খাদ্য গ্রহণে পরিতৃপ্ত হলে পর, তোমরা এভাবে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ কর: হে পবিত্রতম পিতা, আমরা তোমার উদ্দেশে ধন্যবাদ-স্তুতি নিবেদন করি তোমার সেই পবিত্র নামের জন্য, যা তুমি আমাদের হৃদয়ে বাস করিয়েছ; সেই জ্ঞান, বিশ্বাস ও অমরত্বের জন্যও ধন্যবাদ-স্তুতি নিবেদন করি, যা তুমি তোমার দাস যীশু দ্বারা আমাদের কাছে জ্ঞাত করেছ। গৌরব তোমারই চিরকাল ধরে। আমেন।

হে সর্বশক্তিমান মহাপ্রভু, তুমি তোমার নামের খাতিরেই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছ; মানুষকে তুমি খাদ্য ও পানীয় ভোগ করতে দিয়েছ তারা যেন তোমার উদ্দেশে ধন্যবাদ-স্তুতি নিবেদন করে; আমাদের কিন্তু তোমার দাস দ্বারা তুমি আত্মিক খাদ্য ও পানীয়, ও শাশ্বত আলো দানেই ধন্য করেছ। সর্বোপরি আমরা তোমার উদ্দেশে ধন্যবাদ-স্তুতি নিবেদন করি কারণ তুমি পরাক্রমশালী। গৌরব তোমারই চিরকাল ধরে।

প্রভু, তোমার মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ, সমস্ত অমঙ্গল থেকে তাকে রক্ষা কর, তোমার ভালবাসায় তাকে সিদ্ধতামণ্ডিত কর, চারপ্রান্ত থেকে তাকে জড় ক'রে তাকে তোমার সেই রাজ্যে পবিত্রিত করে তোল যা তার জন্য প্রস্তুত করেছ। কারণ পরাক্রম ও গৌরব তোমারই চিরকাল ধরে। আমেন। অনুগ্রহেরই আগমন হোক ও এসংসার কেটে যাক। দাউদের ঈশ্বরের হোসান্না! যে কেউ পবিত্র, সে আসুক! যে কেউ পবিত্র নয়, সে মনপরিবর্তন করুক: মারানাথা, আমেন।

প্রভুর দিনে তোমরা একত্র হও, ও রুটি ছিঁড়ে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ কর—আগে কিন্তু তোমাদের অপরাধ স্বীকার কর, যাতে তোমাদের এ যজ্ঞ বিশুদ্ধ হয়।

প্রতিবেশীর সঙ্গে যাদের বিবাদ আছে, পুনর্মিলিত না হওয়া পর্যন্ত তারা যেন তোমাদের সঙ্গে না বসে, পাছে

তোমাদের যজ্ঞ কলুষিত হয়। কেননা প্রভু একথা বললেন, *সর্বস্থানে ও সর্বক্ষণে আমার উদ্দেশে শুদ্ধ যজ্ঞ উৎসর্গ করা হোক, কারণ আমি মহান রাজা—প্রভুর উক্তি—আর সর্বদেশের মাঝে আমার নাম অপরূপ।*

শ্লোক ১ করি ১০:১৬-১৭

প্র সেই যে স্তুতিবাদের পানপাত্র, যা নিয়ে আমরা 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করি, তা কি খ্রীষ্টের রক্তে সহভাগিতা নয়?

উ আর সেই যে রুটি, যা আমরা ছিঁড়ে টুকরো করি, তা কি খ্রীষ্টের দেহে সহভাগিতা নয়?

প্র যখন একরুটি, তখন অনেকে হয়েও আমরা একদেহ, কারণ আমরা সকলেই সেই একরুটির অংশভাগী।

উ আর সেই যে রুটি, যা আমরা ছিঁড়ে টুকরো করি, তা কি খ্রীষ্টের দেহে সহভাগিতা নয়?

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোব ১৩:১৩–১৪:৬

যোব ঈশ্বরের বিচার প্রার্থনা করেন

বন্ধুদের উত্তর দিয়ে যোব বললেন:
তোমরা এখন চুপ কর, আমাকেই কথা বলতে দাও,
আমার যা ঘটবার তা-ই ঘটুক।
আমি আমার নিজের মাংস নিজের দাঁতে কামড়িয়ে রাখছি,
আমার নিজের প্রাণ নিজের হাতে তুলে নিচ্ছি।
আচ্ছা, তিনি আমাকে বধ করুন, আর কোন আশা নেই তো আমার,
আমি শুধু তাঁর সামনে আমার আচরণের পক্ষসমর্থন করতে চাই।
এ হবে আমার জয়ের পণ,
কারণ কোন ভক্তিহীন তাঁর সামনে কখনও দাঁড়াতে সাহস করবে না।
তবে তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন,
আমার এই নিবেদন কান পেতে শোন।
দেখ, বিচারের জন্য আমি সবই বিন্যাস করলাম,
নিশ্চিত আছি, আমাকে নির্দোষী বলে সাব্যস্ত করা হবে।
এই বিচারে কে আমার প্রতিবাদ করতে ইচ্ছুক?
তবে আমি নীরব থাকব, মৃত্যুবরণ করতে রাজি হব।
একটা কথা মাত্র, আমাকে এই দু'টো বিষয় মঞ্জুর করা হোক,
তবে আমি তোমার শ্রীমুখ থেকে নিজেকে লুকোব না:
তোমার থাবা আমা থেকে দূরে সরিয়ে দাও,
তোমার বিভীষিকা যেন আমাকে আর আতঙ্কিত না করে;
তারপর তুমি আমাকে আহ্বান কর, আমি সাড়া দেব;
কিংবা আমি জিজ্ঞাসা করব, আর তুমি উত্তর দেবে।
তবে, আমার অপরাধ, আমার পাপ কত?
আমাকে দেখাও আমার অধর্ম, আমার পাপ।
তুমি কেন তোমার শ্রীমুখ লুকিয়ে রাখছ?
কেন আমাকে তোমার শত্রু বলে গণ্য করছ?
তুমি কি বাতাসে তাড়িত একটা পাতা সন্ত্রাসিত করবে?
তুমি কি শুষ্ক ঘাসের পিছনে ধাওয়া করবে?
তুমি তো আমার বিরুদ্ধে তিক্ত বিচারদণ্ড জারি করছ,
আমার যৌবনকালের দোষত্রুটি উপস্থিত করছ,

আমার পা বেড়িতে আবদ্ধ করছ,
আমার সমস্ত পদক্ষেপে চোখ রাখছ,
আমার প্রতিটি পদচিহ্ন মেপে নিচ্ছ!

এদিকে আমি পচা কাঠের মত,
পোকায়-কাটা কাপড়ের মত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছি।
হায় রে, মানুষ—নারীজাত যে মানুষ,
স্বল্পায়ু ও অস্থিরতায় পরিপূর্ণ যে মানুষ!
সে ফুলের মত প্রস্ফুটিত হয়ে ম্লান হয়,
ছায়ার মত চলে যায়—সে ক্ষণস্থায়ী!
অথচ তেমন প্রাণীর উপরেই কি তুমি চোখ নিবদ্ধ রাখ?
একেই তোমার বিচারমঞ্চে আহ্বান কর?
অশুচি থেকে শুচির উদ্ভব ঘটাতে পারে এমন সাধ্য কার্ আছে?
কারও নেই!
তার আয়ুর দিনগুলি যখন নিরূপিত,
তার মাসের সংখ্যা যখন তোমার উপরেই নির্ভরশীল,
তুমিই যখন তার জন্য এমন সীমানা স্থাপন করেছ যা লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়,
তখন তার কাছ থেকে দৃষ্টি ফেরাও, তাকে একাই ফেলে রাখ,
দিনমজুরের মত সেও যেন দিনের শেষে একটু সুখ ভোগ করতে পারে।

শ্লোক যোব ১৩:২০,২১; যেরে ১০:২৪ দ্রঃ

প্র প্রভু, আমি তোমার শ্রীমুখ থেকে নিজেকে লুকোব না; তোমার থাবা আমা থেকে দূরে সরিয়ে দাও,
উ তোমার বিভীষিকা যেন আমাকে আর আতঙ্কিত না করে।
প্র প্রভু, আমাকে সংশোধন কর—কিন্তু ন্যায়সঙ্গত ভাবে, ক্রুদ্ধ হয়ে নয়, পাছে তুমি আমাকে টলমান কর;
উ তোমার বিভীষিকা যেন আমাকে আর আতঙ্কিত না করে।

দ্বিতীয় পাঠ - বেরোনার বিশপ সাধু জেনোর ধর্মতত্ত্ব **১৫:২**

যোব খ্রীষ্টের পূর্বদৃষ্টান্ত

প্রিয়তম ভাইবোনেরা, যতটুকু উপলব্ধি করা যায়, যোব ছিলেন খ্রীষ্টের একটা পূর্বদৃষ্টান্ত। তুলনাটা বিশ্লেষণ করলে একথা সত্যাশ্রয়ী বলে প্রমাণিত হবে। ঈশ্বর যোবকে ধর্মময় বলেন। খ্রীষ্টই সেই ধর্মময়তা, যার উৎস থেকে, যারা ধন্য, তারা জল পান করে; দেখ, তাঁর বিষয়ে লেখা আছে, *তোমাদের জন্য উদিত হবেন ধর্মময়তার সূর্য।* যোব সত্যবাদী বলে অভিহিত হলেন। কিন্তু সেই স্বয়ং খ্রীষ্টই প্রকৃত সত্য, যিনি সুসমাচারে বলেন, *আমিই সেই পথ, সেই সত্য ও সেই জীবন।* যোব ধনবান ছিলেন। তবে প্রভুর চেয়ে ধনবান কেই বা আছে? সকল ধনবান মানুষ তাঁরই দাস, সমস্ত বিশ্ব ও সমস্ত প্রকৃতি তাঁরই সম্পদ, যেভাবে পরমধন্য দাউদ বললেন, *প্রভুরই পৃথিবী ও তার যত বস্তু, জগৎ ও জগদ্বাসী সকল।* যোব শয়তান দ্বারা তিনবার পরীক্ষিত হলেন। সুসমাচার-রচয়িতার সাক্ষ্যদান অনুসারে একইপ্রকারে শয়তান তিনবার প্রভুকে পরীক্ষা করতে চেষ্টা করল।

যোব তাঁর সমস্ত সম্পদ হারিয়ে ফেললেন। আমাদের প্রতি ভালবাসার খাতিরে প্রভুও আপন স্বর্গীয় যত সম্পদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করলেন ও নিজেকে ধনহীন করলেন যাতে আমাদের ধনবান করতে পারেন। শয়তান সক্রোধে যোবের সন্তানদের হত্যা করলেন। সেই নির্বোধ ফরিসি জাতিও প্রভুর নবী-সন্তানদের নিহত করল। যোব ক্ষতবিক্ষত ছিলেন। মাংসধারণ করে প্রভুও সমস্ত মানবজাতির পাপরাশির কলঙ্ক পরিধান করলেন।

স্ত্রী যোবকে ঈশ্বরনিন্দা করতে প্ররোচনা দিত। সমাজগৃহও প্রভুকে প্রবীণদের কলুষিত শিক্ষা পালন করতে উসকানি দিত। লেখা আছে, যোবের বন্ধুরা তাঁকে অপমান করত। প্রভুর যাজকেরাও, তাঁর আরাধনা করা যাদের

কর্তব্য ছিল, তাঁকে অপমান করল।

যোব কীটে ভরা আবর্জনার মধ্যে বসে ছিলেন। প্রভুও প্রকৃত একটা আবর্জনার মধ্যে তথা এসংসারের কাদায়, কীটস্বরূপ মানুষদের নানা ফুটন্ত কলুষ ও কুকামনার মাঝে বিক্ষিপ্ত হলেন।

যোব স্বাস্থ্য ও সম্পদ ফিরে পেলেন। পুনরুত্থিত হয়ে প্রভু আপন বিশ্বাসীদের কাছে পরিত্রাণ শুধু নয়, অমরত্বও দান করলেন, ও সমস্ত প্রকৃতির প্রভুত্ব ফিরে পেলেন, যেমন তিনি নিজে সাক্ষ্যদান করে বললেন, *পিতা আমার হাতে সবই তুলে দিয়েছেন।*

যোব হারানো সন্তানদের স্থানে অন্য সন্তানদের জনক হলেন। নবীদের স্থানে প্রভুও ধন্য সন্তান সেই প্রেরিতদূতদের জনক হলেন।

যোব আশিসদানে ধন্য হয়ে শান্তিতে শয়ন করলেন। প্রভু কিন্তু ধন্য থাকেন যুগে যুগে চিরদিন চিরকাল ধরে।

শ্লোক হিব্রু ১২:১-২; ২ করি ৬:৪-৫ দ্রঃ

প্র এসো, আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট সেই দৌড় দৌড়োই।
উ এসো, বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সিদ্ধতার সাধক যীশুর দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি।
প্র এসো, আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে নানা ধরনের ক্লেশ, দুর্গতি, সঙ্কট, প্রহার ও কারাবাস সহ্য করি।
উ এসো, বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সিদ্ধতার সাধক যীশুর দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ বংশ ২২:৫-১৯

প্রভুর গৃহ-নির্মাণ প্রস্তুতি

[মৃত্যু আসন্ন বিধায়] দাউদ ভাবছিলেন, 'আমার ছেলে সলোমনের এখনও বয়স হয়নি, অভিজ্ঞতাও হয়নি, অথচ প্রভুর জন্য যে গৃহ গাঁথবার কথা, তা এমন চমৎকার হতে হবে, যাতে সকল দেশের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ও গরিমাপূর্ণ গৃহ হয়। এই উদ্দেশ্যে আমি নিজেই এখন থেকে তার পূর্বব্যবস্থা করব।' তাই দাউদ নিজ মৃত্যুর আগে বড় বড় ব্যবস্থা করলেন। পরে তিনি তাঁর ছেলে সলোমনকে ডেকে এনে তাঁকে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর জন্য একটা গৃহ গেঁথে তুলতে আজ্ঞা দিলেন। দাউদ সলোমনকে বললেন, 'সন্তান আমার, আমার মনোবাসনা ছিল, আমি আমার পরমেশ্বর প্রভুর নামের উদ্দেশে একটা গৃহ গেঁথে তুলব; কিন্তু প্রভুর এই বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হল: তুমি বেশি রক্ত ঝরিয়েছ, বড় বড় যুদ্ধ করেছ; এজন্য তুমি আমার নামের উদ্দেশে একটা গৃহ গেঁথে তুলবে না, কারণ আমার দৃষ্টিতে তুমি বেশি রক্ত মাটিতে ঝরিয়েছ। দেখ, তোমার একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হবে, সে শান্তিপ্রিয় মানুষ হবে; তার চারদিকের সকল শত্রু থেকে আমি তাকে স্বস্তি দেব; কেননা তার নাম হবে সলোমন, এবং তার দিনগুলিতে আমি ইস্রায়েলকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করব। সে আমার নামের উদ্দেশে একটা গৃহ গেঁথে তুলবে; আমার জন্য সে হবে পুত্র, আর তার জন্য আমি হব পিতা; এবং ইস্রায়েলের উপরে তার রাজাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব চিরকালের মত। এখন, সন্তান আমার, প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুন, যেন তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর জন্য গৃহ নির্মাণে সফল হতে পার, যেমনটি তিনি তোমার বিষয়ে কথা দিয়েছেন। শুধু একটি কথা, প্রভু তোমাকে বিচারবুদ্ধি ও সদ্বিবেচনা মঞ্জুর করুন, ইস্রায়েলের জন্য তোমাকে উপযুক্ত আজ্ঞা দান করুন, যেন তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর বিধান পালন করতে পার। প্রভু ইস্রায়েলের জন্য মোশীকে যে বিধি ও নিয়মনীতি দিয়েছেন, তা সযত্নে পালন করলেই তুমি সফল হবে। বলবান হও, সাহস ধর, ভয় করো না, নিরাশ হয়ো না!

দেখ, আমার দীনতায় আমি প্রভুর গৃহের জন্য এক লক্ষ মণ সোনা, দশ লক্ষ মণ রুপো, অসংখ্য পরিমাণ ব্রঞ্জ ও লোহা ব্যবস্থা করেছি; কাঠ ও পাথরও ব্যবস্থা করেছি; আর তুমি আরও আরও মাল যোগ দেবে। তাছাড়া বহু

বহু কর্মী, পাথরকাটিয়ে, মিস্ত্রী ও কাঠ-শিল্পী, ও সব ধরনের কাজের জন্য সব রকম কর্মদক্ষ লোক তোমাকে সাহায্য করবে; সোনা, রুপো, ব্রঞ্জ, লোহা অপরিমেয় হবে; তাই ওঠ, কাজে লাগ, এবং প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুন।'

পরে দাউদ ইস্রায়েলের সমস্ত জননেতাদের তাঁর সন্তান সলোমনকে সাহায্য দান করতে আজ্ঞা দিলেন; তাঁদের বললেন, 'তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু কি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেননি? তিনি কি সবদিকে তোমাদের স্বস্তি দেননি? আসলে তিনি এর মধ্যে অঞ্চলের অধিবাসীদের আমার হাতে দিয়েছেন; হ্যাঁ, দেশ প্রভুর ও তাঁর আপন জনগণের কাছে বশ্যতা স্বীকার করছে। সুতরাং তোমরা এখন তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর অন্বেষায় আপন আপন হৃদয় ও প্রাণ নিবিষ্ট রাখ। তবে ওঠ, প্রভু পরমেশ্বরের পবিত্রধাম গেঁথে তোল, যেন প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা ও পরমেশ্বরের পবিত্র পাত্রগুলো সেই গৃহে আনতে পার, যা প্রভুর নামের উদ্দেশে নির্মিত।'

শ্লোক ১ বংশ ২২:১৯; সাম ১৩২:৭; ইসা ৫৬:৭ দ্রঃ

প্র সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে প্রভু পরমেশ্বরের পবিত্রধাম গেঁথে তোল।
উ এসো, তাঁর আবাসে যাই, তাঁর পাদপীঠে প্রণিপাত করি।
প্র আমার গৃহকে বলা হবে সকল জাতির জন্যই প্রার্থনা-গৃহ।
উ এসো, তাঁর আবাসে যাই, তাঁর পাদপীঠে প্রণিপাত করি।

দ্বিতীয় পাঠ - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **১২:১৩-১৪**

পবিত্রই ঈশ্বরের মন্দির—আর তোমরাই তো সেই মন্দির

পিতা ও আমি তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান। অতএব তোমার দরজা খুলে দাও, তোমার আত্মার অন্তরতম স্থান সম্পূর্ণ ভাবে উন্মুক্ত কর, তিনি যেন সরলতার ঐশ্বর্য, শান্তির সিন্দুক ও অনুগ্রহের মাধুর্য দেখতে পান। হৃদয় প্রসারিত কর, এগিয়ে যাও সেই সনাতন আলোর সূর্যের দিকে, যে আলো সকল মানুষকে আলোকিত করে। সেই আলোর উদ্ভাস সকলেরই জন্য বটে, কিন্তু যে কেউ জানালা বন্ধ রাখে, সে নিজে থেকেই সেই সনাতন জ্যোতি থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে।

অতএব তুমি তোমার আত্মার দরজা বন্ধ রাখ আর খ্রীষ্ট বাইরে পড়ে থাকবেন! তাঁকে ঢুকতে দেবে না যদিও কারও তেমন সাধ্য নেই, তিনি তবু বিরক্ত করার জন্য ঢুকতে রাজি নন; যে কেউ তাঁকে চায় না, তিনি জোর করে তার সম্মতি আদায় করতে পছন্দ করেন না। কুমারী থেকে জাত হয়ে তিনি তাঁর গর্ভ ছেড়ে বেরিয়ে এসে সমগ্র জগৎকে উদ্ভাসিত করলেন সবাই যেন আলোকিত হতে পারে। যে আলোর প্রভাকে কোন রাত্রি নিবাতে পারে না, যারা সেই সনাতন প্রভার কিরণ দেখবার আকাঙ্ক্ষা করে, তারাই শুধু তাঁকে গ্রহণ করতে পারে। আসলে আমাদের দৈহিক অভিজ্ঞতার সূর্য রাতে অন্ধকারকে নিজ স্থান ছেড়ে দেয়, ধর্মময়তার সূর্যের কিন্তু অস্ত নেই, কারণ শঠতা কখনও প্রজ্ঞার স্থান দখল করতে পারবে না।

সুখী সেই মানুষ, যার দরজায় খ্রীষ্ট করাঘাত করেন! আমাদের দরজা হল বিশ্বাস; দরজা শক্ত হলে সমস্ত ঘর নিরাপদ। এ দরজা দিয়েই তো খ্রীষ্ট ঢোকেন। এজন্য পরম গীতে মণ্ডলীও বলেন, *একটা শব্দ! আমার প্রেমিক দরজায় ঘা দিচ্ছে।* যিনি করাঘাত করছেন, তাঁকে শোন; যিনি প্রবেশ করতে ইচ্ছা করেন, তাঁকে শোন: *দরজা খুলে দাও, বোন আমার, সখী আমার, কপোতী আমার, শুদ্ধমতী আমার; কারণ আমার মাথা ভিজে গেছে শিশিরে, আমার কেশরাশি রাত্রির জলবিন্দুতে।*

সেই সময়ের কথা ভাব যখন ঐশবাণী উত্তরোত্তর তোমার দরজায় ঘা দেন: তাঁর মাথা তো রাত্রির শিশিরে ভিজা আছে, কেননা তিনি তাদের কাছে এসে দেখা দেন যারা নিপীড়নে ও প্রলোভনে রয়েছে, যাতে দুশ্চিন্তায় পরাভূত হয়ে কেউই পতিত না হয়। সুতরাং তাঁর মাথা তখনই শিশিরের জলবিন্দুতে পূর্ণ, যখন তাঁর দেহ কষ্টভোগ করে। তবে এসো, সতর্ক থাকি, নইলে বর এসে দরজা বন্ধ পেলে চলে যেতেও পারেন। কেননা তুমি নিদ্রাগত হলে ও তোমার হৃদয় জাগ্রত না হলে তিনি করাঘাত না করেও চলে যান। কিন্তু তোমার হৃদয় জাগ্রত হলে, করাঘাত ক'রে তিনি চান আমরা যেন দরজা খুলে দিই। সুতরাং এসো, আমাদের আত্মার দরজা খুলে দিই,

সেই প্রবেশদ্বারও খুলে দিই, যা সম্বন্ধে শাস্ত্র বলে, *হে নেতৃবৃন্দ, তোরণদ্বারের শির উত্তোলন কর; উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার; প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা।* তুমি তোমার বিশ্বাসের এ তোরণদ্বার খুলতে রাজি হলে, তবেই গৌরবের রাজা তাঁর যন্ত্রণাভোগের জয়ধ্বজা বহন ক'রে তোমার ঘরে প্রবেশ করবেন। ধর্মময়তারও তোরণদ্বার আছে; এ দ্বার সম্বন্ধেও আমরা শাস্ত্রে এমন কথা পাই যা প্রভু যীশু নবীর মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলেন, *আমার জন্য খুলে দাও ধর্মময়তার তোরণদ্বার,* এবং অন্যত্র লেখা আছে, *যেরুসালেম! প্রভুর মহিমাকীর্তন কর; সিয়োন! তোমার পরমেশ্বরের প্রশংসা কর, তিনি যে সুদৃঢ় করলেন তোমার দ্বারের অর্গল।*

সুতরাং আত্মার দরজা আছে, প্রবেশদ্বারও আছে; এ দরজায়, এ প্রবেশদ্বারেই এখন খ্রীষ্ট এসে করাঘাত করছেন। তাঁর জন্য দরজা খুলে দাও; তিনি তো ঢুকতে চান, তাঁর কনেকে জাগ্রতই দেখতে চান।

শ্লোক প্রত্যা ৩:২০; মথি ২৪:৪৬

প্র দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ঘা দিচ্ছি; আমার গলা শুনে কেউ যদি দরজাটা খুলে দেয়,
উ আমি তার কাছে প্রবেশ করব, তার সঙ্গে ভোজে বসব আর সেও বসবে আমার সঙ্গে।
প্র সুখী সেই দাস, যাকে তার প্রভু এসে তার নিজের কাজে ব্যস্ত পাবেন:
উ আমি তার কাছে প্রবেশ করব, তার সঙ্গে ভোজে বসব আর সেও বসবে আমার সঙ্গে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোব ১৮:১-২১

বিল্দাদের উপদেশ: দুর্জনের অপরিহার্য নিয়তি

শুয়াহ্-নিবাসী বিল্দাদ একথা বললেন:

আর কতকাল তোমরা কথা সংযত রাখবে?
চিন্তা কর, পরে কথা বলব।
পশু বলে পরিগণিত হওয়ায় আমাদের কী লাভ?
তোমাদের চোখে আমরা কেন পাষণ্ড বলে দাঁড়াব?
তুমি তো ক্রোধে নিজেকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করতে পার,
কিন্তু তোমার খাতিরে পৃথিবী পরিত্যক্ত হবে না,
গিরি-শৈলও নিজেদের জায়গা থেকে সরে যাবে না!
দুর্জনের আলো নিশ্চয়ই নিভে যাবে,
তার বাতির শিখাও নিস্তেজ হয়ে পড়বে।
তার তাঁবুতে আলো অন্ধকার হবে,
যে প্রদীপ তার উপর আলো ছড়ায়, তাও নির্বাপিত হবে।
তার চলার তেজ খর্ব হবে,
তার নিজের কল্পনা-ঝল্পনা তার পতন ঘটাবে,
কারণ তার পা জালে জড়িয়ে পড়বে,
সে ফাঁদের উপরে পা বাড়াবে।
তার পাদমূল ফাঁসে আবদ্ধ হবে,
ফাঁদ ছুটবে, আর সে ধরা পড়বে।
তার জন্য ফাঁস মাটিতে লুক্কায়িত রয়েছে,
তার চলার পথে জাল পাতা আছে।
বিভীষিকা সবদিক দিয়ে তাকে আতঙ্কিত করছে,
তার পিছু পিছু তাকে ধাওয়া করছে।

ক্ষুধা হবে তার সঙ্গী,
সর্বনাশ তার পাশে পাশে দাঁড়িয়ে আছে।
অসুখ তার চামড়া গ্রাস করবে,
মৃত্যুর জ্যেষ্ঠ পুত্র তার সর্বাঙ্গ খেয়ে ফেলবে।
যার উপর তার ভরসা ছিল, তার সেই তাঁবু থেকে তাকে উপড়ে ফেলা হবে,
তখন বিভীষিকা-রাজের কাছে তাকে টেনে নেওয়া হবে।
তুমি তার তাঁবুতে বাস করতে পারবে—তার উপর তার আর অধিকার নেই;
তার আবাসে গন্ধক ছড়িয়ে দেওয়া হবে।
নিচে তার শিকড় শুষ্ক হবে,
উপরে তার শাখা কেটে ফেলা হবে।
তার স্মৃতি পৃথিবী থেকে লুপ্ত হবে,
রাস্তা-ঘাটে তার নামের উল্লেখ আর হবে না।
আলো থেকে অন্ধকারে বিতাড়িত হয়ে
সে সংসার থেকে বিচ্যুত হবে।
তার স্বজাতীয়দের মধ্যে তার আর থাকবে না সন্তানসন্ততি, থাকবে না বংশ,
তার আবাসের স্থানে একজনমাত্রও অবশিষ্ট থাকবে না।
তার পরিণামের জন্য পাশ্চাত্যের মানুষ স্তম্ভিত হবে,
ভয়ে প্রাচ্যের মানুষ রোমাঞ্চিত হবে।
এই তো শঠতার দশা,
যে কেউ ঈশ্বরকে জানে না, এই তো তার আবাস।

শ্লোক যোব ৯:১২-১৪; রো ৯:২০

প্র ঈশ্বর কেড়ে নিলে কে তাঁকে বাধা দেবে? কে তাঁকে বলবে: কী করছ তুমি? পরমেশ্বর তাঁর ক্রোধ ফিরিয়ে নেন না; সমর্থকেরাও তাঁর পদতলে জড়সড়।

উ তবে আমিই কি তাঁকে প্রত্যুত্তর দেব?

প্র কুমোরের গড়া পাত্র কি কুমোরকে বলতে পারে, আমাকে কেন এভাবে গড়েছ?

উ তবে আমিই কি তাঁকে প্রত্যুত্তর দেব?

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'স্বীকারোক্তি' **১১শ পুস্তক ২:৩—৩:৫**

দেখ, তোমার কণ্ঠ আমার আনন্দ

দিনও তোমার, রাতও তোমার: তুমি সঙ্কেত দিলেই ক্ষণধারা কেটে যায়। তাই তুমি তোমার বিধানের গোপন তত্ত্বে আমাদের ধ্যানের জন্য সময় বিস্তারিত কর; যারা করাঘাত করে, তাদের বিরুদ্ধে দরজা রুদ্ধ করো না। কেননা তুমি এমনটি চাওনি, তত পৃষ্ঠার গুপ্ত তত্ত্ব বৃথাই লিখিত হবে; নাকি সেই বনরাশির এমন হরিণ নেই, যে হরিণগুলি সেই বনের মধ্যে আশ্রয় নেয়, আরাম পায়, হেঁটে বেড়ায়, চারণ করে, শয়ন করে, জাবর কাটে?

প্রভু, আমার মধ্যে তোমার কাজ সম্পন্ন কর, সেই পৃষ্ঠাগুলোর অর্থ আমার কাছে প্রকাশ কর। দেখ, তোমার কণ্ঠ আমার আনন্দ, তোমার কণ্ঠ সমস্ত অভিলাষের উর্ধ্বে। আমি যা ভালবাসি, তা আমাকে দান কর; আমি সত্যিই ভালবাসি। আর এই সমস্ত কিছু তোমারই দান। তোমার নিজের দানগুলি এমনি ফেলে রেখো না, তৃষ্ণার্ত তোমার এ তৃণ হেয়জ্ঞান করো না। তোমার পবিত্র গ্রন্থে যা কিছু পাব, তার জন্য আমি যেন তোমার স্তুতি করি ও *প্রশংসাগানের সুর যেন শুনতে পাই;* জল যে তুমি, আমি যেন তোমাকেই পান করি, ও তোমার বিধানের অপরূপ কীর্তি যেন ধ্যান করি সেই আদি থেকেই যখন তুমি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী গড়েছ সেই শাশ্বত রাজ্য পর্যন্ত যেখানে তোমার পবিত্র নগরীতে তোমার সঙ্গে বাস করব।

প্রভু, আমাকে দয়া কর, আমার বাসনা পূর্ণ কর, কারণ আমি মনে করি তা পার্থিব নয়; আমি তো আমাদের

জীবনযাত্রায় সোনা কি রুপো কি রত্না, বা সুসজ্জা কিংবা সম্মান কি ক্ষমতা বা জৈব কামনা, এমনকি দৈহিক প্রয়োজনেরও বাসনা করছি না—এ সমস্ত কিছু এমন, যা তোমার রাজ্য ও ন্যায়ের অন্বেষণ করলে আমাদের বাড়তি হিসাবে দেওয়া হবে।

ঈশ্বর আমার, দেখ আমার কেমন বাসনা। প্রভু, দুর্জনেরা আনন্দজনক কথা আমার কাছে বর্ণনা করল, কিন্তু তোমার বিধান অনুসারে নয়। আর দেখ, এই তো আমার বাসনা। হে পিতা, দেখ, লক্ষ কর, চেয়ে দেখ, সম্মতি দাও; তোমার প্রসন্নতার খাতিরে আমি যেন তোমার দয়ার সামনে তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হতে পারি, আমি দরজায় করাঘাত করলে আমার কাছে যেন তোমার বচনগুলির রহস্য উন্মোচিত হয়। আমি তোমাকে মিনতি জানাই তোমার পুত্র আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের দ্বারা যিনি *তোমার ডান হাতের মানুষ, সেই মানবপুত্র যাঁকে তুমি নিজের জন্য শক্তিশালী করেছ,* তোমার ও আমাদের সেই মধ্যস্থ যাঁর দ্বারা তুমি আমরা যারা তোমার অন্বেষণ করতাম না আমাদের অন্বেষণ করেছ—হ্যাঁ, তুমি আমাদের অন্বেষণ করেছ আমরা যেন তোমার অন্বেষণ করি। তিনি তোমার সেই বাণী, যাঁর দ্বারা তুমি সেই সমস্ত কিছু গড়েছ যার মধ্যে আমাকেও গড়েছ; তিনি তোমার একমাত্র পুত্র, যাঁর দ্বারা তুমি বিশ্বাসীদের সেই জনগণকে দত্তকপুত্রত্বে আহ্বান করেছ যাদের মধ্যে আমাকেও আহ্বান করেছ। তাঁরই দ্বারা আমি তোমাকে মিনতি জানাই যিনি তোমার ডান পাশে আসীন, যিনি আমাদের হয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করেন, যাঁর মধ্যে *প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সমস্ত ধন নিহিত।* তেমন ধন-ঐশ্বর্যই আমি তোমার গ্রন্থগুলিতে অন্বেষণ করি।

আমি যেন শুনতে ও উপলব্ধি করতে পারি কেমন করে তুমি আদিতে আকাশ ও পৃথিবী গড়েছ। মোশী একথা লিখলেন—তা লিখে তিনি চলে গেলেন, এখানকার মধ্য দিয়ে তিনি তোমা থেকে তোমারই কাছে পেরিয়ে গেলেন, তাই তিনি এখন আমার সামনে আর নন; তিনি থাকলে, আমি তাঁকে ধরে রাখতাম, তাঁকে মিনতি করতাম, তোমার নামে তাঁকে অনুরোধ করতাম তিনিই যেন এ সমস্ত কিছু আমার কাছে ব্যক্ত করেন; ও তাঁর ওষ্ঠের স্বরধ্বনি কান পেতে শুনতাম। কিন্তু তবু হিব্রু ভাষায় কথা বলাতে তিনি বৃথাই আমার কর্ণযুগোলে করাঘাত করতেন—কিছুই আমার উপলব্ধি স্পর্শ করতে পারত না! তিনি কিন্তু লাতিন ভাষায় কথা বললে, তবে তিনি যা বলতেন আমি তা বুঝতে পারতাম। ফলে, যেহেতু আমি তাঁকে প্রশ্ন করতে পারি না, সেজন্য তিনি যাঁতে পরিপূর্ণ হয়ে সত্যাশ্রয়ী কথা বললেন, আমি সেই তোমাকেই, হে সত্য, মিনতি করি, তোমাকেই, ঈশ্বর আমার, মিনতি করি: আমার পাপরাশি ক্ষমা কর; আর তুমি যখন তোমার সেই দাসকে এ সমস্ত কিছু বলতে দিয়েছ, তখন আমাকেও এ সমস্ত উপলব্ধি করতে দাও।

শ্লোক সাধু আগস্তিনের স্বীকারোক্তি; লুক ১৯:১০

প্র হে সৌন্দর্য, এত প্রাচীন ও এত নবীন, তোমাকে আমি বিলম্বে ভালবেসেছি, হায় হায়, তোমাকে বিলম্বেই ভালবেসেছি!

উ তুমি ডাকলে, চিৎকার করেই ডাকলে—আমার বধিরতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করলে।

প্র যা হারানো ছিল, তা খুঁজতে ও পরিত্রাণ করতেই মানবপুত্র এসেছেন।

উ তুমি ডাকলে, চিৎকার করেই ডাকলে—আমার বধিরতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করলে।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ রাজা ১:১১-৩৫; ২:১০-১২

দাউদ রাজপদে উত্তরসূরী বলে সলোমনকে বেছে নেন

সেসময়, নাথান সলোমনের মাতা বেথশেবাকে বললেন, 'আপনি কি একথা শোনেননি যে, হাগিতের সন্তান আদোনিয়া রাজ্যভার নিয়েছে আর আমাদের প্রভু দাউদ রাজা তা আদৌ জানেন না? আচ্ছা, আমি আপনাকে একটা পরামর্শ দিই, যেন আপনি নিজের প্রাণ ও সলোমনের প্রাণ বাঁচাতে পারেন। চলুন, দাউদ রাজাকে গিয়ে

বলুন, আমার প্রভু মহারাজ, আপনি কি শপথ করে আপনার এই দাসীকে বলেননি: আমার পরে আমার ছেলে সলোমন আমার সিংহাসনে বসে রাজত্ব করবে? তবে কেন আদোনিয়া রাজ্যভার নিয়েছে? দেখুন, আপনি সেখানে রাজার সঙ্গে নিজের কথা বলতে বলতেই আমিও আপনার পিছু পিছু এসে আপনার কথা সপ্রমাণ করব।'

বেথশেবা রাজ-কক্ষে এসে উপস্থিত হলেন; সেসময়ে রাজার বেশ বয়স হয়েছিল, এবং শুনেমের আবিশাগ রাজার সেবা করছিল। বেথশেবা মাথা নত করে রাজার সামনে প্রণিপাত করলেন; তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কি?' তিনি উত্তরে বললেন, 'প্রভু আমার, আপনি আপনার পরমেশ্বর প্রভুর দিব্যি দিয়ে শপথ করে আপনার এই দাসীকে বলেছিলেন: আমার পরে আমার ছেলে সলোমন আমার সিংহাসনে বসে রাজত্ব করবে। কিন্তু এখন এই যে সেই আদোনিয়া রাজ্যভার নিয়েছে, আর আপনি, প্রভু আমার, তাও জানেন না। সে বহু বহু বলদ, নধর বাছুর ও মেষ বলিদান করে সকল রাজপুত্রকে, যাজক আবিয়াথারকে ও সেনাপতি যোয়াবকে নিমন্ত্রণ করেছে, কিন্তু আপনার দাস সলোমনকে নিমন্ত্রণ করেনি। অথচ, হে আমার প্রভু মহারাজ, সমস্ত ইস্রায়েলের চোখ আপনার উপরেই নিবদ্ধ, আপনিই তো লোকদের জানিয়ে দেবেন আপনার পরে আমার প্রভু মহারাজের সিংহাসনে কে বসবে। নইলে আমার প্রভু মহারাজ যখন পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা যাবেন, তখন আমি ও আমার ছেলে সলোমন অপরাধী বলে গণ্য হব।'

তিনি রাজার সঙ্গে কথা বলছেন, এমন সময় নাথান নবী ভিতরে এলেন। রাজাকে বলা হল, 'নাথান নবী এখানে উপস্থিত।' তিনি রাজার সামনে এসে মাটিতে উপুড় হয়ে রাজার সামনে প্রণিপাত করলেন। নাথান বললেন, 'আমার প্রভু মহারাজ, আপনি কি এই কথা জারি করেছিলেন: আমার পরে আদোনিয়া আমার সিংহাসনে বসে রাজত্ব করবে? বাস্তবিকই সে আজ গিয়ে বহু বহু বলদ, নধর বাছুর ও মেষ বলিদান করে সকল রাজপুত্রকে, সেনাপতিকে ও যাজক আবিয়াথারকে নিমন্ত্রণ করেছে। ঠিক এই মুহূর্তে তারা তার সাক্ষাতে খাওয়া-দাওয়া করছে, আর চিৎকার করে বলছে: রাজা আদোনিয়া দীর্ঘজীবী হোন! কিন্তু আপনার দাস যে আমি, এই আমাকে ও যাজক সাদোককে এবং যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়াকে ও আপনার দাস সলোমনকে সে নিমন্ত্রণ করেনি। এমনটি কি হতে পারে যে, এসব কিছু আমার প্রভু মহারাজের সম্মতিতেই হচ্ছে, এবং আপনি আপনার পরিষদদের জানাননি, আমার প্রভু মহারাজের পরে কে আপনার সিংহাসনে বসবে?'

দাউদ রাজা উত্তরে বললেন, 'বেথশেবাকে আমার কাছে ডেকে আন!' তিনি রাজার কাছে এলেন, এবং রাজার সামনে দাঁড়াতেই রাজা এই বলে শপথ করলেন, 'যিনি সমস্ত সঙ্কট থেকে আমার প্রাণ মুক্ত করেছেন, সেই জীবনময় পরমেশ্বরের দিব্যি! ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর দিব্যি দিয়ে আমি তোমার কাছে যেমন শপথ করে বলছিলাম যে, আমার পরে তোমার ছেলে সলোমনই আমার পদে আমার সিংহাসনে বসে রাজত্ব করবে, আমি আজ তেমন কাজই করব।' বেথশেবা মাথা নত করে মাটিতে উপুড় হয়ে রাজার সামনে প্রণিপাত করে বললেন, 'আমার প্রভু দাউদ রাজা চিরজীবী হোন!'

দাউদ রাজা বললেন, 'যাজক সাদোককে, নবী নাথানকে ও যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়াকে আমার কাছে ডেকে আন।' তাঁরা রাজার সামনে এসে উপস্থিত হলেন। রাজা তাঁদের বললেন, 'তোমরা তোমাদের প্রভুর রক্ষীদলকে সঙ্গে নিয়ে আমার ছেলে সলোমনকে আমার নিজের খচ্চরীর পিঠে বসিয়ে গিহোনে নেমে যাও। সেখানে যাজক সাদোক ও নবী নাথান তাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে অভিষিক্ত করবেন; তারপর তোমরা তুরি বাজিয়ে বলবে: রাজা সলোমন দীর্ঘজীবী হোন! পরে তার পিছু পিছু ফিরে এসো; সে এসে আমার সিংহাসনে বসবে ও আমার পদে রাজা হবে, কেননা আমি ইস্রায়েল ও যুদার উপরে তাকেই জননায়ক রূপে নিযুক্ত করলাম।'

দাউদ তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে দাউদ-নগরীতে সমাধি দেওয়া হল। দাউদ ইস্রায়েলের উপরে মোট চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন: হেব্রোনে সাত বছর, তারপর যেরুসালেমে তেত্রিশ বছর। পরে সলোমন তাঁর পিতা দাউদের সিংহাসনে বসলেন, এবং তাঁর রাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হল।

শ্লোক পরম গীত ৩:১১; সাম ৭২:১,২ দ্রঃ

প্র হে সিয়োন কন্যারা, বেরিয়ে এসো, সলোমন রাজাকে দেখতে এসো; তিনি সেই মুকুটে ভূষিত, যা তাঁর মা তাঁর মাথায় পরিয়ে দিয়েছিলেন

উ তাঁর মনের আনন্দের দিনে।

প্র পরমেশ্বর, রাজাকে তোমার সুবিচার প্রদান কর; তিনি তোমার নিঃস্বদের সততার সঙ্গে পালন করুন

উ তাঁর মনের আনন্দের দিনে।

দ্বিতীয় পাঠ - চতুর্থ শতব্দীর প্রাচীন উপদেশ **১৭শ উপদেশ, ১-৪**

অভিষেক লাভের ফলে
খ্রীষ্টভক্তরা খ্রীষ্টের ক্রুশের প্রতি নিত্য উৎসর্গীকৃত

সেই সিদ্ধতা-প্রাপ্ত খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা, যারা পরমসিদ্ধি লাভ করতে ও রাজার পরিজন হতে যোগ্য হল, তারা খ্রীষ্টের ক্রুশের প্রতি নিত্য উৎসর্গীকৃত। কেননা যেমন নবীদের সময়ে তৈলাভিষেক ছিল এমন অতিমূল্যবান ব্যাপার যা দিয়ে রাজারা ও নবীরাই অভিষিক্ত হতেন, তেমনি এখন যারা আত্মিক মানুষ, তারা স্বর্গীয় তৈলাভিষেকে অভিষিক্ত হয়ে অনুগ্রহ দ্বারা খ্রীষ্টবিশ্বাসী হয়ে ওঠে যাতে তারাই হন স্বর্গীয় রহস্যগুলির রাজা ও নবী। এমনকি এরাই পুত্র, প্রভু ও ঈশ্বর, যারা ক্রীতদাস, বন্দি, নিন্দার পাত্র, ক্রুশবিদ্ধ ও অভিষিক্ত।

যার তেল পার্থিব ও দৃশ্যময় গাছ থেকে বের করা, সেই তৈলাভিষেক যখন এমন মহাশক্তির অধিকারী ছিল যে, তা দ্বারা যারা অভিষিক্ত তারা অতুলনীয় মর্যাদা গ্রহণ করত—কেননা তখন এ নিয়ম ছিল যে, রাজারাই অভিষিক্ত হবেন—আর যখন স্বয়ং দাউদও অভিষিক্ত হওয়া মাত্র নির্যাতন ও কষ্ট ভোগ করতে লাগলেন ও কেবল সাত বছর পরেই রাজপদ গ্রহণ করলেন, তখন আন্তর-আত্মিক মানুষ অনুসারে যারা পবিত্রতা ও আনন্দ দানকারী এই স্বর্গীয় ও আত্মিক আনন্দ-তেলে অভিষিক্ত, তারা কতই না মহত্তর কারণে সেই অক্ষয়শীল রাজ্যের চিহ্ন ও শাশ্বত শক্তির অগ্রিম দান তথা স্বয়ং সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করবেন!

জীবনবৃক্ষ সেই যীশুখ্রীষ্ট থেকে ও স্বর্গীয় গাছ থেকে বের করা তেলে অভিষিক্ত হয়ে তারাই পরমসিদ্ধি তথা রাজ্য ও দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে যোগ্য; কেননা যারা স্বর্গীয় রাজার ঘনিষ্ঠ, তারা সর্বশক্তিমানের আস্থায় ভূষিত হয়ে তাঁর সেই প্রাসাদে প্রবেশ করে যেখানে স্বর্গদূতেরা ও পুণ্যজনদের আত্মা বাস করেন। ভাবী যুগে তাদের জন্য প্রস্তুত সেই উত্তরাধিকারের পূর্ণতা এখনও লাভ করে না থাকলেও তবু গৃহীত অগ্রিম দান দ্বারা তারা সেই উত্তরাধিকার পাবে বলে সুনিশ্চিত—তারা যেন ইতিমধ্যেই মুকুটভূষিত ও রাজ্যের চাবিকাঠির অধিকারী। তাছাড়া, তাদের যে খ্রীষ্টের সঙ্গে রাজত্ব করার কথা, আত্মার প্রচুর আস্থার খাতিরে তারা তা অসাধারণ ও অভিনব ব্যাপার বলে গণ্য করে না, তাতে আশ্চর্যান্বিতও নয়। কেন? কারণ এখনও দেহে থেকেও তারা সেই আনন্দ, মাধুর্য ও শক্তির অধিকারী, যা পবিত্র আত্মারই সম্পদ।

ভাবী যুগে যাদের রাজত্ব করার কথা, সেই খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের পক্ষে অভিনব ও অপ্রত্যাশিত বলতে কিছু নেই, কারণ তারা আগে থেকেই অনুগ্রহের রহস্যগুলি জ্ঞাত। কেননা মানুষ যখন প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করেছিল, শয়তান তখন সকল আত্মাকে অন্ধকারময় আবরণে আবৃত করেছিল; পরবর্তীতে কিন্তু অনুগ্রহ এসে সেই আবরণ ছিঁড়ে দিল, যাতে করে আত্মা আদিকালীন শুদ্ধতা ও স্বকীয় স্বরূপে তথা শুদ্ধ ও অনিন্দ্য প্রকৃতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে শুদ্ধ চোখ দিয়ে চিরকালের মত ও শুদ্ধতা সহকারে প্রকৃত আলোর গৌরব দর্শন করতে পারে—দর্শন করতে পারে ধর্মময়তার সেই প্রকৃত সূর্য যিনি তার নিজের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে উজ্জ্বল দীপ্তিতে দীপ্তিমান।

আর যেমন এই ক্ষয়শীল সংসারের সমাপ্তিতে ধার্মিকেরা ভাবী রাজ্যে আলো ও গৌরবে নিমজ্জিত হয়ে প্রতিশ্রুতি অনুসারে পিতার ডান পাশে চিরগৌরবময় খ্রীষ্টেই মাত্র চোখ নিবদ্ধ রাখবে, তেমনি এসংসার থেকে যাদের কেড়ে নেওয়া হয় ও স্বর্গে গ্রহণ করা হয়, তারা সেখানে যা কিছু সুন্দর ও আকর্ষণীয় তা দর্শন করবে। কেননা আমরা যারা এখনও পৃথিবীতে রয়েছি, আন্তর-আত্মিক মানুষ অনুসারে ইতিমধ্যেই যেন ভাবী যুগে জীবনযাপন করায়, স্বর্গেই আমাদের সাহচর্য।

শ্লোক ১ যোহন ২:২০,২৭; ২ করি ১:২১-২২

℣ তোমাদের কিন্তু এমন তৈলাভিষেক আছে, যা সেই পবিত্রজনের কাছ থেকে পেয়েছ,—হ্যাঁ, তোমরা সকলেই একথা জান।

℟ তোমরা তাঁর কাছ থেকে যে তৈলাভিষেক পেয়েছ, তা তোমাদের অন্তরে রয়েছে, আর তোমাদের এমন প্রয়োজন নেই যে, কেউ তোমাদের শিক্ষা দেবে।

℣ ঈশ্বর তৈলাভিষেকে আমাদের অভিষিক্ত করেছেন, আমাদের চিহ্নিতও করেছেন তাঁর আপন মুদ্রাঙ্কনে এবং অগ্রিম হিসাবে আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন।

℟ তোমরা তাঁর কাছ থেকে যে তৈলাভিষেক পেয়েছ, তা তোমাদের অন্তরে রয়েছে, আর তোমাদের এমন প্রয়োজন নেই যে, কেউ তোমাদের শিক্ষা দেবে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোব ১৯:১-২৯

আশাভ্রষ্ট যোব আশা ফিরে পান

যোব উত্তরে একথা বললেন:

আর কতক্ষণ তোমরা আমার প্রাণে পীড়া দেবে?
আর কতক্ষণ তোমাদের বক্তৃতায় আমাকে চূর্ণ করবে?
এই দশ দশবার আমাকে অপমান করেছ,
লজ্জাবোধ না করে আমার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছ!
আর যদিও আমি পথভ্রষ্ট হয়েছি,
তবুও আমার ভ্রান্তি আমার নিজেরই ব্যাপার।
আর যদি তোমরা আমার উপরে এত দর্প করতে চাও,
যদি আমার গ্লানি আমার বিরুদ্ধেই ব্যবহার করতে চাও,
তবে জেনে রাখ, ঈশ্বরই আমার প্রতি অন্যায় করেছেন!
তিনিই তাঁর আপন জালে আমাকে জড়িয়ে নিয়েছেন।
দেখ, আমি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে চিৎকার করি, কিন্তু সাড়া পাই না;
সহায়তা যাচনা করি, কিন্তু কোন বিচার হয় না।
আমার পথে তিনি এমন প্রাচীর দিয়েছেন, যা আমি অতিক্রম করতে অক্ষম,
আমার রাস্তায় অন্ধকার পেতে দিয়েছেন।
তিনি খুলে নিয়েছেন আমার গৌরব-বসন,
আমার মাথা থেকে তুলে নিয়েছেন মুকুট।
আমাকে নিঃশেষ করার জন্য তিনি চারদিক থেকে আমাকে আক্রমণ করছেন,
গাছের মত আমার প্রত্যাশা উপড়ে ফেলছেন।
তিনি আমার উপর তাঁর ক্রোধ জ্বালিয়েছেন,
আমাকে তাঁর বিরোধী বলে গণ্য করছেন।
তাঁর যত সৈন্যদল সবাই মিলে এগিয়ে আসছে,
আমাকে লক্ষ্যবস্তু করেই পথ চলছে,
শিবিরটা আমার তাঁবুর চারপাশেই বসানো।
তিনি আমার ভাইদের আমা থেকে দূরে রেখেছেন,
আমার পরিচিতেরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা আমাকে ত্যাগ করেছে,
আমার নিজের অতিথিরা আমার কথা ভুলে গেছে।
আমার বাড়ির দাসীরা আমার প্রতি অপরিচিতের মত ব্যবহার করছে,
তাদের চোখে আমি অচেনা মানুষ হয়ে গেছি।
আমার দাসকে ডাকি—কৈ, সে উত্তর দেয় না;
আমাকেই তার দয়ার পাত্র হতে হচ্ছে।
আমার শ্বাস আমার বধূর বিতৃষ্ণার ব্যাপার,
আমার সহোদরদের কাছে আমি বিতৃষ্ণার বস্তু।
ছেলেদের কাছেও আমি ঘৃণার বিষয়,
আমি উঠে দাঁড়ালে তারা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করে।
আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা সকলে আমাকে বিভীষিকার মত দেখে,
আমার প্রিয়জনেরাও এখন আমার প্রতি বিমুখ।
হাড় চামড়ায় লেগে গেছে,
কেবল আমার দাঁতের চামড়াই রেহাই পেয়েছে!
বন্ধু আমার, তোমরাই আমাকে দয়া দেখাও, দয়া দেখাও!
কারণ ঈশ্বরের হাত এবার আমাকে আঘাত করেছে।
ঈশ্বরের মত কেন তোমরাও আমাকে পীড়ন করছ?
আমার মাংস গ্রাস করায় তোমরা কি কখনও ক্ষান্ত হবে না?
আহা, কেউ যদি আমার এই সমস্ত কথা লিখে রাখত,
সেই কথা যদি কোন পুস্তকে লিপিবদ্ধ হত,
তা যদি লোহার বাটালি ও সীসা দিয়ে
চিরকালের মত পাথরে খোদাই করা হত!
আমি জানি, আমার মুক্তিসাধক জীবিতই আছেন!
আমি জানি, সেই চরমদিনে তিনি ধুলার উপরে উঠে দাঁড়াবেন!
আমার এই চর্ম বিনষ্ট হওয়ার পর
আমার এই মাংসেই আমি ঈশ্বরকে দেখতে পাব।
আমি, আমি নিজেই তাঁকে দেখতে পাব;
আমারই চোখ তাঁর দর্শন পাবে,—এই আমি, অন্যে নয়!
হৃদয় বুকের মধ্যে ক্ষীণ হয়ে আসে।
যখন তোমরা বল, 'আমরা কেমন করে তাকে নির্যাতন করব?
বিচারে কী অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আনতে পারি?'
তখন তোমরা নিজেরাই সেই খড়্গ ভয় কর,
কারণ ক্রোধ খড়্গের আঘাতে দণ্ড দেবে;
আর তখন তোমরা এ জানতে পারবে যে, নিশ্চয়ই বিচার আছে!

শ্লোক যোব ১৯:২৫-২৭

প্র আমি জানি, আমার মুক্তিসাধক জীবিতই আছেন! আমি জানি, সেই চরমদিনে তিনি ধুলার উপরে উঠে দাঁড়াবেন!

উ আমার এই মাংসেই আমি ঈশ্বরকে দেখতে পাব।

প্র আমি, আমি নিজেই তাঁকে দেখতে পাব; আমারই চোখ তাঁর দর্শন পাবে,—এই আমি, অন্যে নয়!

উ আমার এই মাংসেই আমি ঈশ্বরকে দেখতে পাব।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'স্বীকারোক্তি' **১৩শ পুস্তক ১:১–২:৩**

তুমি আমাকে ডাকছিলে আমি যেন তোমাকে ডাকি

আমি তোমাকেই ডাকছি, *হে আমার ঈশ্বর, হে আমার দয়া।* তুমিই তো আমাকে গড়েছ, ও তোমাকে যে ভুলে গেছে তুমি এই আমাকে ভুলে যাওনি। আমার আত্মায় তোমাকে ডাকছি, যে আত্মাকে তুমি এমন বাসনায়ই তোমাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত কর, যে-বাসনা তার মধ্যে তুমি নিজে জাগিয়ে তোল। আমি যে এখন তোমাকে ডাকছি, আমাকে ত্যাগ করো না—তুমি যে, আমি তোমাকে ডাকবার আগেও, নানা ভাবে উত্তরোত্তর আমাকে ডাকতে থাকলে আমি যেন দূর থেকে তোমার ডাক শুনে তোমার দিকে ফিরে চেয়ে সেই তোমাকেই ডাকি, যে তুমি আমাকে ডাকছিলে। কেননা তুমিই, প্রভু, আমার স্বকৃত যত অনিষ্ট মুছে দিলে, যাতে তোমা থেকে দূরে গিয়ে আমি যে অপরাধ করেছিলাম তার জন্য তুমি যেন আমার হাতের যোগ্য প্রতিদান না দাও; আবার তুমি আমার স্বকৃত যত মঙ্গলকর্মেও পূর্বপ্রেরণা দিয়েছিলে, যাতে যে হাতে তুমি আমাকে গড়েছিলে, তোমার সেই হাতের রচনাকে তুমি যোগ্য প্রতিদান দিতে পার। কেননা আমি আবির্ভূত হবার আগেও তুমি ছিলে, আমি কিন্তু এমন কিছু ছিলাম না যাকে তুমি অস্তিত্ব দিতে বাধ্য ছিলে; অথচ এই যে আমি আছি: তোমার পূর্বমঙ্গলময়তা গুণেই আমি এখন সেই সবকিছু হয়েছি যা তুমি আমার মধ্যে করেছ ও যা দ্বারা তুমি আমাকে গড়েছ। আমাকে তোমার কোন প্রয়োজন ছিল না; আবার আমিও মঙ্গলময় এমন কিছু নই যাতে তুমি, হে আমার প্রভু, হে আমার ঈশ্বর, উপকৃত হতে পার। তোমার ইচ্ছা এ নয় যে, আমি তোমার সেবা করব তুমি যেন তোমার কর্মকান্ড সাধনে একপ্রকারে শ্রান্ত না হও কিংবা আমার আরাধনা না থাকলে তোমার কর্তৃত্ব হ্রাস পায়। আরও, আমি যেন মাটির মতই তোমার এমন সেবাযত্ন না করি, যার ফলে তোমাকে যত্ন না করলে তুমি যত্নহীন থাকবে! তোমার ইচ্ছাই বরং আমি তোমার সেবা করব ও যত্ন করব আমি যেন তোমারই কাছ থেকে মঙ্গল পাই—তুমি যে আমাকে অস্তিত্ব দিয়েছ যাতে মঙ্গলদানে আমাকে পরিপূর্ণ করতে পার।

তোমার মঙ্গলময়তার পূর্ণতা থেকেই সমস্ত জীব অস্তিত্ব পেয়ে থাকে, তারা যেন তোমার সেই মঙ্গলেরই অভাবী না হয়, সেই যে মঙ্গল যদিও তোমারই দ্বারা অস্তিত্ব পেতে পেরেছে তবু তোমার পক্ষে যার কোন উপকার হয় না ও তোমার সঙ্গে যার কোন তুলনাও করা যায় না। আদিতে তুমি যা গড়েছ, সেই আকাশ ও পৃথিবী নিজেদের কোন্ পুণ্যকর্মের ফল তোমাকে দেখাতে পারত? সেই সমস্ত আত্মিক কি পার্থিব বস্তু—যা তুমি তোমার প্রজ্ঞায় গড়েছ সেগুলি যেন পূর্ণবিকশিত ও পূর্ণগঠিত না হলেও ও নিজ নিজ আত্মিক ও পার্থিব প্রকৃতি অনুসারে তোমার তুলনায় বহু দূরবর্তী ও অসদৃশ হলেও তবু সেই প্রজ্ঞার উপর যেন নির্ভর করে—সেই সমস্ত বস্তুই বলুক, তারা নিজেদের কোন্ পুণ্যকর্মের ফল তোমাকে দেখাতে পারত। আর পূর্ণগঠিত নয় এমন আত্মিক বস্তু যদিও পূর্ণগঠিত বস্তুর চেয়ে সুন্দর, ও পূর্ণগঠিত নয় এমন বস্তু যদিও শূন্যের চেয়ে সুন্দর, তবু পূর্ণগঠিত না হয়েও সমস্ত কিছুই তোমার বাণীর উপরে নির্ভরশীল ছিল। এমনকি, সমস্ত কিছু তোমার ঐক্যে যাঁর পুনর্মিলিত করার কথা, তাঁকে ছাড়া সেই সমস্ত বস্তু গঠিত হতে পারত না, সর্বোত্তম সেই তোমা থেকে অস্তিত্ব না পেয়ে সর্বোত্তমও হতে পারত না। পূর্ণগঠিত না হয়ে যা কিছু তোমা থেকে ছাড়া অস্তিত্বও পেতে পারত না, সেই সমস্ত বস্তু নিজেদের কোন্ পুণ্যকর্মের ফল তোমাকে দেখাতে পারত?

পার্থিব পদার্থ যখন এত অগঠিত ও এলোমেলো, তখন নিজেদের কোন্ পুণ্যকর্মের ফল তোমাকে দেখাতে পারত? তুমি না গড়লে সেই পদার্থের অস্তিত্ব এই অবস্থায়ও হত না! সুতরাং তার অস্তিত্ব না থাকায়, পদার্থ তোমার কাছে অস্তিত্ব পাবারও প্রত্যাশা করতে পারত না। আর সেই আত্মিক সৃষ্টজীবগুলো যখন পূর্ণবিকশিত ছিল না, তখন নিজেদের কোন্ পুণ্যকর্মের ফল তোমাকে দেখাতে পারত? তোমা থেকে অসদৃশ হয়ে সেগুলো অতলদেশের মত অন্ধকারময় অবস্থায় থেকে যেত, যদি না যে আদিকারণ থেকে গঠিত হয়েছিল, তোমার বাণী দ্বারা সেই আদিকারণে রূপান্তরিত না হত, ও তাঁর দ্বারা যদি না আলোকিত হয়ে আলো না হয়ে উঠত—তেমন আলো যদিও তোমার মত নয়, কেবল তোমার সদৃশ! তোমাতে অবিরত আসক্ত হওয়াই তার মঙ্গল, পাছে তোমার দিকে ফিরে যে আলো পেয়েছিল, তোমা থেকে দূরে গিয়ে সেই আলো হারিয়ে ফে'লে আবার এমন জীবনাবস্থায় পতিত হয় যা অন্ধকারময় অতলদেশেরই মত।

কেননা আমরা যারা আত্মা অনুসারে আত্মিক জীব, একদিন আমরাও আমাদের আলো সেই তোমা থেকে দূরে গিয়ে অন্ধকার হয়ে উঠেছিলাম; এখনও আমাদের অন্ধকারময় অবস্থার শেষাংশে পরিশ্রম করে থাকি, যতদিন না তোমার একমাত্র পুত্রের মধ্যে *তোমার সেই ধর্মময়তা* না হয়ে উঠি *যা ঈশ্বরের গিরিমালার মত*—কারণ তোমার বিচারগুলি অনুসারে আমরা একসময় ছিলাম গভীর অতলদেশ।

শ্লোক সাম ২৫:৪-৫; রো ৭:১৪,১৫

প্র আমাকে চিনিয়ে দাও তোমার পথসকল, প্রভু; আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার পন্থাসকল।
উ তোমার সত্যে আমাকে চালনা কর, আমাকে শিক্ষা দাও, তুমিই তো আমার ত্রাণেশ্বর।
প্র আমি মাংসময়, পাপের ক্রীতদাস। আমি আমার নিজের আচরণ পর্যন্তও বুঝতে পারছি না।
উ তোমার সত্যে আমাকে চালনা কর, আমাকে শিক্ষা দাও, তুমিই তো আমার ত্রাণেশ্বর।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ রাজা ৩:৫-২৮

সলোমন রাজ্যভার গ্রহণ করেন

গিবেয়োনে প্রভু রাতের বেলায় সলোমনকে স্বপ্নে দেখা দিলেন; পরমেশ্বর বললেন, 'যাচনা কর, আমি তোমাকে কী দেব?' সলোমন বললেন, 'তোমার দাস আমার পিতা দাউদ তোমার সামনে বিশ্বস্ততায়, ধর্মময়তায় ও তোমার দিকে সরল হৃদয়ে চলেছিলেন বলে তুমি তাঁর প্রতি মহাকৃপা দেখিয়েছিলে। আর তাঁর প্রতি তোমার সেই মহাকৃপা দেখিয়ে চলেছ; হ্যাঁ, তাঁর নিজের একটি পুত্রসন্তানকে আজ তাঁর সিংহাসনে বসতে দিয়েছ। এখন, প্রভু, পরমেশ্বর আমার, তুমি আমার পিতা দাউদের পদে তোমার এই দাসকে রাজা করেছ। কিন্তু আমি নিতান্ত ছেলেমানুষ, জনপরিচালনায় আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। আর তোমার এই দাস তোমার সেই জনগণের মধ্যে রয়েছে যাদের তুমি বেছে নিয়েছ; তারা এমন বহুসংখ্যক এক জাতি যে, তাদের গণনা করাও সম্ভব নয়, তাদের সংখ্যা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। তাই তোমার এই দাসকে এমনই এক বিবেচনাপূর্ণ অন্তর দান কর, যেন সে তোমার জনগণের সুবিচার করতে পারে ও মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ণয় করতে পারে; কারণ তোমার এই এত বহুসংখ্যক জাতিকে শাসন করতে পারে এমন সাধ্য কারই বা আছে?' সলোমন যে তেমন যাচনা রেখেছেন, তাতে প্রভু প্রীত হলেন, তাই পরমেশ্বর তাঁকে বললেন, 'তুমি যখন এই যাচনা রেখেছ, যখন নিজের জন্য দীর্ঘায়ু বা ধন-ঐশ্বর্য বা তোমার শত্রুদের প্রাণও যাচনা করনি, বরং বিচার-সম্পাদনে নিজের জন্য বিচারবুদ্ধি যাচনা করেছ, তখন দেখ, আমি তোমার যাচনা মঞ্জুর করলাম। দেখ, আমি তোমাকে এমন প্রজ্ঞাময় ও সদ্বিবেচক অন্তর দিচ্ছি যে, তোমার আগে তোমার মত কেউই কখনও হয়নি, পরেও তোমার মত কারও উদ্ভবও কখনও হবে না। আর শুধু তা নয়, তুমি যা যাচনা করনি, তাও তোমাকে মঞ্জুর করছি—এমন ধন-ঐশ্বর্য ও গৌরব, যার সমান অন্য কোন রাজার নেই। আর তোমার পিতা দাউদ যেমন চলত, তুমিও তেমনি যদি আমার আজ্ঞাগুলি ও আমার বিধিনিয়ম পালন করে আমার সমস্ত পথে চল, তবে আমি তোমাকে দীর্ঘায়ুও দান করব।' সলোমন জেগে উঠলেন, আর দেখ, তা স্বপ্নই। তিনি যেরুসালেমে গিয়ে প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষার সামনে দাঁড়িয়ে আহুতি দিলেন, মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গ করলেন, ও তাঁর সকল অনুচারীদের জন্য একটা ভোজসভার আয়োজন করলেন।

একদিন দু'জন বেশ্যা রাজার কাছে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। তাদের একজন বলল, 'প্রভু আমার, আমি ও এই স্ত্রীলোক দু'জনে এক ঘরে থাকি। আমি প্রসব করলাম, ঘরে তখন সে একাই। আমার প্রসবের তিন দিন পর এ স্ত্রীলোকটিও প্রসব করে; আমরা তখন একা, ঘরে আমাদের সঙ্গে অন্য কেউই নেই, কেবল আমরা দু'জনেই ঘরে আছি। তখন এমনটি ঘটল যে, এই স্ত্রীলোক ছেলের উপরে শুয়ে পড়ায় রাতে তার ছেলে মারা যায়; সে গভীর রাতে উঠে, যখন আপনার দাসী এই আমি ঘুমিয়ে আছি, তখন আমার পাশ থেকে আমার ছেলেকে নিয়ে নিজের কোলে শুইয়ে রাখে, আর তার নিজের মরা ছেলেটিকে আমার কোলে শুইয়ে রাখে। সকালে আমি আমার

ছেলেকে দুধ দিতে উঠলাম, আর দেখ, বাচ্চা মৃত; আমি ভাল করে তাকাই, আর দেখ, সে আমার প্রসব করা ছেলে নয়।' তখন অন্য স্ত্রীলোক বলল, 'তা নয়, জীবিত যে ছেলে, সে আমার, মৃত যে ছেলে, সে তোমার।' প্রথমজন কিন্তু প্রতিবাদ করে বলল, 'না, না, মৃত যে ছেলে, সে তোমার, জীবিত যে ছেলে, সে আমার।' এইভাবে তারা দু'জনে রাজার সামনে তর্কাতর্কি করে চলল। রাজা বললেন, 'এ বলছে, জীবিত যে ছেলে, সে আমার, তোমার ছেলে মৃত; ও বলছে, তা নয়, মৃত যে ছেলে, সে তোমার, জীবিত যে ছেলে, সে আমার।' তখন রাজা হুকুম দিলেন, 'আমার কাছে একটা খড়্গ আন!' রাজার কাছে একটা খড়্গ আনা হল। রাজা বলে চললেন, 'জীবিত ছেলেকে দু'ভাগ করে ফেল, আর একজনকে অর্ধেক, এবং আর একজনকে অর্ধেক দাও।' তখন জীবিত শিশুটি যার ছেলে, সেই স্ত্রীলোক রাজার কাছে আবেদন জানাল, কারণ ছেলের জন্য তার অন্তর স্নেহে উত্তপ্ত হয়েছিল, সে বলল, 'প্রভু আমার, আমার অনুরোধ, জীবিত বাচ্চাটি ওকে দিন, বাচ্চাটিকে কোন মতেই মেরে ফেলবেন না।' কিন্তু অপর একজন বলল, 'সে আমারও না হোক, তোমারও না হোক! তোমরা তাকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেল।' তখন রাজা এই বলে রায় দিলেন, 'জীবিত বাচ্চাটিকে ওকে দাও, তাকে মেরে ফেলো না! সে-ই তার মা।' বিচারে রাজার নিষ্পত্তির কথা শুনে সমস্ত ইস্রায়েলের অন্তরে রাজার প্রতি সম্ভ্রম জাগল, কেননা তারা দেখতে পেল, বিচার-সম্পাদনে তাঁর অন্তরে ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা বিরাজিত।

শ্লোক ১ রাজা ৩:১১,১২,১৩; লুক ১২:৩১

প্র পরমেশ্বর সলোমনকে বললেন, তুমি যখন নিজের জন্য দীর্ঘায়ু বা ধন-ঐশ্বর্য বা তোমার শত্রুদের প্রাণও যাচনা করনি, বরং বিচার-সম্পাদনে নিজের জন্য বিচারবুদ্ধি যাচনা করেছ, তখন

উ দেখ, আমি তোমাকে প্রজ্ঞাময় ও সদ্বিবেচক অন্তর দিচ্ছি, ধন-ঐশ্বর্য ও গৌরবও দান করছি।

প্র তোমরা ঈশ্বরের রাজ্যের অন্বেষণ কর, তাহলে ওই সবকিছুও তোমাদের দেওয়া হবে।

উ দেখ, আমি তোমাকে প্রজ্ঞাময় ও সদ্বিবেচক অন্তর দিচ্ছি, ধন-ঐশ্বর্য ও গৌরবও দান করছি।

দ্বিতীয় পাঠ - পরম গীতে নিস্যার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি উপদেশ ৭

শান্তিরাজ ধর্মময়তার সঙ্গেই আপন জনগণকে পালন করেন

সলোমন রাজা বহুদিক থেকেই প্রকৃত রাজার প্রতীক; আমি সেই বহু কথা ইঙ্গিত করছি যা পবিত্র শাস্ত্র তাঁর সম্বন্ধে, বিশেষভাবে তাঁর শ্রেষ্ঠ গুণাবলি সম্বন্ধে বর্ণনা করে। কেননা লেখা আছে, তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয় ও গভীর প্রজ্ঞায় ভূষিত; আরও লেখা আছে, তিনি মন্দির নির্মাণ করেন, ইস্রায়েলের উপর রাজত্ব করেন, জনগণের ন্যায়বিচার করেন; তাছাড়া তিনি দাউদ বংশীয়। একসময় ইথিওপিয়ার রানীও তাঁর কাছে যান। এ সমস্ত কিছু, এমনকি এধরনের অন্য কিছুও তাঁর বিষয়ে প্রতীকাকারেই বলা হয় বটে, কিন্তু তবুও সুসমাচারের পরাক্রম বর্ণনা করে।

কেননা কেইবা সেই অধিক শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি, যিনি আপন শত্রুদের ক্রুশে বিদ্ধ করে সমস্ত শত্রুতা বিনাশ করলেন, ও নিজের সঙ্গে আমাদের ও সমগ্র বিশ্বকে পুনর্মিলিত করলেন? যিনি *বিচ্ছেদের মধ্যবর্তী প্রাচীর ভেঙে ফেলেছেন, যেন সেই দুই জাতিকে নিয়ে তিনি নিজেতে এক-ই নতুন মানুষকে সৃষ্টি ক'রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন*, তিনিই, যারা মঙ্গল প্রচার করে, তাদের মধ্য দিয়ে নিকটবর্তী কি দূরবর্তী সকলেরই কাছে শান্তি ঘোষণা করেন।

আর কেইবা তিনি, যিনি সেই মন্দির নির্মাণ করেন *যার ভিত পবিত্র পর্বতশ্রেণীর চূড়ায়*, অর্থাৎ কিনা— প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে—যিনি প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরে এমন প্রস্তর দিয়েই নির্মাণকর্ম সাধন করেন, যে প্রস্তরগুলো তাঁর মধ্যে জীবন্ত ও আত্মামণ্ডিত?

নবী যেমনটি বলেন, তাঁর মধ্যে সেই প্রস্তরগুলো গাঁথনির সুসংবদ্ধতার উদ্দেশ্যে সুবিন্যস্ত হয়ে বৃদ্ধিলাভ করে, যেন বিশ্বাসের শক্তিতে ও ভালবাসার বন্ধনে সুসংবদ্ধ ও সুসংহত হয়ে *প্রভুতে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য গড়ে ওঠে, যাতে তাঁর মধ্যে আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের আবাস হতে পারে।*

প্রভু যে ইস্রায়েলের রাজা, একথা তাঁর শত্রুরাও সপ্রমাণ করল, যখন তাঁর রাজ্যের স্বীকৃতি ক্রুশে লিপিবদ্ধ

করেছিল: *ইনি যীশু, ইহুদীদের রাজা।* আমরা সেই সাক্ষ্য গ্রহণ করি, যদিও আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এর দ্বারা তাঁর রাজ-অধিকার সীমিত হয়ে কেবল ইস্রায়েলীয়দের রাজ্য পর্যন্তই বিস্তারিত। কিন্তু তেমন নয়: ক্রুশের সেই লিপিটা এক অংশের উপর তাঁকে রাজ-অধিকার আরোপ ক'রে প্রকৃতপক্ষে সকলের উপরেই তাঁকে রাজ-অধিকার আরোপ করে, কারণ লেখা ছিল না যে, যীশু শুধু ইস্রায়েলীয়দেরই রাজা, এমনকি ইহুদীদের উপর তাঁর সার্বিক রাজ-অধিকার সপ্রমাণ ক'রে একই কথার মধ্য দিয়ে নীরবেই তাঁকে বিশ্বরাজ-অধিকার আরোপ করে। কেননা সমগ্র পৃথিবীর রাজা পৃথিবীর একটা অংশের উপরও রাজত্ব করেন।

ন্যায়বিচার বিষয়ে সলোমনের সঙ্কল্প বিশ্বজগতের সেই প্রকৃত বিচারকর্তার দিকেই অঙুলি নির্দেশ করে, যিনি বলেন, *পিতা নিজে কারও বিচার না করে সমস্ত বিচারের ভার পুত্রের হাতে ন্যস্ত করেছেন।* আরও, *নিজে থেকে আমি কিছুই করতে পারি না: আমি যেমন শুনি তেমনি বিচারও করি, আর আমার বিচার ন্যায্য।* এই তো ন্যায়বিচারের নিখুঁততম সংজ্ঞা: যারা বিচারে প্রতিদ্বন্দ্বী, তাদের বিষয়ে রায় দেওয়া নিজে থেকে নয়, ব্যক্তিগত প্রবণতার ভিত্তিতেও নয়; বরং প্রকৃত বিচার হল আগে শোনা, তারপরেই রায় দেওয়া। এজন্যই ঈশ্বরের পরাক্রম সেই খ্রীষ্ট স্বীকার করেন, এমন কাজ আছে যা তিনি সাধন করতে পারেন না, কেননা সত্য ন্যায়বিচারের গতি পাল্টাতে পারে না।

এমন কেউ কি আছে যে একথা জানে না যে, ভিনধর্ম থেকে আগত জাতিগুলি নিয়ে গঠিত মণ্ডলী আদিতে তথা মণ্ডলী হবার আগে কালো ছিল, ও যখন অজ্ঞতার অধীনে ছিল সেই সুদীর্ঘ সময় ধরে সে প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান থেকে দূরে ছিল? কিন্তু যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ আবির্ভূত হল ও তাঁর প্রজ্ঞা উজ্জ্বল প্রকাশ পেল, ও প্রকৃত আলো আপন রশ্মি তাদেরই উপর বিকিরণ করল যারা অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায় বসে ছিল, তখন ইস্রায়েল আলোর দিকে চোখ বন্ধ করতে করতে ও তেমন মঙ্গলদানগুলির সহভাগিতা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে করতে, দেখ, ইথিওপিয়া এগিয়ে আসছে, অর্থাৎ ভিনধর্ম থেকে আগত জাতিগুলি এগিয়ে আসছে। আত্মিক জলে নিজেদের অন্ধকার ধৌত ক'রে, দেখ, ইথিওপিয়া ঈশ্বরের প্রতি হাত পেতে রাজার কাছে উপহার অর্পণ করছে: ভক্তির সুগন্ধি দ্রব্য, ঈশ্বরজ্ঞানের সোনা, ও আদেশগুলো ও সদ্‌গুণাবলির মূল্যবান রত্ন।

শ্লোক সাম ৪৫:৭-৮

প্র হে পরমেশ্বর, তোমার সিংহাসন চিরদিন চিরকালস্থায়ী;
উ তোমার রাজদণ্ড ন্যায়েরই দণ্ড।
প্র তুমি ধর্মময়তা ভালবাস কিন্তু অধর্ম ঘৃণা কর, এজন্য পরমেশ্বর, তোমারই পরমেশ্বর তোমাকে অভিষিক্ত করলেন।
উ তোমার রাজদণ্ড ন্যায়েরই দণ্ড।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোব ২২:১-৩০

যোবের কাছে এলিফাজের সুমন্ত্রণা

তেমান-নিবাসী এলিফাজ একথা বললেন:

জ্ঞানবান যখন কেবল নিজেরই উপকার করতে পারে,
তখন মানুষ কি ঈশ্বরকে উপকার করতে পারে?
তুমি ধার্মিক হলে তাতে সর্বশক্তিমানের কী উপকার?
তুমি সদাচরণ করলে তাতে তাঁর কী লাভ?
তিনি কি তোমার ধর্মভাবের জন্যই তোমাকে শাসন করছেন?
এজন্যই কি তোমাকে বিচারে আহ্বান করছেন?
না! বরং তোমার মহা অধর্মের জন্য,
তোমার সীমাহীন শঠতার জন্যই তোমার প্রতি তাঁর এই ব্যবহার।

কেননা তুমি অন্যায়ভাবে তোমার ভাইয়ের কাছ থেকে অর্থ দাবি করেছ,
তুমি বস্ত্রহীনের পোশাক কেড়ে নিয়েছ।
তুমি পিপাসিতকে পান করতে জল দাওনি,
ক্ষুধিতকে খাবার দিতে অস্বীকার করেছ,
পরাক্রমীর হাতে জমি তুলে দিয়েছ,
যেন তার উপরে তোমার প্রিয়পাত্রই বাস করে।
তুমি বিধবাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিয়েছ,
এতিমের বাহু ভেঙে দিয়েছ।
এজন্যই এখন তোমার চারপাশে ফাঁদ!
এজন্যই আকস্মিক বিভীষিকা তোমাকে বিহ্বল করে তোলে।
এজন্যই তোমার আলো অন্ধকার হয়েছে, আর তুমি দেখতে পাচ্ছ না,
এজন্যই জলোচ্ছ্বাস তোমাকে নিমজ্জিত করেছে।
ঈশ্বর কিন্তু কি ঊর্ধ্বলোকে থাকেন না?
তারকারাজির মাথা দেখ: সেগুলো কেমন উচ্চ!
অথচ তুমি নাকি বলছ, 'ঈশ্বর কী জানেন?
তমসার মধ্যে তিনি কি বিচার করতে পারেন?
ঘন মেঘ তাঁর অন্তরাল, তাই তিনি দেখতে পান না;
তিনি সেই গগনতলেই চলাচল করেন।'
তুমি কি সেকালের পথ ধরে চলবে,
যা ধরে চলেছিল যত শঠতাপূর্ণ মানুষ?
তাদের তো অকালেই কেড়ে নেওয়া হল,
তাদের ভিত বন্যায় ভেসে গেল।
তারা নাকি ঈশ্বরকে বলছিল, 'আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাও;
সেই সর্বশক্তিমান আমাদের বিরুদ্ধে কী করতে পারেন?'
অথচ তিনিই তাদের ঘর মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ করেছিলেন,
যদিও দুর্জনদের মতলব তাঁর কাছ থেকে বেশ দূরে ছিল।
তা দেখে ধার্মিকেরা আনন্দিত হয়,
নিরপরাধী ওদের ঠাট্টা করে বলে,
'হ্যাঁ, আমাদের বিরোধীরা এবার ধ্বংসিত হয়েছে,
তাদের যা কিছু বাকি রইল, তা আগুন গ্রাস করেছে।'
তাই তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলিত হও, তবেই শান্তি পাবে,
তবেই পরম মঙ্গল তোমার কাছে আসবে।
তাঁর মুখ থেকে নির্দেশবাণী গ্রহণ করে নাও,
তাঁর বচনগুলো হৃদয়ে গেঁথে রাখ।
তুমি যদি নত হয়ে সর্বশক্তিমানের কাছে ফের,
তোমার তাঁবু থেকে যদি অন্যায় দূরে রাখ,
তোমার সোনা যদি ধুলার হাতে ছেড়ে দাও,
ওফিরের সোনা যদি জলস্রোতের পাথরকুচির মধ্যে ফেলে রাখ,
তাহলে সর্বশক্তিমান নিজেই হবেন তোমার সোনা,
স্বয়ং তিনিই তোমার রাশি রাশি রুপোর তাল।

হ্যাঁ, তুমি তখন সেই সর্বশক্তিমানে আনন্দ ভোগ করবে,
ঈশ্বরের দিকে মুখ তুলে চাইবে।
তুমি তাঁকে মিনতি জানাবে আর তিনি সাড়া দেবেন,
আর তুমি তোমার ব্রতগুলি উদ্‌যাপন করতে পারবে।
তুমি যা কিছু করতে স্থির করবে, তা সফল হবে,
তোমার চলার পথে আলো উদ্ভাসিত হবে।
কারণ তিনি গর্বোদ্ধতের স্পর্ধা নত করেন,
কিন্তু যার চোখ অবনমিত, তিনি তার পরিত্রাণ সাধন করেন।
তিনি নিরপরাধীকে নিষ্কৃতি দেন,
তাই হাত শুদ্ধ রাখ, তবেই নিষ্কৃতি পাবে।

শ্লোক যোব ২২:২,১২,২১

প্র জ্ঞানবান যখন কেবল নিজেরই উপকার করতে পারে, তখন মানুষ কি ঈশ্বরকে উপকার করতে পারে?
উ ঈশ্বর কিন্তু কি উর্ধ্বলোকে থাকেন না? তারকারাজির মাথা দেখ: সেগুলো কেমন উচ্চ!
প্র তাই তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলিত হও, তবেই শান্তি পাবে, তবেই পরম মঙ্গল তোমার কাছে আসবে।
উ ঈশ্বর কিন্তু কি উর্ধ্বলোকে থাকেন না? তারকারাজির মাথা দেখ: সেগুলো কেমন উচ্চ!

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'স্বীকারোক্তি' **১৩শ পুস্তক ২১:৩১–২২:৩২**

ঈশ্বরের বাণী অনন্ত জীবনের উৎস

ঈশ্বর, তোমার বাণী অনন্ত জীবনের উৎস, সেই বাণী কখনও লোপ পাবে না। তোমার বাণীই তোমার কাছ থেকে আমাদের দূরে যাওয়াটা রোধ করে, কারণ সে বলে, *তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না,* যেন জীবনের উৎসে জলসিক্ত ভূমি জীবন্ত আত্মাকে উৎপন্ন করতে পারে; অর্থাৎ কিনা, তোমার বাণী গুণে ও তোমার প্রেরিতদূতদের দ্বারা ভূমি তোমার খ্রীষ্টের অনুকারীদের অনুকরণে শুচি আত্মাকে উৎপন্ন করুক। দেখ, হে প্রভু আমাদের ঈশ্বর, হে আমাদের স্রষ্টা: সংসারের প্রতি যে আসক্তির দরুন অসৎ জীবনযাপন করে আমরা মরতাম, আমাদের সেই আসক্তি রোধ ক'রে, ও সৎজীবন যাপন ক'রে ও *'তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না'* প্রেরিতদূতের মুখ দিয়ে বলা তোমার সেই বাণী পালন ক'রে আমরা যখন জীবন্ত আত্মা হতে শুরু করব, তখন সেই বাণীও পূর্ণতা লাভ করবে যা তুমি বলে চলেছিলে, *তোমরা বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর।*

আর এসব কিছু *জাত অনুযায়ী* নয়, অর্থাৎ তাদেরই অনুকরণে নয় যারা আমাদের আগে জীবনযাপন করল, এমন মানুষেরই অনুকরণেও নয় যে মানুষ আদর্শবান হয়ে জীবনযাপন করল। কেননা তুমি এমন কথা বলনি, 'আমরা তার নিজের জাত অনুযায়ী মানুষকে গড়ব,' বরং বলেছিলে, *এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্যে মানুষকে নির্মাণ করি,* যেন আমরা জানতে পারি তোমার ইচ্ছা কী।

এজন্য তোমার সেই দাস যিনি সুসমাচারের মধ্য দিয়ে সন্তানদের জন্মদান করেছিলেন, তিনি তাদের সবসময়ই শিশুর মত দুধ দিয়ে পুষ্ট না করার জন্য ও ধাইমায়ের মত তাদের সবসময়ই কোলে বহন না করার জন্য বললেন, *মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর, যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।*

তাই তুমি তো বল না, 'মানুষ হোক,' কিন্তু বল *এসো, আমরা মানুষকে নির্মাণ করি;* আবার তুমি বল না, 'তার জাত অনুযায়ী,' কিন্তু বল, *আমাদের আপন প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্যে।* কেননা মনে নবীকৃত হয়ে ও সত্যকে উপলব্ধি ও বিচার করতে সক্ষম হয়ে মানুষের পক্ষে নিজ জাতের অনুকরণের জন্য কোন মানব আদর্শ দরকার হয় না, কিন্তু তার পক্ষে তোমার দিশারই প্রয়োজন যাতে জানতে পারে তোমার *ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।* তাছাড়া তুমি তাকে শিক্ষাদান কর, সে যেন ইতিমধ্যেই ঐক্যের ত্রিত্ব ও ত্রিত্বের ঐক্য দেখতে সক্ষম হয়ে

ওঠে।

এজন্য তুমি 'এসো, আমরা মানুষকে নির্মাণ করব' একথা বহুবচনে বললেও একবচনে অনুমান করা যায়, 'ঈশ্বর মানুষকে নির্মাণ করলেন;' আর তুমি *আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে* একথা বহুবচনে বললেও একবচনে অনুমান করা যায়, 'ঈশ্বরের নিজের প্রতিমূর্তিতে।' এভাবে *মানুষ নিজের সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে পূর্ণ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে নবীকৃত হচ্ছে,* ও আত্মিক হয়ে উঠে সেই সমস্ত বিষয়ের বিচার করে যা বিচার্য, কিন্তু *তার বিচার কারও দ্বারা হয় না।*

শ্লোক ২ করি ৫:৪,৫,২

প্র এই তাঁবুতে থেকে আমরা ভারাক্রান্ত হয়ে আর্তনাদ করছি।
উ যিনি এই উদ্দেশ্যে আমাদের প্রস্তুত করেছেন; তিনি অগ্রিম হিসাবে সেই আত্মাকে আমাদের দান করেছেন।
প্র এজন্য আমরা এই তাঁবুতে থেকে আর্তনাদ করছি; আকাঙ্ক্ষাই করছি, যেন স্বর্গীয় সেই দেহ পরিধান করতে পারি।
উ যিনি এই উদ্দেশ্যে আমাদের প্রস্তুত করেছেন; তিনি অগ্রিম হিসাবে সেই আত্মাকে আমাদের দান করেছেন।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ রাজা ৮:১-২১

প্রভুর গৃহ-উৎসর্গীকরণ

সলোমন দাউদ-নগরী থেকে, অর্থাৎ সিয়োন থেকে প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা তুলে নেওয়ার জন্য ইস্রায়েলের প্রবীণদের ও সকল গোষ্ঠীপতিকে, অর্থাৎ ইস্রায়েল সন্তানদের পিতৃকুলগুলোর প্রধান প্রধান সকলকে যেরুসালেমে রাজার সামনে একত্রে সমবেত করলেন। তাই এথানিম মাসে, অর্থাৎ সপ্তম মাসে, পর্বোৎসবের সময়ে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক সলোমন রাজার কাছে একত্রে সমবেত হল। ইস্রায়েলের সমস্ত প্রবীণেরা একবার এসে উপস্থিত হলে যাজকেরা মঞ্জুষাটিকে তুলে নিল; তারা প্রভুর মঞ্জুষা, সাক্ষাৎ-তাঁবু ও তাঁবুর মধ্যে যত পবিত্র জিনিসপত্র, তা সবই তুলে নিয়ে গেল। যাজকেরা ও লেবীয়েরাই এই সমস্ত তুলে নিয়ে গেল। সলোমন রাজা ও তাঁর কাছে সমাগত সমস্ত ইস্রায়েল জনমণ্ডলী তাঁর সঙ্গে মঞ্জুষার সামনে ছিলেন: তাঁরা এতগুলো মেষ ও বলদ বলিরূপে উৎসর্গ করলেন যা গণনার অতীত, হিসাবের অতীত! যাজকেরা প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা তার নির্দিষ্ট স্থানে, অর্থাৎ গৃহের অন্তর্গৃহে, সেই পরম পবিত্রস্থানেই নিয়ে গিয়ে দুই খেরুবের পাখার নিচে বসিয়ে দিল। প্রকৃতপক্ষে সেই খেরুবমূর্তি দু'টো মঞ্জুষার জায়গার উপরে পাখা মেলে ছিল: তাই উপর থেকে সেই মূর্তি দু'টোর পাখা মঞ্জুষা ও তার দুই বহনদণ্ডের উপরে একটা আচ্ছাদনের মত ছিল। বহনদণ্ড দু'টো এমন লম্বা ছিল যে, তাদের অগ্রভাগ অন্তর্গৃহের সামনে পরম পবিত্রস্থান থেকেও দেখা যেতে পারত, তবু সেগুলো বাইরে থেকে দেখা যেত না; এই সমস্ত কিছু আজও সেখানে আছে। মঞ্জুষার মধ্যে কিছুই ছিল না, শুধু সেই প্রস্তরফলক দু'টোই ছিল, যা মোশী হোরেবে তার মধ্যে রেখেছিলেন; অর্থাৎ সন্ধির সেই লিপিফলক দু'টো, যে সন্ধি—মিশর থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বেরিয়ে আসার সময়ে—প্রভু তাদের সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন। তখন এমনটি ঘটল যে, যাজকেরা পরম পবিত্রস্থানের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসামাত্র প্রভুর গৃহ সেই মেঘে পরিপূর্ণ হল, এবং মেঘের কারণে যাজকেরা তাদের সেবাকর্ম সম্পন্ন করার জন্য সেখানে আর দাঁড়াতে পারছিল না, কেননা প্রভুর গৃহ প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তখন সলোমন বললেন: 'প্রভু বলে দিচ্ছেন, তিনি অন্ধকারময় মেঘের মধ্যেই বাস করবেন। আমি তোমার জন্য সত্যিই একটি রাজগৃহ গেঁথে তুলেছি; এমনই এক স্থান, যা তোমার চিরকালীন আবাস!'

তখন রাজা মুখ ফিরিয়ে ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশকে আশীর্বাদ করলেন, ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশ তখন দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি বললেন: 'ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর! তিনি আমার পিতা দাউদের কাছে নিজের মুখে যে কথা বলেছিলেন, নিজের বাহুবলে তার সিদ্ধি ঘটিয়েছেন: যেদিন আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে মিশর থেকে বের করে এনেছি, সেদিন থেকে আমি, আমার নাম যেখানে একটি আবাস পেতে পারবে, এমন গৃহ

নির্মাণের জন্য ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে কোন শহর বেছে নিইনি; কিন্তু আমার জনগণ ইস্রায়েলের জননায়ক হবার জন্য দাউদকে বেছে নিয়েছি। আমার পিতা দাউদ মনস্থ করেছিলেন, তিনি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর নামের উদ্দেশে একটা গৃহ গেঁথে তুলবেন, কিন্তু প্রভু আমার পিতা দাউদকে বললেন: তুমি মনস্থ করেছ, আমার নামের উদ্দেশে এক গৃহ গেঁথে তুলবে; তোমার তেমন মনস্কামনা ভালই বটে, অথচ তুমিই যে সেই গৃহ গেঁথে তুলবে এমন নয়, তোমার ঔরসজাত যে সন্তান হবে, সে-ই আমার নামের উদ্দেশে গৃহ গেঁথে তুলবে। প্রভু এই যে কথা বলেছিলেন, তার সিদ্ধি ঘটালেন: আমি আমার পিতা দাউদের পদ গ্রহণ করেছি, আমি ইস্রায়েলের সিংহাসনে আসন নিয়েছি, যেমনটি প্রভু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; এবং আমি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর নামের উদ্দেশে এই গৃহ গেঁথে তুলেছি, আর তার মধ্যে একটা স্থান মঞ্জুষার জন্য নির্দিষ্ট করেছি, সেই যে মঞ্জুষার মধ্যে সেই সন্ধি রয়েছে, যা প্রভু মিশর থেকে আমাদের পিতৃপুরুষদের বের করে আনার সময়ে তাঁদের সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন।'

শ্লোক প্রজ্ঞা ৯:৭,৮,৪; ২ বংশ ৬:১৮-১৯

প্র প্রভু, তুমি আমাকে তোমার জনগণের রাজা হবার জন্য বেছে নিলে; আমাকে নির্দেশ দিয়েছ, যেন তোমার পবিত্র পর্বতে তোমার জন্য একটা মন্দির গেঁথে তুলি:

উ আমাকে দান কর সেই প্রজ্ঞা, যা তোমার আসনে তোমার সঙ্গে আসীন, তোমার সন্তানদের সংখ্যা থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না।

প্র দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ তোমাকে ধারণ করতে অক্ষম; তবে আমার দ্বারা গেঁথে তোলা এই গৃহ তার চেয়ে কতই না অক্ষম! তবু তুমি তোমার এই দাসের প্রার্থনার দিকে ফিরে তাকাও; তোমার দাস তোমার কাছে যে প্রার্থনা নিবেদন করছে, তা শোন।

উ আমাকে দান কর সেই প্রজ্ঞা, যা তোমার আসনে তোমার সঙ্গে আসীন, তোমার সন্তানদের সংখ্যা থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না।

দ্বিতীয় পাঠ - আর্লের বিশপ সাধু চেসারিউসের উপদেশাবলি **উপদেশ ২২৯:২**

এসো, আনন্দে মেতে উঠি,
কারণ ঈশ্বরের মন্দির হয়ে উঠেছি

পবিত্রই ঈশ্বরের মন্দির—আর তোমরাই তো সেই মন্দির। কাঠ ও পাথর দিয়ে মন্দির এজন্যই নির্মাণ করা হয়, যাতে সেগুলির মধ্যে ঈশ্বরের জীবন্ত মন্দিরগুলি সম্মিলিত হলে ঈশ্বরের একমাত্র মন্দির গড়ে ওঠে। প্রতিটি খ্রীষ্টবিশ্বাসী হল ঈশ্বরের মন্দির, ও বহু খ্রীষ্টবিশ্বাসী হল ঈশ্বরের বহু মন্দির: তাই ভাইবোনেরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, বিভিন্ন মন্দির নিয়ে গঠিত মন্দির কতই না সুন্দর; আবার, বহু অঙ্গ যেমন একদেহ হয়, তেমনি বহু মন্দির এক-মন্দির হয়।

তবু এ বহু খ্রীষ্টমন্দির তথা খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রাণগুলি সারা বিশ্বেই বিস্তৃত; বিচারের দিন এলে এরা সকলেই একত্রিত হবে, ও অনন্ত জীবনে সকলে হবে এক-মন্দির। খ্রীষ্টের বহুবিধ অঙ্গ যেমন একদেহ, খ্রীষ্টই যার একমাত্র মাথা, তেমনি সেই মন্দিরগুলিতে স্বয়ং খ্রীষ্টই বাস করবেন, কারণ তিনি আমাদের মাথা। এবিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা তাঁর আত্মা দ্বারা তোমাদের আন্তরিক মানুষে পরাক্রমে বলীয়ান হয়ে ওঠ, যেন বিশ্বাস দ্বারা খ্রীষ্ট তোমাদের হৃদয়ে বসবাস করতে পারেন।*

এসো, আনন্দে মেতে উঠি, কারণ ঈশ্বরের মন্দির হবার অনুগ্রহ লাভ করেছি; একই সময়ে কিন্তু এসো, সভয়েই জীবন যাপন করি, পাছে অধর্ম সাধনে ঈশ্বরের এ মন্দিরকে কলুষিত করি। এসো, প্রেরিতদূতের একথা ভয় করি, *কেউ যদি ঈশ্বরের সেই মন্দির ধ্বংস করে, তাহলে ঈশ্বর তাকে ধ্বংস করবেন।* যিনি পরিশ্রম না করেই আপন বাণীর পরাক্রম দ্বারা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সেই ঈশ্বর প্রসন্ন হয়ে তোমার মধ্যে আপন আবাস গড়লেন; তাই তুমি এমন ভাবেই ব্যবহার করবে যেন তেমন অতিথি অপমানিত না হন। প্রভু যেন তোমার মধ্যে তথা আপন মন্দিরে কলুষিত, অন্ধকারময় বা নিষ্প্রয়োজন কিছু না পান, কারণ তোমার মধ্যে অপমানের সূত্র

পাওয়া মাত্রই তিনি তোমাকে ছেড়ে চলে যাবেন। আর মুক্তিসাধক তোমাকে ছাড়লেই সেই প্রবঞ্চনাকারীই তোমার কাছে আসবে।

সুতরাং ভাইবোনেরা, যখন ঈশ্বর আমাদের তাঁর আপন মন্দির করতে ইচ্ছা করলেন ও প্রসন্ন হয়ে আমাদের অন্তরে বাস করতে এলেন, তখন এসো, তাঁর সহায়তায় নিষ্প্রয়োজন যত চিন্তা যথাসাধ্য দূর করে দিই, ও যা উপকারী তাই গ্রহণ করি। ঈশ্বরের সহায়তায় এভাবে ব্যবহার করলে, তবে ভাইবোনেরা, আমরা আমাদের হৃদয় ও দেহ-মন্দিরে প্রভুকে আমন্ত্রণ করতে পারব।

শ্লোক ২ মা ১৪:৩৫-৩৬; ১ করি ৩:১৭

প্র যাঁর পক্ষে প্রয়োজন কিছুই নেই, তুমি এতেই প্রীত হলে যে, যে মন্দিরে তুমি বসবাস কর, তা আমাদের মাঝেই থাকবে।

উ এখন, হে পবিত্রজন, হে সমস্ত পবিত্রতার প্রভু, তোমার এই গৃহ চিরকালের মতই অকলুষিত অবস্থায় রক্ষা কর।

প্র কেউ যদি ঈশ্বরের মন্দির ধ্বংস করে, তাহলে ঈশ্বর তাকে ধ্বংস করবেন; কারণ পবিত্রই ঈশ্বরের মন্দির— আর তোমরাই তো সেই মন্দির।

উ এখন, হে পবিত্রজন, হে সমস্ত পবিত্রতার প্রভু, তোমার এই গৃহ চিরকালের মতই অকলুষিত অবস্থায় রক্ষা কর।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোব ২৩:১-২৪—২৪:১২

যোবের উত্তর: দুর্জনেরা অদণ্ডিতই থাকছে!

যোব উত্তর দিয়ে একথা বললেন:

আজকের দিনেও আমার বিলাপ তিক্ত,
এখনও তাঁর হাত আমার হাহাকারের উপরে ভারী।
আহা! যদি জানতাম, কোথায় আমি তাঁর উদ্দেশ পাব;
তাঁর সিংহাসন পর্যন্তই যদি যেতে পারতাম!
তাহলে তাঁর সম্মুখেই আমার এই ব্যাপার ব্যক্ত করতাম,
আমার ওষ্ঠ আমার সমস্ত দাবিতে পূর্ণ হত।
তিনি উত্তরে কি কি বলেন, তা আমি জানতে পারতাম,
তিনি আমাকে কী বলতে চান, তা আমি বুঝতে পারতাম।
তিনি কি পরাক্রম দেখিয়েই আমার সঙ্গে তর্ক করতেন?
না! কিন্তু তবুও আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন।
তবে তাঁর এই বিপক্ষকে ন্যায়বান বলে বিচার করতেন,
আর আমি আমার বিচারকের হাত থেকে চিরকালের মত রেহাই পেতাম।
কিন্তু দেখ, আমি পুবে যাই, কিন্তু সেখানে তিনি নেই,
পশ্চিমে যাই, কিন্তু তাঁকে দেখতে পাই না।
উত্তরে তাঁর খোঁজ করি, কিন্তু তাঁর সন্ধান পাই না,
দক্ষিণ দিকে ফিরি, কিন্তু তিনি অদৃশ্যই থাকেন।
অথচ আমি যেই পথ ধরি না কেন, তিনি তা জানেন;
তিনি আমাকে আগুনে যাচাই করলে আমি নিখাদ সোনার মতই উত্তীর্ণ হব।
আমার পদক্ষেপ তাঁর পদচিহ্নে লেগে আছে,
সরে না গিয়ে আমি তাঁর চলার পথ ধরে চলেছি;

তাঁর ওষ্ঠের আজ্ঞা ছেড়ে দূরে যাইনি,
তাঁর মুখের বচনগুলি হৃদয়ে গচ্ছিত রেখেছি।
কিন্তু তিনি একমনা ; কে তাঁকে ফেরাতে পারে?
তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।
কোন সন্দেহ নেই! আমার বিষয়ে যা স্থির করেছেন, তা তিনি করবেনই করবেন,
এবং তেমন সঙ্কল্প তাঁর কাছে বহুই রয়েছে।
এজন্যই আমি তাঁর সামনে আতঙ্কিত ;
তেমন কথা ভেবে আমি তাঁর ভয়ে কম্পিত হই।
ঈশ্বর আমার সাহসটুকু নিঃশেষিত করেছেন,
সর্বশক্তিমান আমাকে আতঙ্কিত করেছেন ;
অন্ধকারের আগমনের জন্যই যে আমি অবসন্ন, এমন নয়,
ঘন তমসার আগমনের জন্যই যে আমি পতিত, এজন্যও নয়।
সর্বশক্তিমান কেন তাঁর বিচারের সময় নিরূপণ করেন না?
তাঁর ভক্তেরা কেন তাঁর সেই দিনগুলি দেখতে পায় না?
দুর্জনেরা জমির আল সরিয়ে দেয়,
তারা মেষপাল ছিনিয়ে নিয়ে তা চরিয়ে বেড়ায়।
তারা এতিমের গাধা কেড়ে নেয়,
বিধবার বলদ বন্ধক রাখে।
তারা নিঃস্বকে পথের বাইরে ঠেলে দেয়,
দেশের দীনহীনেরা লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়।
দেখ, মরুপ্রান্তরের বন্য গাধার মত তারা কাজের জন্য বেরিয়ে পড়ে,
ভোর থেকেই খাবার খোঁজ করে বেড়ায়,
মরুভূমি তাদের সন্তানদের জন্য খাবার যুগিয়ে দেয়।
এমন মাঠে শস্য কাটে, যে মাঠ তাদের নয়,
দুর্জনের আঙুরখেতে পড়ে থাকা গুচ্ছ জড় করে ;
বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ হয়ে রাত কাটায়,
শীত থেকে রক্ষা পাবার মত একটা কাপড়মাত্রও তাদের নেই।
পর্বতমালার বৃষ্টিতে তারা ভেজে,
আশ্রয় না থাকায় শৈলের গায়ে শরণ নেয়।
পিতৃহীনকে মায়ের বুক থেকে কেড়ে নেওয়া হয়,
দরিদ্রের অবলম্বন বন্ধকী দ্রব্য বলে রাখা হয়।
তাই এরা বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ হয়ে বেড়ায়,
ক্ষুধার জ্বালায় শস্যের আটি বয়ে বেড়ায় ;
ওদের বাগানে জলপাই পেষাই করে,
আঙুরফল মাড়াই করে, তেষ্টায় ভোগে।
শহর থেকে মুমূর্ষুদের হাহাকার শোনা যায়,
ক্ষতবিক্ষতদের প্রাণ সাহায্যের জন্য চিৎকার করে,
অথচ ঈশ্বর তাদের প্রার্থনায় মনোযোগ দেন না!

শ্লোক যোব ২৩:৩,১০,১৩

প্র আহা! যদি জানতাম, কোথায় আমি ঈশ্বরের উদ্দেশ পাব ; তাঁর সিংহাসন পর্যন্তই যদি যেতে পারতাম!
উ অথচ আমি যেই পথ ধরি না কেন, তিনি তা জানেন ; তিনি আমাকে আগুনে যাচাই করলে আমি নিখাদ

সোনার মতই উত্তীর্ণ হব।

℣ তিনি একমনা; কে তাঁকে ফেরাতে পারে? তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।

℟ অথচ আমি যেই পথ ধরি না কেন, তিনি তা জানেন; তিনি আমাকে আগুনে যাচাই করলে আমি নিখাদ সোনার মতই উত্তীর্ণ হব।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'স্বীকারোক্তি' **১৩শ পুস্তক ৩৫:৫০–৩৮:৫৩**

প্রভু, তুমি আমাদের সবকিছু দিয়েছ:
বিশ্রামের শান্তি, সন্ধ্যাহীন শান্তি

প্রভু ঈশ্বর, আমাদের শান্তি দান কর—তুমি তো আমাদের সবকিছুই দিয়েছ—বিশ্রামের শান্তি দান কর, সাব্বাতের শান্তি, সন্ধ্যাহীন শান্তিই দান কর। এ অতি মঙ্গলকর জিনিসের সুব্যবস্থা নিজ কর্ম সেরে বিলীন হবেই: এগুলির মধ্যে কেমন যেন সকাল ও সন্ধ্যা আছে।

সপ্তম দিনের সন্ধ্যাও নেই, সূর্যাস্তও নেই, কেননা তুমি সনাতন অস্তিত্বের জন্যই তা পবিত্রিত করেছ। তোমার বিশ্রাম না ছেড়ে তোমার সমস্ত সর্বোত্তম কাজ সৃষ্টি করে তুমি সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেছিলে: একথা তোমার আপন গ্রন্থই আমাদের কাছে আগে থেকে বলেছে আমরা যেন জানতে পারি যে, আমাদের সমস্ত সর্বোত্তম কাজের পরে—সেই কাজ তোমার দান বলেই সর্বোত্তম!—আমরা অনন্ত জীবনের বিশ্রামবারে তোমাতেই বিশ্রাম করব।

যেমন তুমি এখন আমাদের মধ্যে কর্মরত, তেমনি তখনও তুমি আমাদের মধ্যে বিশ্রাম করবে; আর যেমন আমাদের এ কর্ম তোমারই, তেমনি আমাদেরই হবে তোমার সেই বিশ্রাম। তুমি কিন্তু, প্রভু, নিত্যই কর্মে রত আছ, নিত্যই বিশ্রামে আছ; তুমি তো কালের বাইরেই সবকিছু দেখ, তোমার গতিও কালের মধ্যে সীমিত নয়, কালের গণ্ডিতেও বিশ্রাম কর না; তবু কালের মধ্যে যা কিছু দৃষ্টিগোচর, তা তুমিই তো সৃষ্টি কর, কাল ও কালের মধ্যে বিশ্রামও তোমার সৃষ্টি।

তাই তুমি যা কিছু গড়েছ, তার অস্তিত্ব আছে বিধায়ই আমরা তা দেখতে পাই; তুমি কিন্তু তা দেখ বিধায়ই তা অস্তিত্ব পায়। আমরা বাইরে থেকে দেখি, সেই সবকিছু আছে; আবার ভিতর দিয়ে দেখি, সেগুলো ভাল। তুমি কিন্তু যে সময় দেখলে যে, সেগুলো সৃষ্টির যোগ্য, সেসময়ই তুমি সেগুলিকে সৃষ্ট দেখেছ। আবার, আমাদের হৃদয় তোমার আত্মার উদ্দীপনা পেলে আমরা পরবর্তীকালেই মঙ্গল সাধন করায় উদ্দীপিত; পূর্ববর্তীকালে কিন্তু আমরা তোমা থেকে দূরে সরে যাওয়ায় অমঙ্গল সাধন করতেই আকর্ষিত ছিলাম। তুমি কিন্তু, হে একমাত্র মঙ্গলময় ঈশ্বর, তুমি তো মঙ্গল সাধন করতে কখনও ক্ষান্ত হওনি। আমাদের কিছুটা কর্ম মঙ্গলময় বটে, তা কিন্তু তোমারই দানের ফলে, আর তা চিরস্থায়ী নয়: সেগুলোর পরে আমরা প্রত্যাশা করি, তোমার মহা পবিত্রতায় বিশ্রাম পাব। তুমি কিন্তু এমন মঙ্গল, যার অন্য মঙ্গলের প্রয়োজন নেই, ফলে তুমি নিত্যই শান্তিমণ্ডিত, কারণ তুমি নিজেই তোমার নিজের শান্তি। এবিষয়ে কোন্ মানুষ অন্য মানুষকে, কোন্ দূত অন্য দূতকে, কোন্ দূত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে? তোমার কাছেই যাচনা করা হোক, তোমাতেই অনুসন্ধান করা হোক, তোমার দরজায় করাঘাত করা হোক: এভাবে, হ্যাঁ, এভাবেই যাচনা পূর্ণ হবে, এভাবেই অনুসন্ধান সিদ্ধ হবে, এভাবেই দরজা খুলে দেওয়া হবে।

শ্লোক সাম ১৭:১৫; ১ করি ১৩:১২

℣ আমি কিন্তু ধর্মময়তা গুণে পাব তোমার শ্রীমুখের দর্শন,

℟ জেগে উঠে তোমার রূপ দেখে তৃপ্ত হব।

℣ এখন আমার জানাটা অসম্পূর্ণ, কিন্তু তখন সম্পূর্ণ হবে—আমি নিজেও যেভাবে এখন পরিচিত।

℟ জেগে উঠে তোমার রূপ দেখে তৃপ্ত হব।